Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩২শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৩, [১ম সংখ্যা

১।	গতবর্ষ	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	১
২।	নব-বর্ষারম্ভ	... ...	২
৩।	প্রাণায়াম	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	২
৪।	দান গ্রহণ	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৬
৫।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৮
৬।	সুরেন দা	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র	১৯
৭।	লৌহ ও ভারত শিল্প	শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
৮।	চৈত্র	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 20-7-26.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একাদনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

—GERMLINE. Telephone No. B. B.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি
[illegible] যাবে
তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।
মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসম তেল প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০|৩২

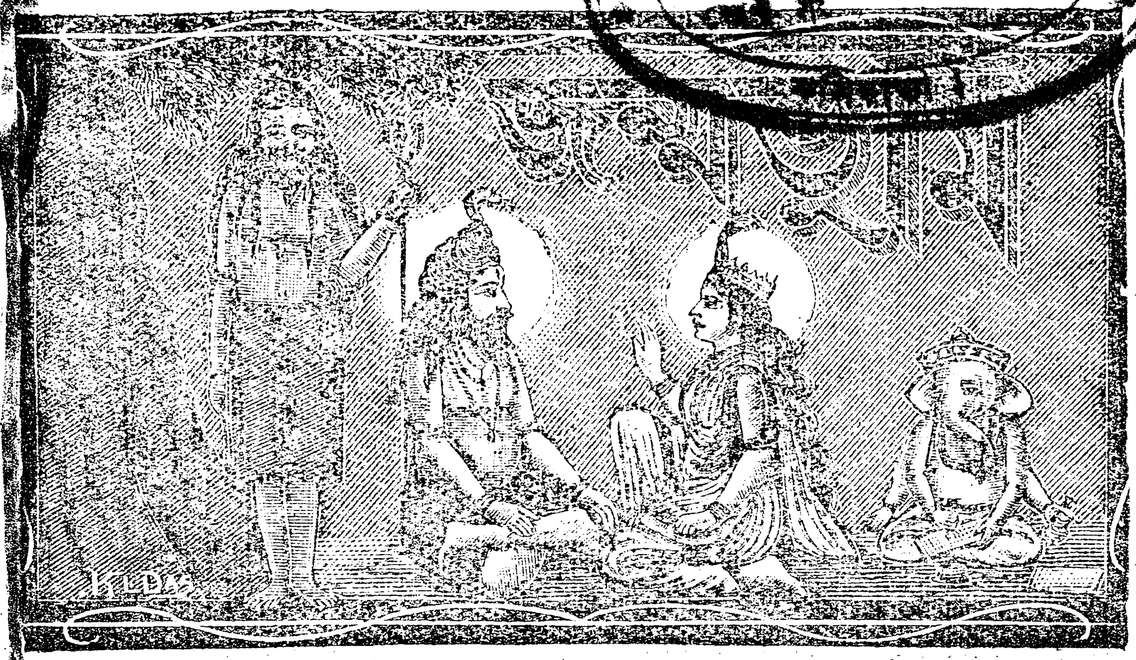

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ বর্ষ | ১৩৩৩ সাল, বৈশাখ | ১ম সংখ্যা

গত বর্ষ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল।

গত বৎসর যে দুঃখ ভোগ করিয়াছে, নব-বর্ষে তাহা আর অনুভব করিব না। কেননা, দুঃখে হৃদয় কষ্ট সহিষ্ণু ও শান্ত করিয়া থাকে। সুতরাং যাহারা গত বর্ষের গত ঘটনার দিকে মনোযোগ দৃষ্টি রাখিতে পারে, তাহাদের নববর্ষে উন্নতি, সুখ ও শান্তি অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য কবি বলিয়াছেন,—

"So live that when thy summons comes to you,
The innumerable caravan that moves,
His chamber in the silent halls of death,
Than go not like the quarry stave at night,

Scourged to his dungeon, but sustained and soothed,
By an unfaltering trust, approach thy grave,
Like one who wraps the drapery of his couch,
About him and lies down to please and dreams."

Bryant,

নব-বর্ষারম্ভ।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়,—আমাদের "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাত্রিংশ বর্ষে উপনীত হইল। নববর্ষের নবীন ঊষায় মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া নবোৎসাহে আবার জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। মঙ্গলময়ের বিশ্ববন্দ্য শ্রীচরণে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিতেছি :—

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

প্রাণায়াম *

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

মানুষের পক্ষে দীর্ঘ জীবন লাভ মানুষের নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত। যিনি যত মিতাচারী, সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ও ইন্দ্রিয় দমনে সক্ষম, স্বাস্থ্য, সবলতা ও দীর্ঘায়ু লাভের তিনি সর্ব্বতোভাবে অধিকারী হন। মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে তাহার জীবনী শক্তির হ্রাস হয়।

* মেদিনীপুর জেলার হান্দোল গ্রামের "সৎ সঙ্গ" সভার বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক "প্রাণায়াম" বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

আহারের দ্বারা এই জীবনী শক্তির কতকটা পরিপূরণ হইলেও সম্পূর্ণ ভাবে পরিপূরণ হয় না। যিনি যত দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহের তাহার হ্রাস করিতে পারেন, তাহার জীবনী শক্তি তত হ্রাস হয়। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রকারেরা একাদশীর ব্যবস্থা দিয়াছেন। একদিন উপবাস করিলে শরীরের পরিপাক যন্ত্র অন্ততঃ একদিনের জন্য "ছুটি" পায় এবং সেই একটি দিনে সে তাহার সমস্ত যন্ত্রপাতির সংস্কার করিয়া লইতে পারে। দেহকে এবং দেহস্থ যন্ত্রপাতির বিশ্রাম দিবার জন্যই শ্রীভগবান দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রাত্রিকালে মানুষের পক্ষে নিদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুষুপ্তিকালে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চল হইয়া থাকে এবং সেই জন্য প্রভাতের আগমনে আবাব তাহারা নবোদ্যমে কার্য্য করিতে পারে। এই সুষুপ্তিকালে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কিন্তু চলিতে থাকে। মানব শিশু ভুমিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকালে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত অবিরত একভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া আসিতে থাকে, সে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আর কিছুতেই বিরাম নাই। এই নিশ্বাসই মানবের প্রাণবায়ু, এই প্রাণবায়ু যত অধিক বাহির হয়, ততই মানুষের প্রাণ শক্তির হ্রাস হয়। তাই দেখা যায় যাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কম পরিমাণে ফেলিতে পারেন, তাঁহারাই জীবনে দীর্ঘায়ু হন।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের পরিমাণ কমাইতে হইলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। এই প্রাণায়ামেরই অপর নাম যোগ। "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধ।"

চিত্ত বৃত্তির নিরোধই যোগ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ, দেহকে দৃঢ় করিবার নাম যোগ, মনকে সুস্থির করণের নাম যোগ, চিত্তকে একতান করার নাম যোগ, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ করার নাম যোগ, সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগের নাম যোগ। সম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই আটটি অঙ্গ। যোগ সাধন করিতে হইলে অর্থাৎ পূর্ণ মানুষ হইয়া স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই অষ্টযোগের সাধনা ও অভ্যাস করিতে হয়।

"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগমধ্যেক চিত্ততা।"

যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। যোগী পুরুষের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই তত্ত্ব জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

এই যোগ সাধন করিতে হইলে প্রাণায়ামই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রাণায়াম সাধন না করিলে যোগের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে সমর্থ হওয়া যায়

না। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি যাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, সেই গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উক্ত শ্বাস প্রশ্বাসকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান বিশেষে ধারণ করার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম বৃত্তিভেদে তিন প্রকার—বাহ্য বৃত্তি, অভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভ বৃত্তি। রেচকের নাম বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা, পূরকের নাম অভ্যন্তর বৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা, আর কুম্ভকের নাম স্তম্ভ বৃত্তি অর্থাৎ প্রপূরিত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা। প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে রোগমুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত রূপে না করিলে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। উপযুক্ত রূপে প্রাণায়াম অভ্যাস না করিলে হিক্কা, কাশ, শিরোবেদনা, অক্ষি বেদনা ও কর্ণ বেদনা প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। কাজেই শ্বাস প্রশ্বাসের আকর্ষণ কখনও বেগের সহিত করিতে নাই। এরূপ অল্প বেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যেন হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন নিঃশ্বাস বেগে উড়িয়া না যায়। বন্য হস্তীকে যেরূপ ধীরে ধীরে বশীভূত করিতে হয়, প্রাণ বায়ুকেও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে সংযত ও সংহত করিতে হয়। প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র ও অল্প পুরীষ হয়। শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না, সর্ব্বদা চিত্তে সন্তোষ হয়। বিনা আহারে কিংবা অল্পাহারে কি বহু পরিমাণ আহারে প্রাণায়ামকারীকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এই প্রাণায়াম বলে সাধকের ভূ-চরী সিদ্ধি হয় এবং সাধক ইচ্ছামত গম্য অগম্য সকল স্থানেই যাইতে পারেন।

এ কথার যাথার্থ্য আমরা শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদে ভারতের সকল মতাবলম্বীকে পরাজিত করিয়া অবশেষে মণ্ডন মিশ্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী উভয় ভারতীর সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু রতিশাস্ত্রে শঙ্করের আদৌ কোন জ্ঞান না থাকায় তিনি এক বৎসরের সময় লইয়া রতিশাস্ত্র শিখিতে গমন করেন। শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বহু দেশ ও প্রান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্কর অবশেষে এক দুর্গম অরণ্য মধ্যে একটি রাজার শব দেখিতে পান। রাজ রাণীরা মৃতদেহের চারিদিকে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। শঙ্কর ইহা দেখিয়া একটি পর্ব্বত কন্দরে নিজ দেহ রাখিয়া যোগবলে নিজ আত্মাকে সেই রাজদেহে স্থানান্তরিত করেন। ধীরে ধীরে রাজার পুনর্জীবন লাভ হয়, রাণীগণ তখন মহা উল্লাসে সেই রাজাকে পুনরায় রাজধানীতে লইয়া যান। শঙ্কর সেই রাজদেহে থাকিয়া অন্তঃপুরে সর্ব্বদা ললনাকুলের সহিত বিবিধ আমোদ-প্রমোদ ও রহস্যালাপে রত থাকিয়া রতিশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইলে পুনরায় স্বদেহে প্রত্যাগমন করিয়া উভয় ভারতীর নিকট আসেন। এবার উভয় ভারতী পরাজিতা হন এবং স্বামীর ন্যায় তিনিও শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

যোগ শুধু হিন্দুরই যে মোক্ষের একমাত্র পথ তাহা নহে। খ্রীষ্টান ও মুসলমান যখন "গড" কিংবা "আল্লা" বলিতে আত্মহারা হন, তখন তাঁহারাও যে প্রকারান্তরে যোগাভ্যাস করেন, একথা বলাই বাহুল্য। তবে যোগশাস্ত্র ভারতীয় তন্ত্রে ও তন্ত্রোক্ত সাধনা প্রণালীতে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ কোথাও হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তা, মন প্রাণ বায়ুর অধীন; সুতরাং প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত নিশ্চয়ই স্থির হইবে। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

"ইন্দ্রিয়ানাং মনোনাথো মনোনাথস্তু মারুতঃ॥"

কাজেই প্রাণায়াম সাধনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। এই যোগের দ্বারা সকলেই সকল অবস্থাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যোগবলে সমাধি পর্য্যন্ত লাভ হয়। সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও সাধক এই যোগ সাধনায় কৈবল্য-পদ লাভ করিতে পারে।

মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি যাবতকাল জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল মন্ত্র জপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চ্চনার কোনই ফলোদয় হয় না। প্রাণায়াম দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানব জীবনের পূর্ণত্ব লাভ হয়। কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবাত্মার প্রাণ স্বরূপ। কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। সেই জন্য জীবাত্মা রিপু ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনায় "অহং" ভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অজ্ঞান মায়াচ্ছন্ন হইয়া সুখ দুঃখাদি ভ্রান্তি জ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি প্রাণায়ামের দ্বারা জাগরিতা হন।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা পরিপুষ্ট হিন্দুর কাছে এই যোগশাস্ত্র পাগলের প্রলাপ বলিয়া অনুমিত হইলেও পাশ্চাত্য মনীষিগণ কিন্তু ইহাকে অতি উচ্চাঙ্গের সাধন প্রণালী বলিয়া স্বীকার করেন।

দান গ্রহণ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

সারাদিন আজ রোগী দেখ্‌তেই হয়েছে। তাই সন্ধ্যের পর বিশেষ ক্লান্ত হয়ে বাগানে বসেছিলুম।

আকাশের ভেতর একটা লুকান ঝর্‌ণা থেকে, তখন শরতের ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলো ফিন্‌কি দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছিলো। ধপ্‌ধপে ফোটা জুঁই ফুলের মত একছড়া তারার মালা ঠিক্ আকাশের নীচে, বাতাসের ওপর দুল্‌ছিলো। হঠাৎ কি ভেবে আমি আমাদের বাগানের ভেতর দিয়ে বাইরের ফটকে এসে দাঁড়ালুম।

রাস্তায় তখন জনপ্রাণী ছিলোনা :বল্‌লেও ভুল হয় না। আমি ফটকের এদিক্ ওদিক্ উদাসের মত পায়চারি কর্‌ছি, এমন সময় একটি ছোট মেয়ে এসে প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লে, "বাবু, ডাক্তারের বাড়ী কোথায় ?"

তার মুখখানির দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, মুখখানি ভারি সুন্দর। কিন্তু তখন তার ওপর মেঘে ঢাকা চাঁদের মত একটা বিষাদের কালিমা মাখানো ছিলো।

মেয়েটি "ডাক্তারের বাড়ী কোথায়" বল্‌তেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম, খোঁজ করে আমারই কাছে এসেছে! অন্য সময় এরূপ ডাকে আমি annoyed হতুম, কিন্তু তখন কেন জানিনা, একটু ব্যথিত হয়ে নরম সুরে বল্‌লুম, কেন ডাক্তারের কি দরকার ?"

মেয়েটি "বাবু বাবু, আমার মার বড় অসুখ" বলে হাঁপাতে লাগ্‌ল। আর আমি তার দিকে চেয়ে, ব্যথিত স্বরে বল্‌লুম, "তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

মেয়েটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে, "ওই যে, খোলার ঘরখানা ওখানে দেখা যাচ্ছে, ঐ ঘরে আমরা থাকি।"

আমি বল্‌লুম, "আমি ডাক্তার। তুমি ... ...।"

কথা না শেষ কর্‌তেই মেয়েটি "ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু" বলে কেঁদে ফেল্‌লে।

আমি ব্যগ্রভাবে বললুম, "কেঁদোনা ছিঃ! তুমি এখানে একটু দাঁড়াও আমি যন্ত্র নিয়েই আস্‌ছি।"

বাড়ীতে visiting roomএ ঢুকে তাড়াতাড়ি Stethoscopeটা নিয়ে এসে বল্‌লুম, "চল যাই।"

মেয়েটি আমার আগে আগে চল্‌ল। ... ...

রোগীকে পরীক্ষা করে বুঝ্‌লুম, heart তখনি ফেল্ কর্‌বে। আমি ভারী চিন্তিত হয়ে পড়্‌লুম। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় সব বুঝ্‌তে পার্‌লে, সে অঝোর্ ঝরে কেঁদে উঠ্‌ল।

আমি নিজে চিন্তিত ভাব সাম্‌লে নিয়ে একটু গম্ভীর স্বরে বল্‌লুম, "ও কি! এ সময় কাঁদতে নেই। দাঁড়াও, অমন কচ্ছ কেন ?"

মেয়েটি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ধরা গলায় বল্‌লে, "ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, আমার মাকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার বাবু।"

তখন রোগী মানুষ ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিলো, আমি তবু একদম হতাশ হতে পার্‌লুম না। মেয়েটিকে "ওষুধ আন্‌ছি" বলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ীতে visiting roomএ এসে চাকরকে দিয়ে এক কাপ্ hot milk আনালুম তারপর Compounder কে দিয়ে ওতে ½ oz. Spirit vinom galisay দিয়ে নিয়ে কাপ্ হাতে কোরে আবার তখনই তাদের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। ...

তখন রোগিণী টেনে টেনে কথা বল্‌ছিলো, "বেবা, তোকে কার কাছে দিয়ে যাব, ভেবেই ত আমি নিশ্চিন্তে মর্‌তে পাচ্ছি না।"

আমি রোগীকে কথা কইতে দেখে একটু আশান্বিত হয়ে বল্লুম, "আপনি একটু হাঁ করুন ত।"

"কে ? ডাক্তার বাবু ?" বলে রোগিণী হাঁ কর্‌লে, আমি তার মুখে ওষুধটুকু ঢেলে দিলুম।

এবার রোগিণী অসাড় হয়ে পড়্‌ল। Pulse examine কল্লুম, too slow, মেয়েটি আমার মুখের দিকে চেয়ে, হাপুস নয়নে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে; "ডাক্তার বাবু, আমার মা বাঁচ্‌বে ত ?"

* * * *

প্রায় ছ' মিনিট পরে রোগিণীর Pulse ফের্ examine কল্লুম। Pulse এত slow beat কচ্ছিল যে, আমি এ রকম slow beating আর কখন কার অনুভব করিনি! আমি বুঝ্‌লুম,—শেষ no hope।

এই সময় রোগিণী আর একবার টানা গলায় বল্লে,—রে—এ—বা !” মেয়েটি “কি মা” বল্‌লে, রোগিণীর বুকের ওপর তার ডান হাতখানি রাখ্‌লে।

রোগিণী এইবার একটু বিকৃত গলায় বল্‌লে, ডাক্তার, ডাক্তার, ওকে কার হাতে দিয়ে যাব ভেবে ... ...।”

আমি যন্ত্রচালিতের মত বল্লুম, আমার হাতে দিয়ে যান। আমি ওর ভার নিয়ে রাজী।”

রোগিণীর মুখে অস্তগামী সূর্য্যের মত একটু আভা ফুটে উঠ্‌ল। সে তার সবটুকু ক্ষমতা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, “বেশ বাবা, তুমি ওকে নাও।” তারপর টানা গলায় বল্লে, “তবে আসি। হরি—ম—ধু—সূ—দ—ন।”

মেয়েটি ধড়ফড় করে উঠে, “ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! মাকে বাঁচাতে পারলেন না।” বলে রোগিণীর পায়ের তলায় “মা! মা!” বলে লুটিয়ে পড়ল।

ফের রোগিণীর Pulse examine কল্লুম,—সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর? ... ...

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

তৃতীয় অঙ্ক।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।

(শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব, সাত্যকী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন।)

অর্জ্জুন। কহ সখা!
কি বলে সাহসে আজি রাজা দুর্য্যোধন
হইল সম্মুখে একা ভীমের সমরে,

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

যাহার বিক্রমে যক্ষ রক্ষ নহে স্থির,
বৈশ্বানর সম তেজে, বেগে প্রভঞ্জন,
অযুত নাগের বল ধরে বাহুযুগে,
অষ্ট মহারথী তুল্য পিতামহে গণে,
জরাসন্ধ মল্লযুদ্ধে মরে যার হাতে,
হেলায় নিপাতে কিচকে পশুর মত,
আর দৈত্যপতি যত দেবের বিবাদী;
এই কুরুরাজ, দেব! অষ্টাদশ দিনে
সহিতে নারিল ক্ষণে যাহার প্রতাপ,
এবে কিবা দৈববলে, নাহি জানি, আসে
গদাকরে একা; ধন্য মানি দুর্য্যোধন।

শ্রীকৃষ্ণ। না হও বিস্ময়, শুন নিগূঢ় কারণ,
শুক্রাচার্য্য পূর্ব্বে যাহা কহিল বলীরে,
দুর্ব্বল নিস্তেজ ভেক পদাহত হলে,
আশীবিষ সম তেজ ধরে অবশেষে;
বীরকুলে শূর শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন,
গদাযুদ্ধে সুশিক্ষিত কৈলা বলদেব,
বিশেষ দ্বাদশ বর্ষ লৌহ মল্ল সহ
যুদ্ধ করি অহরহ; হইল দেহ তার
গদার অভেদ্য দৃঢ় লৌহের সমান,
তাহে গান্ধারীর বরে অক্ষয় শরীর,
কৌশলে অথবা বলে ভীম কি করিবে?

অর্জ্জুন। কহ সখা! তবে তার কি হবে উপায়?
কৌরবে এমত যদি জানহ কেশব,
কেমনে হইবে আজি তাহার নিধন?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখে! যে উপায়ে ধর্ম্মের নন্দন
রাজ চক্রবর্ত্তী হবে ভারত মাঝারে,
করিয়াছি স্থির তাহা বহুদিন হতে,
যে উপায়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হত রণে,
যে সঙ্কেতে মগধ রাজন মল্ল যুদ্ধে

হইল নিধন পূর্ব্বে, সে কৌশল জাল
পাড়িয়াছি দুর্য্যোধন তরে।

(ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।)

শুন বীর বৃকোদর! কৌরব ঈশ্বর
পশিছে সম্মুখ রণে, গদার কৌশলে
দক্ষ বলে মহাবল।
ভীষণ সমর হবে, কহ বীর তবে
করিয়াছ কি উপায়।

ভীম। উপায় তাহার
এ বাহুযুগল মাঝে আছে নারায়ণ,
তোমার প্রসাদে দেব! প্রচণ্ড প্রহারে
করেছি পর্ব্বত চূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও ভীমসেন! রোষে অপমানে
হিতাহিত জ্ঞানহারা হয় বিজ্ঞজনে,
অপমানে ক্রোধে দুষ্ট সুশিক্ষা ভুলিবে,
তখনি হারিবে রণে, নিধন উপায়
সঙ্কেতে জানাব তোমা।

ভীম। যথা আজ্ঞা তব,
সেই মত পাড়িব প্রহারি কুলাধমে।
আরে দুষ্ট! হিংসিয়াছ আমা পঞ্চজনে
শিশুকাল হতে, এবে দুষ্ট দুরাচার
কেন দাঁড়াইয়া হেথা পথিকের প্রায়?
উনশত ভাই তোর গেল যেই পথে,
সেই পথ আছে পড়ে সম্মুখে তোমার,
হও অগ্রসর, নহে কর পলায়ন,
তথাপি না জানি ক্ষমা, নখে বিদারিয়া
দুঃশাসন বক্ষ উষ্ণ শোণিত তরল
পানিনু বিনাশি তারে; পাড়ি মূঢ় তোরে
পদাঘাতে চূর্ণ শির করি রণস্থলে,
ধর যাহে আজও রাজ-মুকুট পামর!

দুর্য্যো। নীচমুখে উচ্চ কথা সহ্য নাহি হয়,
হও চূর্ণশির দুষ্ট এই গদাঘাতে,
উষ্ণ রক্তস্রোত তোর শুষুক অবনী,
এই লও, এই লও।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

ভীম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ পামর! ধিক্ এই বাহুবলে
একছত্রা এ ভারত চাও শাসিবারে!
অচেতন অভিমন্যু নহে বৃকোদর,
মোহ যাবে গদাঘাতে, যত শক্তি তব
প্রকাশ করেছ দুষ্ট, সহ এইবার পার যদি।

সাত্যকি। ধন্য শিক্ষা কুরুরাজ! ভীমের প্রহারে
যক্ষরক্ষ দৈত্যদল হয় হত বল,
ধন্য রাজা! আপনি রক্ষিলে কি কৌশলে।
বাহুবলে ধন্যবীর তুমি এ সংসারে।

দুর্য্যো। বুঝেছি বিক্রম তোর, ভীম দুরাচার!
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রমুখ শিশুগণে
মারি রণে, বাড়িয়াছে বড় অহঙ্কার,
গদার প্রহার তোর তুলা হেন বাসি,
বসি বীরধামে শুন ভ্রাতাগণ!
বাঁচিছি এখন মাত্র শুধিবারে আমি
তোদের নিধন ঋণ, দেখ চেয়ে সবে,
অগ্রজ তোদের নহে জীবনে কাতর,
এই দুঃশাসন তরে, এই দুর্ম্মুখের,
এই এই এই শেষ হলো ভ্রাতৃ ঋণ,
এখন ওরে দুষ্ট সহ আর বার,
হারে রে—আর না—দুষ্ট যাও রসাতলে,
হের সবে হয়নি কি সব ঋণ শোধ?

শ্রীকৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের প্রতি)
হের সখে! কৌরব প্রবল হেরি রণে,
কূট যুদ্ধ বিনা তার নাহি পরাজয়।

অর্জ্জুন। একি বীর বৃকোদর শত্রু নিসূদন !
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলি পথিকের প্রায়
কেন দাঁড়াইয়া ? কহ কে কবে শুনেছে
হইয়াছে ব্যর্থ ভাই তব ক্ষত্রপণ।

(ইঙ্গিত করণ।)

ভীম। ব্যর্থ হয় নাই কভু, হবে না এখন ;
দ্রৌপদীর অপমান জাগিছে হৃদয়ে,
রাম ভয়ে না করি গণন, নিজ পণ
পালিব প্রহারে দুরাচার উরু পরে ;
হারে কুরু কুলাধম ! জন্মের মতন
সুন্দর প্রকৃতি শোভা দেখ অন্তকালে ;
মায়া দ্যূত পণে জিনি লইয়া ধরণী,
লহ শেষ বিদায় তাহার দুরাচার ;
এক গদাঘাত বিনা দ্বিতীয় আঘাত
করি যদি, তবে বৃথা ভীম নাম ধরি।

দুর্য্যো। ও নামে উত্তর আর হবে না দানিতে,
এই বার চুর্ণ শির করিব রে তোরে।

ভীম। ভীম গদাঘাত মূঢ় এবার সহরে।

(গদাঘাত।)

দুর্য্যো। ক্ষত্রকুল কলঙ্ক কপট যোধি ক্রূর।
এই কিরে ন্যায় রণ তোর দুরাচার ?
গদার প্রহার কর নাভীর নীচেতে,
রাখিলা জগতে ভাল কীর্ত্তি রে নারকী।

ভীম। দেখ সবে, পাঞ্চালীর অপমান ঋণ
অর্দ্ধ মাত্র পূর্ণ, বাকি আছে যাহা, এবে
বাম পদাঘাতে শির মুকুট সহিত
চুর্ণ করি, পূর্ণ শোধ দিব এইক্ষণে।

যুধি। কি কর, কি কর ?

ভীম। আর্য্য ! হউন অন্তর,

প্রতিজ্ঞা পালিব, না শুনি বারণ রাজা,
ক্ষম একবার ; হারে রে কৌরব ক্লীব !
গরু গরু বলি মোরে কৈলা উপহাস,
গরু কি মাতঙ্গ এই বাম পদাঘাতে
জান তবে, ধন্য মূঢ় দৃঢ় তোর শির,
চিত্র গিরি চুর্ণ এই চরণ প্রহারে,
আর বার কৌরব উত্তপ্ত লোহ ধারা
না স্পর্শিতে ধরাতল লই কর পাতি,
হায় বৎস অভিমন্যু ! হায় ঘটোৎকচ !
লও উপহার সবে বীরধামে বসি,
নিভিল তোদের শোকানল এই লোহে,
এই শিরোমণি কুরু শোণিত রঞ্জিত
ধর শীঘ্র, রাখ গিয়া পাঞ্চালী চরণে,
তবে তপস্বিনী বেশ ঘুচিবে তাহার ;
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডবেরে হিংসে যেই জন,
ভীমার্জ্জুন হাতে তার হয় দশা হেন ;
দেখরে জগৎ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।

যুধি। ধিক্ ধিক্ বৃকোদর প্রতিজ্ঞায় তব !
ধিক্ তব ক্ষত্রপণে, বীর গর্ব্ব মদে।
কূট যুদ্ধে পরাজিয়া কৌরব ঈশ্বরে
কি কীর্ত্তি রাখিলা ? শেষে বাম পদাঘাত
করিলা মস্তকে তার, যার সিংহাসনে
নমিত সভয়ে ক্ষত্র নৃপতি সমাজ ;
অন্য কেহ নহে, তব ভাই দুর্য্যোধন,
একছত্রা ভারত শাসিল বাহুবলে,
রাজ-চক্রবর্ত্তী রাজগুণে অলঙ্কৃত
ছিল বীর, শিরে তার করি পদাঘাত
অপযশ রাখিলে এ অবনী উপরে ;
বীর প্রথা নহে, নহে ক্ষত্রধর্ম্ম কভু,
বিজীত বৈরীর মান চুর্ণ করিবারে
হেন মতে, ধিক্ তোমা।

বল। ধিক্, এ সভায়
না যুয়ায় বসিবারে, অন্যায় সমরে
মারে রাজা দুর্য্যোধনে আমার সাক্ষাতে!
নাভীর নীচেতে নাহি গদার প্রহার,
দুরাচার আমা না গণিল মনে, সেই পাপে
অপমানে সভা মাঝে দুষ্ট ভীম সেনে
দিব সমুচিত শাস্তি, না শুনি বারণ।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমা কর যদুনাথ! ত্যজ ক্রোধ মন,
পাণ্ডুর নন্দন যেই মোর সেই তব,
কি কহিব প্রভু! দুর্য্যোধন দুরাচার
দ্যূতে জিনি, দ্রুপদ সুতার কেশে ধরি
সভাতলে দেখাইল উরু, তাহে ভীম
কৈল পণ, করিল পূরণ আজি রণে;
আর এক পূর্ব্ব কথা—মৈত্র ঋষি স্থানে
ছিল অপরাধী, মুনি দিল অভিশাপ,
করিবে নিপাত ভীম উরু ভাঙ্গি তোর,
পাপফল ফলিল এখন, ক্ষত্রপণ
পালে ভীম; তারে তব কোপ নাহি শোভে,
অন্যায়—অন্যায় আগে করিল কৌরব,
সপ্তরথী বেড়ী মারে সুভদ্রা কুমারে,
হেন দুষ্টাচারে মারে ন্যায় কি অন্যায়
না বিচারি; হের, কলি উদয় এখন,
ধর্ম্মের রক্ষণে দুষ্য নহে কূট রণ।

বল। হে কৃষ্ণ! না বুঝি তব মন, কৈনু এবে
ক্রোধ সম্বরণ, তবু কহি মুক্তস্বরে,
ভুবন ভিতরে ধন্য বীর দুর্য্যোধন,
তার সম অন্য জন নহিল, নহিবে;
কি কহিব, ধিক্ ভীম তোমা, ভাল খ্যাতি
রাখিলা অন্যায়ে নাশি কৌরব ঈশ্বরে,
কূট যোধি বলি তোমা ঘুষিবে সংসারে।

(বলরামের প্রস্থান।)

ধৃষ্ট। ধন্য হে বীরেন্দ্র! ধন্য, কোল দেহ মোরে,
সখা! এতদিন পরে কৃষ্ণা অপমান
পূর্ণ প্রতিদান পাইল পাপীষ্ঠ কুরু,
ভাঙ্গি উরু গুরু গদাঘাতে, ত্রিজগতে
স্থাপিলা মহতী কীর্ত্তি, বৃত্রাশূরে নাশি
অমরে পাইলা পূজা পুরন্দর যথা;
ভাগ্যক্রমে আজি গদা মার্গ বিশারদ
কৌরব প্রধানে পাড়ি ভূমে, পদাঘাত
কৈলা শিরে, দিলা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
সিন্ধু শৈলাম্বরা বসুন্ধরা সিংহাসন,
তব বাহুবল কীর্ত্তি গাইবে ভুবন।

যুধি। ধিক্ রাজ্য সিংহাসন! হায় দুর্য্যোধন!
তোমার এ দশা মোরে হইল দেখিতে!
ভাই নহি আমি তব, কৃতান্ত ভীষণ,
রাজ্য লোভে মত্ত আমি নিষ্ঠুর পামর
নাশিনু তোমারে, মোর এই অপযশ
ঘুষিবে জগতে পৃথ্বী যতদিন রবে;
কি কুক্ষণে হায় ভাই! না দিলে ছাড়িয়া
পাঁচখানি গ্রাম মাত্র আমা পঞ্চজনে,
করিলা বিষম পণ, আরম্ভিলা রণ,
মজালে ক্ষত্রিয়গণ, মজিলা আপনি,
যে রণ সাগর ঘোর দেবের দুস্তর,
হয়ে পার ডুবিলা আসিয়া ভাই কূলে!
ভ্রাতৃবধ কলঙ্কে ডুবায়ে মোরে হায়!
চিরকাল তরে, ভাই, চলিলা অমরে;
ধিক্ ধিক্ রাজ্য লোভ মোর!

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাঞ্চাল! কৌরবে না কহ কুবচন,
করিল যখন বলে বসন মোচন
পাঞ্চালীর, যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণে
দিল বনে, কপট দেবলে রাজ্য জিনি,

তখনি নিহত ব'লে জানিয়াছি ওরে,
কটূক্তি তাহারে সবে খড়্গাঘাত সম
আর নাহি শোভা পায় ; শুন ধর্ম্মরায় !
ভাই ভাই বল যারে—রত দুষ্টাচারে,
হিংসিল তোমারে যত আজীবন রাজা
সহিলা সকলি, পূর্ণ কলি অবতার
হইল সংহার আজি তব ধর্ম্মবলে,
কর্ম্মফলে কে পায় এড়ান ? ত্যজি পাপে—
চল করি স্বস্থানে প্রস্থান।

দুর্য্যো। এবে বুঝিলাম তুমি দুষ্টের প্রধান !
ভণ্ড ভগবান তুমি বলাও জগতে ;
কোন্ ধর্ম্মমতে কহ কংস দাস পুত্র !
দিলা পার্থে উপদেশ ভীমে জানাইতে
আঘাতিতে নাভীর নীচেতে ? রে পামর !
তোর মন্ত্রে রণ চোর কুন্তীর তনয়
অন্যায় করিয়া মারে ভীষ্মে দ্রোণে
ভুরিশ্রবা কর্ণে সিন্ধুরাজে ; কোন্ লাজে
সমাজে কহিস্ পুনঃ উভয় সমান ?
বেদজ্ঞান তব মন্ত্রণায় দুরাশয়,
লোকক্ষয় প্রলয় সংহার তব হেতু ;
ক্ষত্রকুল কেতু ব্রহ্মবধি।
তব সম নরাধম না ধরে ধরায়।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র-পাপীষ্ঠ তনয় !
কুলক্ষয় ক্ষত্রবংশ লয় মহালোভে
আপনি করিলা, মরিলা স্বকর্ম্মফলে,
যবে বলে দ্রুপদ সুতায় মত্ত মদে
আনিলা সভায়, নাশিতে তোমায় মূঢ় !
ছিল বিধি সেইক্ষণে, ধর্ম্মের নন্দনে
সত্য পণে বাঁধি শুধু পাইলে নিস্তার ;
তোমা বিনা কোন্ জনা শিশু অভিমন্যে

সাতজনে বেড়ি মারি, সেই পাপ ফলে
মৃত্যুকালে ন্যায় রণ পারে চাহিবারে ?
চাহিলাম পঞ্চগ্রাম; না দিলা তখন,
পাণ্ডব আপন জ্ঞান হৈল অন্তঃকালে ;
তব পাপ ভরে সৃষ্টি গেল রসাতল,
নিজ কর্ম্মফল ভোর করহ এখন।

দুর্য্যো। হে কৃষ্ণ ! না বুঝি তব চরিত্র কেমন !
কোন জন ক্ষত্রধর্ম্ম পালে মম সম ?
কৈনু পাঠ বেদ শাস্ত্র আগম পুরাণ,
যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বিধি মতে দিনু দান,
অবস্থান শত্রু শিরে যাবত জীবন,
করিনু শাসন সসাগরা বসুন্ধরা
ভুজবলে, শেষ কালে ধর্ম্ম পরায়ণ
ক্ষত্রিয় দুর্ল্লভ মৃত্যু সম্মুখ সমরে
পড়ি, চলিনু অমরে বীর-বৃন্দ সনে ;
বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির !
আর যত বীর বীরকুল গ্লানি সবে,
রবে ভবে মৃত-কল্প দীন মনা হয়ে ;
অন্যায়ে পড়িনু রণে, তবু স্বর্গধামে
উচ্চ স্থান মোর, ঘোর জীবন্ত নরক
ভুঞ্জ এবে এই পাপে ক্ষত্রিয় অধম।
শোচনীয় মৃত্যু পাপে হীন জন সম।
হায় দুর্য্যোধন !
বৃদ্ধ পিতা মাতা তব, অনাথা রমণী,
কার কাছে রাখি ভাই যাও হেন কালে ?
প্রবেশিলে হস্তীনায়, যখন আসিয়া
জনক জননী তব জিজ্ঞাসিবে মোরে,
কোথা যুধিষ্ঠির ! মম প্রাণ দুর্য্যোধন,
আর উনশত পুত্র, ভাই তোর সবে ?
দেহ এক পুত্রে মাত্র, কি দিয়া তুষিব

যুধি।

বল ভাই কি বলিয়া প্রবোধিব তবে,
যখন মহিষী তব, প্রাণের পুত্তলী,
জিজ্ঞাসিবে মোরে, আর্য্য! কহ কোথা মোর
প্রাণেশ পৃথিবী পতি কৌরব ঈশ্বর,
কি বলিয়া প্রবোধিব? বল ভাই মোরে,
তব তোল ভারে যদি হৃদয় শোণিত
দিই ঢালি, তুচ্ছ তায়, উঠ, উঠ বীর!
এ শয়ন কভু নাহি সেজেছে তোমারে,
উঠ ভাই! লহ গিয়া রাজ্য সিংহাসন,
নাহি চাই ভুঞ্জিবারে, পশিয়া কাননে
সহস্র বৎসর থাকি হয়ে বনচারি,
সেও সুখ মম, তবু শ্মশান হস্তিনা
নারি প্রবেশিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও, ধর্ম্মরাজ!
রমণীর প্রায় শোক না সাজে তোমারে;
কে খণ্ডাতে পারে রাজা বিধির লিখন?
যে ধাতার ইচ্ছা মতে সৃষ্টি স্থিতি লয়
হয় ক্ষণে নিত্য এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
তুচ্ছ তৃণ হ'তে তুঙ্গ হিমাদ্রী শিখর,
ক্ষুদ্র অণু হতে গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডল
যাহার ইর্চ্ছায় হয় যায় পরে পরে
তাহারি নিয়মে কুরু পাণ্ডুপুত্রগণ
ভ্রাতৃভাব পরিহরি জিঘাংসা অনল
জ্বালিল, পুড়িল তাহে ক্ষত্রিয় মণ্ডল,
হইল কৌরব বংশ ধ্বংস এতদিনে;
এখন বিলাপে আর কি ফল ফলিবে?
শান্তি হীনা এ ভারত বিশৃঙ্খলাময়
চাহিছে তোমার পানে সতৃষ্ণ নয়নে,
ধর রাজদণ্ড হও রাজ রাজেশ্বর,

শাসহ সতত তুমি, লভিলা যা আজি
হৃদি রক্ত বিনিময়ে কুরুক্ষেত্র রণে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

সুরেন দা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র।

"অনি, বলি ও পোড়ারমুখী কানের মাথা খেয়েছিস্ নাকি?" বলিয়া অন্নপূর্ণার মাতা সৌদামিনী দেবী, পুকুরের তীরে আসিয়া তাঁহার মেয়েকে খুঁজিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা মাতার শ্রুতিমধুর ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিকটস্থ আম-বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মায়ের সাম্‌নে চোরের মত দাঁড়াইয়া বলিল, "কি মা, আমায় ডাক্‌ছ কেন?" সৌদামিনী মাটীর কল্‌সীতে জল পুরিতে [illegible]ত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "কি আর বলব, পিণ্ডী গিল্‌তে হবে না? বেলা ত প্রায় পড়ে এলো, আর উনি কিনা খেলায় মত্ত। তোকে আমি দশবার বারণ করেছি যে, দেখ্ অনি তুই এখন বড় হয়েছিস, এখন আর ঐ সুরেনের সঙ্গে [illegible] করিস্‌নি, তা এই হতচ্ছাড়ী মেয়ে কি আমার কথা ... ... যাক্ এতক্ষণ [illegible] হয় ডালটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষুসী মেয়ের জন্যে কি আমার কোন কাজ করবার যো আছে?" তিনি তাড়াতাড়ি কলসীতে জল লইয়া সদর্পে [illegible]ী কাঁপাইয়া অনির চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার সাধন করিতে করিতে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার এইরূপ করিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বেলা তখনও বেশী হয় নাই দেখিয়া সে আবার আম বাগানের দিকে চলিয়া গেল।

সৌদামিনী দেবী অন্নপূর্ণার বিমাতা। অন্নপূর্ণার যখন বয়স ছয় বৎসর তখন তাহার মাতা স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণার পিতা সতীশবাবু কিছুদিন আর বিবাহ করেন নাই, কিন্তু পরে তিনি এই সৌদামিনীকে বিবাহ করেন। সৌদামিনী

তবে সে থাকুক কিন্তু আমি এখানে কিছুতেই থাকিব না। আমি এখানে থাকিলে কেবল সংসারে অশান্তি বাড়িবে আর আসল কথা আমি এ সব অত্যাচার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সহ্য করিতে পারিব না। তবে দাদা আমি আসি।" এই বলিয়া সে সতীশচন্দ্রের পদধূলি লইয়া কোনরূপ উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে একবস্ত্রে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সতীশচন্দ্র কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার চক্ষু দিয়া দুইফোঁটা গাঢ় তপ্ত অশ্রু অন্নপূর্ণার মাথার উপর পড়িল। সৌদামিনী ঘরের ভিতর হইতে জানালা দিয়া এতক্ষণ সবই দেখিতেছিল। জামা, চাদর না খুলিয়া মেয়েকে এইরূপ আদর করা তাহার সহ্য হইল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া স্বামীর একেবারে সাম্‌নে গিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি খুব ত মেয়ের আদর হচ্ছে, ভাত গিল্‌বে কখন? মনে করি যে যা খুসী করুক, আমি কোন কথা বলব না, কিন্তু তোমাদের দেখে না বলেও থাক্‌তে পারা যায় না। এখন মেয়ের আদর রেখে, স্নান করে খেয়ে নিয়ে আমাকে রক্ষে কর, তারপর যত খুসী মেয়েকে আদর কোর, আমি তোমাকে কোন কথা বলব না।" এই বলে সে কাপড় গামছা তেল সব বারাণ্ডার রেখে রান্নাঘরে চলে গেল। সতীশচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্ত্রীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। হায়রে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর মোহ!

এই সমস্ত ব্যাপারের পর সতীশচন্দ্র মনে মনে স্ত্রীর উপর একটু চটিয়া ছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলেন নাই বা বলিতে সাহস করেন নাই। প্রত্যেক দিন বাড়ীতে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া তিনি যে কি করিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই, তবে এইটুকু মাত্র ঠিক করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী কিম্বা কন্যার মধ্যে যাহাকে হউক একজনকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

কাল রাত্রি হইতে অন্নপূর্ণার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে, কিন্তু একথা সে কাহাকেও জানায় নাই, আর জানাবেই বা কাহাকে, সে যে জননী হীনা হতভাগিনী। ভোর বেলা উঠিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়াছে কিন্তু এখন আর সে পারিয়া উঠিতেছে না, শরীর অবশ হইয়া পড়িতেছে। বাসন মাজিতে মাজিতে সে দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল। সতীশচন্দ্র সেদিন কাছারীতে যান নাই, সাম্‌নের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। অনিকে সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া উঠানের দিকে চলিলেন, বৈশাখ মাসে যেমন হঠাৎ কালমেঘের উদয় হয়, সেইরূপ হঠাৎ সৌদামিনী পাড়া বেড়াইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সতীশচন্দ্র মেয়ের কাছে যাইতে যাইতে হঠাৎ কাল

সাপিনীরূপ সৌদামিনীকে দেখিয়াই সেইস্থানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সৌদামিনী বাড়ীর ভিতর আসিয়া অনির কাছে গিয়া বলিল, "কি গো রাণী, আবার তোমার কি হল? এখন দেখ্‌ছি যে, দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার ফিট হতে আরম্ভ করেছে।"

অন্নপূর্ণা তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "মা, কাল রাত থেকে আমার খুব জ্বর হয়েছে। এখন বাসনগুলো থাক, বিকেলে বসে আমি সব মেজে দোব, এখন আমার মাথা ... ...।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সৌদামিনী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও সব আদর বাপু আমার নিকট হবে না। যদি এ সব না পার তবে তোমার আদুরে বাপ্‌কে ঝি চাকর রাখ্‌তে বলে দাও।"

সে আবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিগো, কি কর্‌বে? বোনকে ত খাটিবার ভয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিলে, এখন কি রাজরাণী মেয়েকেও সরাবার ব্যবস্থা করছ।" সতীশচন্দ্র এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সৌদামিনীর কটুকথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে গিয়া অনির কাছে বসিলেন। তিনি অনিকে ঘরে গিয়া শুইতে বলিলেন, কিন্তু অনি কিছুতেই উঠিল না।

ইহা দেখিয়া সৌদামিনীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল, সে স্বামীকে ধমক দিয়া বলিল, "কি হয়েছে যে ওকে নিয়ে অমন করছ? ওসব ন্যাকামি আমি বুঝি। ও এখন কাজের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে বাগানে গিয়ে সুরেনের সঙ্গে ... ...।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরেন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "কি মাসিমা, আমার নাম হচ্ছে কেন? কিন্তু আমি অনেক দিন বাঁচব, নাম কর্‌তে না কর্‌তেই একেবারে এসে হাজির।"

কথাটি শেষ করিয়াই সে দেখিল যে, সতীশবাবু অনিকে কোলে করিয়া উঠানের এক কোণে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিবামাত্র তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখ খানিকে কে যেন সহসা বিষাদের ছায়া দিয়া ঢাকিয়া দিল। সৌদামিনী সুরেনের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "কি একগুঁয়ে মেয়ে দেখ ত! কাল রাত হতে ওর জ্বর হয়েছে বলে আমি আর তোমার মেশ মহাশয় কিছুতেই ওকে বাসন মাজ্‌তে দোব না, আর ও মেয়েও একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে। বোধ হয় পুরো একঘণ্টা থেকে বকাবকি কর্‌ছি, প্রথমে আদর করে বল্‌লুম, অনি মা আমার, উঠে এসো, সে কথাত গেরাহ্যিই কর্‌লে না। তারপর তোমার মেশ

মহাশয়ও খোসামদ কত্তে কত্তে কাহিল হয়ে পড়েছেন। এখন তুমি একটু দেখ বাবা যদি ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পার।"

সতীশচন্দ্র কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন না, কেবলমাত্র সৌদামিনীর প্রতি বক্রদৃষ্টিতে চাহিলেন। সুরেন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে অনির পাশে গিয়া দাঁড়াইল। অনি সুরেনের দিকে তাকাইয়াই কাঁদিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের চোখ দিয়াও দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুরেন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "অনু, এই জলের মধ্যে আর বসে থেক না, চল ঘরে গিয়ে শোবে চল।"

অন্নপূর্ণা সুরেনের দৃঢ় বাহুর উপর নিজের দেহলতাখানির ভার রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। বিছানার উপর শুইবামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল।

আজ কুড়িদিন প্রবল জ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনি সবেমাত্র দুটী ভাত খাইয়াছে। সুরেন প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়, এই জন্য অনেক লোকে নানারূপ কুকথা বলে, কিন্তু সুরেন সে সব গ্রাহ্য করে না, এবং এখনও সে লোকেদের কথার জন্য অনিদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করে নাই। আজ সুরেনের খুব আনন্দ, কারণ অনি আজ বহুদিন পরে অন্ন পথ্য করিয়াছে।

বৈকালে অনি নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, এখনও ঘর হইতে অনি বাহির হয় নাই এবং একই ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল। তার সাম্‌নে বিছানার উপর একখানি ফটো পড়িয়াছিল, সেখানি সুরেনের ফটো। সুরেন তাহাকে আগের দিন সেই ফটোখানি উপহার দিয়াছিল। সে মাত্র ফটোখানিকে তুলিয়া একদৃষ্টে সেখানির দিকে তাকাইয়া আবেগ ভরে নিজের বুকের মধ্যে রাখিতে যাইবে এমন সময় সুরেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া অনি তাড়াতাড়ি ফটোখানি বালিসের নিচে রাখিয়া দিল, কিন্তু তাহা সুরেনের দৃষ্টিপথ ছাড়াইতে পারিল না। সে অনির কাছে আসিয়া বলিল, "অনি, আজ কেমন আছ? বিশেষ কাজের জন্য আমি আজই রাত্রে কলিকাতা যাইব।"

এই কথায় অনির মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। এ সংসারে সে মাকে হারাইবার পর সুরেনকেই একমাত্র বন্ধু এবং রক্ষকরূপে পাইয়াছিল। সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিল, "কবে আবার ফিরে আস্‌বে সুরেন দা?"

সুরেন হতাশ ভাবে চাহিয়া উত্তর করিল, "তা বল্‌তে পারি না। তোমার সঙ্গে এ জীবনে আমার আর দেখা হবে কিনা তাও বল্‌তে পারি না।"

সুরেনের কলিকাতায় কিছুদিনের জন্য দরকার ছিল। সে আশা করিয়াছিল

যে, তাহার কলিকাতা থাকার সময় অন্নপূর্ণার বিবাহ হইয়া যাইবে এবং সেই জন্যই আর এ জীবনে দেখা হইবে না। অনি আর তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া সুরেন বলিল, "আমি আর আজ বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না, চল একটু বাগানে বেড়াইয়া আসি।"

অনি সুরেনের সঙ্গে বাগানের দিকে চলিল। যখন তাহারা রান্নাঘরের পিছন দিয়া বাগানে যাইতেছিল, সেই সময় সৌদামিনী তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া খুব সাবধানে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন যে, ঐ যুবকটি কখনও সুরেন নয়, কারণ সুরেন যখন তাহাদের বাড়ী আসে তখন প্রথমে সৌদামিনীর সহিত দেখা করে, আর তার উপর সে প্রায়ই খালি গায়ে আসে, এরূপ বেশভূষা করিয়া আসে না। সুরেন অনিকে লইয়া পুকুরের ধারে বসিল, আর সৌদামিনী নিকটস্থ একটি বৃক্ষের পিছনে লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিবার জন্য কাণ বাড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিবার পর সুরেন অনির হাত ধরিয়া বলিল, "যাহোক তুমি আমাকে মাঝে মাঝে পত্র দিও। তোমার পত্র খানি পাইলে আমি অনেকটা সুস্থ থাকিতে পারিব।" অনি তাহার কথার কোন জবাব দিল না, কেবল তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

সৌদামিনী জানিত না যে, সুরেন আজ কলিকাতায় যাইবে। সে এইরূপ কথার পর মনে মনে স্থির করিয়া লইল যে, সে কখনই সুরেন নয়। আরও অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিবার পর হঠাৎ সুরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, তাহলে বিদায়।" বলিয়া দ্রুতবেগে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহিয়া হইয়া চলিয়া গেল। অনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সুরেন অন্নপূর্ণাদের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে গেল। জামা, জুতা খুলিয়া সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। সে কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছিল না। জোর করিয়া এই সব ঘটনা মন হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একবার সে ভাবিল যে, অনিকে সে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছে? আবার সে ভাবিল যে, সে তাহার কে, যে তাহার জন্য সে ভাবিয়া অস্থির হইবে? কিন্তু তাহার কোমল হৃদয় শেষোক্ত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে পারিল না। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল যে, যদি অনিকে এই অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সে সৌদামিনীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবে। তাহার মনের মধ্যে সহসা এই কথা উদয় হওয়া মাত্র সে

মনে মনে সঙ্কল্প করিল যে, কিছুতেই সে অনিকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া যাইবে না। পরে অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, সে সতীশবাবুর নিকট যাইয়া অনিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে।

সতীশবাবু কাছারী হইতে আসিয়া জামা, চাদর না ছাড়িতেই সৌদামিনী নানারূপ অলঙ্কার দিয়া সন্ধ্যাকালে বাগানে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল। অনি যে যুবকটির সহিত বাগানে বাক্যালাপ করিয়াছিল সে যে সুরেন নয়, তাহা সতীশবাবুকে বারংবার মনে করাইয়া দিতে লাগিল। সতীশবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "অনি ত আর কাহারও সহিত কথা বলে না। তুমি যাহাই বল ও নিশ্চয় সুরেনের সহিত কথা বলিতেছিল। যাহোক এখন শীঘ্র শীঘ্র অনির বিবাহ দিতে হইবে।"

তাহার এই কথা শুনিয়া সৌদামিনীর খুব আনন্দ হইল। সে সুরেনের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখ, ঐ যে নারাণপুরের মাধব বাবুর সঙ্গে যে বিয়ের কথা হচ্ছিল, সে বিয়ের কতদূর কি হইল ?"

সতীশবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "পিতা হইয়া আমি মেয়ের হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে পারিব না। নারাণপুরের মাধব বাবু আমার চেয়ে বোধ হয় অন্তত দশ বার বৎসরের বড় হবে। মাধববাবুর সহিত বিবাহ দেওয়া মানে একটি ঘাটের মড়ার সহিত বিবাহ দেওয়া সমান। আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আমি একাজ হইতে দিব না। মেয়ের বরং বিবাহ না হয়, সেও ভাল, তবুও আমি ও রকম পাত্রে ... ... ।"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার মেয়ের যা স্বভাব চরিত্তির তাতে আবার রাজপুত্তুর জুটবে কোথা থেকে ? আজ কাল যেমন দিন কাল পড়েছে, তাতে একটি গরীব লোকেরও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হতে খুব কম করেও এক হাজার টাকা দরকার। এক হাজার ত দূরের কথা তোমার সব ধন সম্পত্তি বিক্রী করিলে একশত টাকা হবে কিনা সন্দেহ। যার দৌড় এই পর্য্যন্ত সে আবার ভাল জামাইয়ের নাম কি করে যে মুখে বলে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

সতীশবাবু শান্ত ভাবে বলিলেন, "দেখ একটি কথা আজ আমার মনে হয়েছে, অনির মায়ে আর সুরেনের মায়ে খুব ভাব ছিল। তারা দুজনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে, একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ে হইলে তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিবে। এ কথা সুরেন পর্য্যন্ত জানে এবং সুরেনের মা ত এখনও জীবিত

আছেন। আমি মনে করেছি যে একথা একবার সুরেনকে বলিয়া দেখিব। আমার বিশ্বাস যে সুরেন বোধ হয়, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।"

সৌদামিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিয়া যাইতেছিল, সতীশবাবুর কথা শেষ হইলে সে বলিয়া উঠিল, "আমি দেখছি যে তুমি পাগল হয়ে যাবে। সুরেনরা হল মস্ত বড়লোক আর তুমি হলে গরীব। সে সব ছোটবেলার কথা ছিল বলিয়া সুরেনের মা তোমার কথা উড়িয়ে দেবে। সুরেনকে বলিলেও কোন ফল হইবে না। আমি সব বুঝি, সুরেনের ও সব মুখের ভালবাসা। আমি তোমাকে বারণ কর্‌ছি তুমি সুরেনকে এ সম্বন্ধে কথা বলিও না।"

অনির সঙ্গে ধনীপুত্র সুরেনের বিবাহ হবে সে কথাটি পর্য্যন্ত সৌদামিনীর প্রাণে আঘাত করিতে লাগিল। সে সুরেনের মন খুব ভাল জানিত, এবং সুরেন যে অনিকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে রাজী হইবে, সে তাহাও জানিত, সেই জন্যই সে যাহাতে একথা সুরেন বা তাহার মাতার কানে না উঠে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। সৌদামিনী আবার কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুরেন "কি হচ্ছে মাসি মা" বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্নপূর্ণা পাশের ঘরে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। সে হঠাৎ অসময়ে সুরেনের কণ্ঠস্বর বাড়ীর মধ্যে শুনিতে পাইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি একখানি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, "বোস বাবা, এই অনির বিয়ের কথাই তোমার মেশোমহাশয়ের সঙ্গে হচ্ছিল। ভাল বর মিলছে না, তাই আমরা বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। তোমার সন্ধানে কোন ভাল পাত্র আছে বাবা ?"

সৌদামিনী সুরেনের কথা পাড়িবার সুযোগ করিয়া দিল, সে বলিল, "পাত্র অনেক আছে, আপনারা কিরূপ পাত্র চান ?"

সৌদামিনী বলিল, "দেখ, মেয়েটি আমাদের সুখে থাকে, এই হ'ল ইচ্ছে। এখন অনির মা নেই; তাই এখন যদি ভাল পাত্রে না পড়ে, তাহলে লোকে নিন্দে কর্‌বে। এই সব জন্যে পাত্রের স্বভাব চরিত্তির ভাল হয়, আর দুটো মোটা ভাত কাপড় পায়, এই রকম হলেই ভাল হয়। লোকে কথায় বলে যে শত পুত্তুর সম কন্যে, যদি কন্যে পাত্রে পড়ে, যদি একটি মাতাল কি গেঁজেলের হাতে পড়ে তাহলে মেয়েও সুখ পাবে না, আর আমাদেরও একটা জীবনের মত আক্ষেপ থেকে যাবে।"

সুরেন বলিল, "আপনারা যেমন পাত্রটী চান, সেইরূপ আমার হাতে উপস্থিত

আছে। এখন আপনাদের যদি মত হয় তাহলে বিয়ে হতে পারে। কিন্তু একটি কথা যে, পাত্রটি খুব শীঘ্র বিবাহ কর্‌তে চায়।"

সৌদামিনী সুরেনের কথা শুনিয়া বলিল, "তা ত আমি না হয় রাজী হলুম, কিন্তু তাদের খাঁই কত তা ত দেখ্‌তে হবে। তাদের যদি খাঁই বেশী হয়, তাহলে আমরা ত সেখানে বিয়ে দিতে পার্‌ব না। আমাদের সংসারের অবস্থা তুমি খুব ভালই জান।"

সুরেন বলিল, "সে এক পয়সাও নেবে না।"

সতীশবাবু এইবার বলিয়া উঠিলেন, "বরের বাড়ী কোথা? তাহলে অনিকে একবার দেখাতে হবে ত?"

সুরেন বলিল, "বরের বাড়ী এখানেই এবং মেয়েও তাদের খুব ভাল করে দেখা আছে। এখন আপনাদের মতের উপর সব নির্ভর কর্‌ছে।"

সতীশবাবু যেন হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। আবার তাঁহার মনে হইল বোধ হয় সুরেন তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে। তিনি সুরেনের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বাবা, একথা সত্য কিনা তাই বল।"

সুরেন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আপনাদের সহিত তামাসা করিতে আসি নাই এবং আমাদের মধ্যে তামাসা করিবার সম্বন্ধও নাই।"

সতীশবাবু বলিলেন, "অনির মা ও তোমার মা একবার প্রতিশ্রুত ছিল যে অনির সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। সে কথা তোমার স্মরণ আছে কি?" সুরেন বলিল, "আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি অনিকে বিবাহ করিতে রাজী আছি।"

সতীশবাবু একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক বাবা, আজ হতে আমি অনির বিয়ের জন্য নিশ্চিন্ত হলাম। আর কোথায় খোঁজ ... ...।"

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুরেন বলিয়া উঠিল, "আমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় একবার যাইতে হইবে।"

সতীশবাবু বলিলেন, "তাহা কিরূপে হয়? আমাকে বিবাহের সব আয়োজন করিতে হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে অনির সহিত সুরেনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর অন্নপূর্ণা সুরেনের বাড়ীতেই আছে এবং সুরেনের মাতা মাতৃহারা অনিকে নিজের মেয়ের মতই দেখিতেছেন। সুরেন এই বিবাহের জন্য সে রাত্রে কলিকাতা যাইতে পারে নাই। সাত আট দিন কাটিয়া গিয়াছে, আজ সে কলিকাতা যাইবে। সুরেন যাত্রাকালে অনির নিকট বিদায় লইবার জন্য ঘরে গিয়া দেখিল,

যে অনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন তনির নিকট গিয়া বলিল, "তাহলে আসি, বাহিরে গাড়ী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

অন্নপূর্ণা আস্তে আস্তে সুরেনের পদধূলি লইয়া বলিল, "ফিরিতে বেশী দেরী করিও না। দেরী হলে আমি একা থাকিতে পারিব না।"

সুরেন তাহাকে নিজের বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "এখন আর কি আমি বেশী দেরী করিতে পারি। যে কয়দিন আমি ওখানে থাকিব, রোজ পত্র দিব, তুমিও তাহার উত্তর দিবে কিন্তু সাবধান ভুলে যেন চিঠিতে 'সুরেন দা' লিখিও না।"

অনি সুরেনের দৃঢ় বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অভিমানের সুরে বলিল, "সে দিন যেন হঠাৎ ভুলে বলে ফেলেছিলাম, তাই বলে কি আমি রোজ রোজ তোমায় ঐ বলব।"

সুরেন তাহাকে চড় দেখাইয়া, "দেখছ এবার বল্‌লে বা লিখলে এই দেব।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনি ঘরের ভিতর বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

লৌহ ও ভারত শিল্প।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে লৌহের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। পৌরাণিক গ্রন্থে—সামরিক বিভাগের লৌহ বর্ম্ম, অসি, শূলের ব্যবহার পাঠে সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায় যে, আধুনিক ইতিহাসের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ ইহার নির্ম্মাণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিল। ইতিহাসের সৃষ্টির পরও ইহা অবগত হওয়া যায় যে, এসিয়া হইতে লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য সকল ইউরোপে রপ্তানি হইত।

জাতির উত্থান পতনের সহিত তাহার শিল্পের উন্নতি অবনতি সমসূত্রে গ্রথিত। আজ যে বিদেশী বণিকগণ সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন লৌহের দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবাসীগণকে ইন্দ্রজালিকের ন্যায় মুগ্ধ করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ ভারত-শিল্পের অবনতি। কিন্তু তাহারাও আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অভিনব উপায়ে অশোক-স্তম্ভের ন্যায় বিশাল লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণে অক্ষম।

রাসায়নিক পণ্ডিত রস্কো সাহেব তাহার রসায়ন পুস্তকে উক্ত স্তম্ভের উল্লেখ করিয়া ভারতবাসীর পুরাতন শিল্প ও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। যুক্ত রাজ্যের ধাতু-বিদ্ টেলার সাহেব ইংলণ্ডের রসায়নবিদ্ ও জনৈক লৌহ কারখানার স্বত্বাধিকারী স্যামুয়েল মশেট সাহেব বায়ু দ্বারা পান সম্পন্ন যে লৌহের নির্ম্মাণে সভ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি এসিয়ার দামস্কসের তরবারি।

উক্ত প্রসিদ্ধ তরবারির লৌহ বিশ্লেষণে তাহারা অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত টংস্টণ্ (Tungsten) ধাতু পান এবং তাহারই সংমিশ্রণে অন্যান্য পদার্থের অনুপাতের তারতম্যে নিজ নিজ নামে উক্ত লৌহ নির্ম্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আর ভারতবাসী "যে তিমিরে সেই তিমিরে।" রত্নপ্রসূ-ভারতবর্ষে লৌহ জাতীয় খনিজ পদার্থের অভাব নাই, অভাব একমাত্র ভারতবাসীর উদ্যম ও স্বজাতীর উপর বিশ্বাস। টাটা কোম্পানি লৌহ নির্ম্মাণে ভারত শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তথায়ও বিদেশী নেতৃত্ব বর্ত্তমান।

লৌহ বলিলে যাহা আমরা সাধারণ বুঝি তাহা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় মৌলিক ধাতু নহে, ইস্পাত ও ঢালাই লৌহ তাহার অন্তর্গত! আধুনিক প্রচলিত প্রয়োজনীয় ঢালাই লৌহের দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে ভারতবাসীর দ্বারাই প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ইস্পাতই (Steel) লৌহ শিল্পের মেরুদণ্ড, আর ভারত পর মুখাপেক্ষী ভারতে তাহা ভগ্ন। বিশুদ্ধ লৌহ ও কয়লা(Carbon)ইস্পাতের একমাত্র উপকরণ, উক্ত দুই পদার্থ ব্যতীত গন্ধক (Sulphur) ফস্ফরাস্(Phosphorus) সিলিকন (Silicon) ও মেনগানিস্ (Manganese) ইস্পাতে পাওয়া যায়। ইহারা আনুসঙ্গিক পরগাছা, (Impurity) কখন কখন নিকেল (Nickel) টংসটন (Tungsten) ক্রোমিয়াম (Chromium) ভেনেডিয়াম (Vanadium) মলিবডিনাম (Molybdinum) প্রভৃতি ধাতু এক বা একের অধিক ইস্পাতে মিশ্রিত করা হয়, ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য যে উক্ত মিশ্রনে ইস্পাতের গুণ বৃদ্ধি করে, যথা নিকেল মিশ্রণে ইহার স্থিতি স্থাপকতা (Elasticity) বৃদ্ধি হয়, টংসটন (Tungsten) ও ক্রোমিয়মে (Chromium) বায়ুর দ্বারা পান গ্রহণ করিবার শক্তি (Air hardening property) বৃদ্ধি পায়। এই সকল ইস্পাত কাটিবার যন্ত্র (Cutting tools) প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ভারতে প্রস্তুত লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ, সেতু নির্ম্মান প্রভৃতি কার্য্যে প্রয়োজনীয় লৌহের অভাব পূরণ করিতেছে, কিন্তু তাহাও পূর্ণ মাত্রায় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার দ্বারা লৌহ নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় না। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে যদি ভারত বিশ্ববিদ্যালয় গুলি

ঢালাই করা হয় এবং যদি ভারতে আরও লৌহ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিস্মৃতি গত নিশীথের দূর বংশীরবের ন্যায় ক্ষীণ লুপ্ত লৌহ শিল্প আবার মেঘ মুক্ত ভাস্কর সদৃশ নব কিরণে উদ্ভাসিত হইবে।*

চৈত্র।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

ফাগুন-বেলা কাট্‌ল এবার
চৈত্র এল উদাসী ;
দিন-দুপুরে বাজল তাহার
উতল-করা বাঁশী।
ফুটিয়ে দিল বন-বিপিনে
সহকারের মঞ্জরী ;
শুক্‌নো পাতা বল্লী হ'তে
ঝর্‌ল সব মর্ম্মরি।
সাজিয়ে দিল শাখীর শিরে
মল্লিকা আর কুন্দ ;
ধীর সমীরে বইল তারা
মন্দ মধুর গন্ধ।
ডাক্‌ল পিক তমাল-ডালে
নীপের বনে চন্দনা ;
কুমুদ-ঝাড়ে এল অলি,
কর্‌ল তারে বন্দনা।
হিমের রাশি সর্‌ল সবে
দীপ্ত এল নীলিমা ;
আলোক-ধারা ঝর্‌ল কত
উঠ্‌ল শীতল চাঁদিমা।
বাল-অরুণের রশ্মি-রেখা
পড়্‌ল উদয়-গিরে ;
ঝক্-ঝকিয়ে উঠ্‌ল সব
উজল-সবুজ হীরে!

---

* ১৩৩৩ সালের ১২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কুলায় হ'তে জাগ্‌ল পাখী
আলো-গানের ইঙ্গিতে ;
মহিমা নিয়ে ছুট্‌ল নদী
বিশ্বপতির সঙ্গীতে।
সুপ্তি হতে উঠ্‌ল নর
সাধতে দিবস-কর্ম্ম,
দেহ হ'তে গিয়েছে সব
শুকায়ে গলদ্‌ ঘর্ম্ম।
ভাবুক মনে বাড়ল কত
ভাবের সঞ্চয় ;
কবির প্রাণে ভাস্‌ল কত
সুরের অন্বয়।
খিন্ন বুকের মাঝখানে কার
ছিন্ন বেণুর ত'রে ;
জাগল কত অসীম ব্যথা
গভীর অশ্রুধারে।
কা'র যে কত মনের আগুণ
নিভল এ সুখ-স্পর্শে ;
হৃদ্‌-লহরে ভাস্‌ল সে যে
আনন্দেরি উৎকর্ষে।
কার যে কত জাগল মনে,
অতীত দিনের স্মৃতি ;
হর্ষ-ব্যাকুল, ব্যথা-সঙ্কুল
শৈশবের-ই প্রীতি।
কা'র যে কত চাঁদিনী রাতে
হ'ল মন আপন-হারা ;
কা'র যে কত চৈত্র-প্রাতে
বদ্‌লে গেল জীবন-ধারা।
কা'র যে কত উদাস হ'ল
মন-প্রবাহের গতি ;
কা'র যে কত চঞ্চল হ'ল
অন্তরের-ই মতি।
কার যে কত করে ওলট
উড়িয়ে পৌর্ণমাসী ;
ফাল্গুন বেলা কাটিয়ে দিয়ে
চৈত্র এল—উদাসী।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ড্‌স্‌ টনিক বা
য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্‌।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।
নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা
স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্‌।
কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।
১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্ট পুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমা…

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ …

৩২শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, [২য় সংখ্যা

১। হিন্দু ধর্ম্ম ও নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী ৩৭
২। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা শ্রীমতী মানকুমারী বসু
৩। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ৪০
৪। ছত্র-ভঙ্গ স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ৪৪
৫। শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ৫০
৬। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ ৫৮
৭। সমালোচনা … … ৬৩

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 3-8-26.

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে ! পথ্যের বিচার নাই !!

মূল্য ৬০, ডজন ৭৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
হেড অফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।
Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 3331

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

[illegible]

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

জবাকুসম তেল প্রত্যেক বড় বড়
দোকানে পাওয়া যায়।

।সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

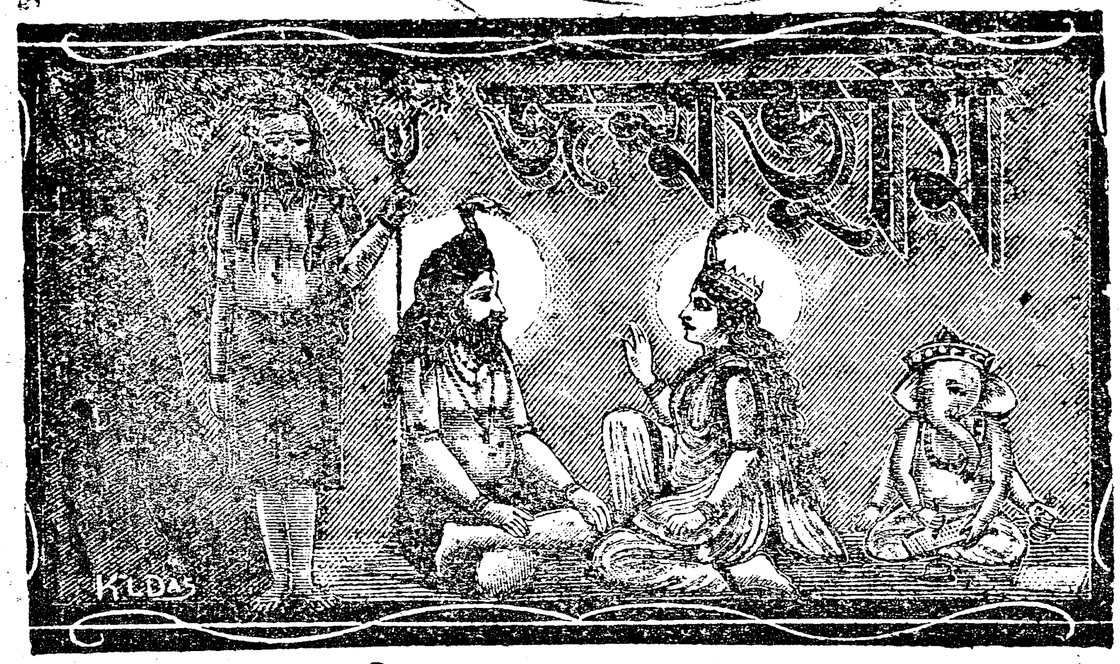

৩২শ বর্ষ | ১৩৩৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ | ২য় সংখ্যা

হিন্দু-ধর্ম্ম ও নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

আজ কাল নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাব, ভাব, রীতি, নীতি যিনিই অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তিনিই দেখিতে পাইতেছেন, ভোগমুখী শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য বিলাসীতার প্রভাবে তাহাদের মন হইতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। দেব দেবী দেখিয়া এখনকার অনেক নব্য শিক্ষিতের মাথাটি ভক্তি ভরে প্রণত হয় না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলে আর তাঁহাদের পদধুলি লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, হিন্দু শাস্ত্রের অনুশাসনও আর কেহ মানিতে চায় না। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নিষেধের

কথা স্মরণ করিয়াই ইহারা এ ধর্ম্মকে অতি সঙ্কীর্ণ, অনুদার ইত্যাকার ধারণা করিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য কি তাই ?

যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন,—

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে স্তাং তথৈব ভজাম্যহম্।"

সে ধর্ম্ম কি অনুদার হইতে পারে? হিন্দু-ধর্ম্ম সাধকের অধিকারানুসারে বিভক্ত হওয়াতে তাহার কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হইতে সামান্য লোকের ধর্ম্মাচার পদ্ধতি পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দু ধর্ম্মের দেহ। সামান্য জনগণের ধর্ম্মাচার পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে। এইরূপ স্তরের উপর স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়া দেখিতে পান যে, হিন্দু ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য কেবল,—

"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

হিন্দু ধর্ম্মের এই গভীর তত্ত্ব না বুঝিয়া নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুগণকে পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, অধিকারী ভেদে ধর্ম্মাচরণের স্তর বিভাগ না থাকিলে কেহই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। যুবকের পক্ষে যাহা খাদ্য, তাহা শিশুর পক্ষে খাদ্য হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা, ক্ষমতা সমান নহে, সুখ দুঃখের অনুভূতিও সকলের সমান নহে—"ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন ভাগে অধিকারী বিভাগ করিয়াছেন। আর অধম অধিকারীর জন্যই তপ, জপ, পূজাদি বিধি নিষেধ মূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদ দেখিয়া উন্মার্গগামী নব্য শিক্ষিতগণ হিন্দু জাতিকে অজ্ঞান বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না। পূর্ব্বে জাতিভেদ ছিল না, ইহা সত্য। তারপর ভগবান গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত করেন। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" ইহাই ভগবানের বাণী। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে সকলেয় গুণ ও কর্ম্ম এক হইয়া যাইত—পরস্পর পরস্পরের জীবিকা লইয়া আচরিত দ্বন্দ্ব কোলাহল, কাটাকাটি ও মারামারি করিত, সমাজে কোনরূপ শৃঙ্খলা থাকিত না। যে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে জাতিভেদ প্রথা নাই, তথাকার সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই না কি যে, তথায় একত্র আহার বিহার করা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা হাঙ্গামা নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য

দেশে গুণ ও কর্ম্মের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া অর্থবল ও আভিজাত্যের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই সেখানে ধনী সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত, আর দরিদ্র তাহার ক্রীত দাসেরও অধম। কিন্তু স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে কি? এখানে সর্ব্বত্যাগী, সাধনমার্গে অগ্রসর, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী একজন নগ্নপদ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী অথবা ব্রাহ্মণের স্থান রাজাধিরাজেরও অনেক উপরে।

হিন্দু ধর্ম্মে বিধি নিষেধের প্রাবল্য দেখিয়া নব্য শিক্ষিতগণ মনে করেন আত্মপীড়নই বুঝি হিন্দু ধর্ম্ম। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত আত্ম-পীড়নের জন্য ব্যবস্থিত হয় নাই। আত্মোন্নতি সাধনের জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে শরীর আরোগ্য থাকা কর্ত্তব্য।

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানা মারোগ্যং মূল মুত্তমম্।"

শরীরকে নীরোগ রাখিতে গেলে আহারে সংযম নিতান্ত প্রয়োজন। যে খাদ্য দেহের শক্তি দায়ক, চিত্তের প্রসন্নতা প্রদায়ক ও ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্দীপক সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সাত্ত্বিক আহার ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সাধনা ও মূল কথা। ইন্দ্রিয় দমন ও রিপু সংযম করিতে না পারিলে হিন্দু ধর্ম্মের সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয় প্রীতি জননং বৃথা পাকং বিবর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-জনক এরূপ খাদ্য পরিত্যাগ করিবে। মানুষ যে প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার শরীর ও মন তত্তৎ পদার্থের রসের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া মানসিক প্রবৃত্তিও সেইরূপ হইয়া থাকে। একথা কি নব্য সম্প্রদায় অস্বীকার করিতে পারেন? যতদিন ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি না জন্মে, ততদিন এই প্রকার বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্যাদির বিচার করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মনোজয় করিয়া একবার প্রজ্ঞাবান হইতে পারিলে মানুষকে আর বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী থাকিতে হয় না। তবুও কি নব্য শিক্ষিতগণ বলিবেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ একটা অসাড় বাজে কথা? সাধু তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

"কাম্ ক্রোধ মদ লোভ যব্ লগ্ মনমে খান্।
তব লগ্ পণ্ডিত মূরখো তুলসী এক সমান্॥"

অর্থাৎ মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পণ্ডিত মূর্খ উভয়েই সমান।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর একটি প্রধান আক্রোশ এই যে, হিন্দু শাস্ত্র অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় গির্জ্জা বা মন্দির বিশেষে গিয়া সপ্তাহান্তে একবার "খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে" ক্ষণকালের জন্য ঘড়ি ধরিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও সঙ্গে সঙ্গে রমণীর কল-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা ধারা পান করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। পক্ষান্তরে বারমাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা দিয়া এবং ঘটে পটে ঈশ্বরোপাসনা করিবার অনুশাসন জারি করিয়া তাঁহাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, একি অপূর্ব্ব বিড়ম্বনা! ভগবান কি এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন? ভগবান কি কখনও মেটে পুতুলের মধ্যে থাকেন?

দুঃখের বিষয় উন্মার্গগামী এই সমস্ত নব্য-শিক্ষিতেরা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, হিন্দুর শাস্ত্র ব্রহ্মকে কখনও এক ছাড়া দুই বলিয়া পরিকল্পনা করেন নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ।" ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের অভিমত। তবে?

তবে সেই নিরাকার, নির্ব্বিকার, অবাঙ্মনসো গোচর ভগবানকে মানবের ক্ষুদ্র কল্পনা ধারণা করিতে পারে না বলিয়া "সাধকনাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" অর্থাৎ সাধকের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ না পড়িয়া কেহই মুগ্ধ বোধের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অদৃশ্যে কখনও ভাবনা সম্ভবে না, অদৃশ্যে যে বস্তু তাহা কল্পনারও অতীত। তাই হিন্দুগণ সগুণ ও সাকারের ভিতর দিয়া সেই নিরাকার ও নির্গুণকে ভজনা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আকণ্ঠ নিমজ্জমান আত্ম বিস্মৃত নব্য হিন্দু এই সহজ সত্যটুকু বুঝেন না এবং বুঝেন না বলিয়াই হিন্দুর পূজার্চ্চনা, দেবদেবী তাঁহাদের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? রাঙামুখে গঙ্গার জলকে পবিত্র না বলিলে ইহারা গঙ্গার জলকে পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। ভট্ট, মোক্ষমূলার বেদকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াছেন, তাই ইহারাও বেদকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করে। এই রূপ বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় শিক্ষারই প্রভাব। মুসলমান আক্রমণকারীরা এ দেশের দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস বিধ্বংস করিয়াছিল, দেশ জয় করিয়াছিল, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়কে জয় করিতে পারে নাই। ইংরাজ শাসনে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে কিন্তু দেশের আপামর সাধারণের মন এমনই ভাবে বিজিত হইয়াছে যে,

তাহারা আর পিতৃ পিতামহের অনুসৃত নীতিকে সমীচিন বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হয় না।

ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনাস্থার জন্যই হিন্দু জাতির পতন হইয়াছে। যে ব্রহ্মবিদ্যাকে আর্য্য ঋষিগণ শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞান এখন অধম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহা সকাম ধর্ম্ম। তাহাদের ধর্ম্ম সাধনায় স্বর্গলাভই চরম ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষ্য তাহা নহে। Be perfect as God একথা বাইবেলের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্রেও বলে বটে, কিন্তু শুধু ভগবৎ সামীপ্য লাভই হিন্দু ধর্ম্মের শেষ লক্ষ্য নহে। আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই হিন্দু ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। হিন্দুর বেদান্তসার বলেন,—"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

হিন্দু ধর্ম্মের এই সমস্ত উদার ভাব বুঝিতে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় কখনও চেষ্টা করেন না, কেহ এ সমস্ত তত্ত্ব তাঁহাদিগকে শিখাইতে ও বুঝাইতেও চেষ্টা করেন না। স্কুল কলেজে আর সে ধর্ম্মশিক্ষা নাই, বাড়ীতেও আর সে ধর্ম্ম কথা, রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতাদি পাঠ নাই, কাজেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাঁচে গড়া যুবকগণ যে হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্র সংহিতা প্রভৃতিতে ঘোরতর অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? দেশের এই সকল যুবকগণকে স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতে গেলে এবং স্বধর্ম্মের প্রতি তাহাদের আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাইতে গেলে, হিন্দুর গৃহদ্বার ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সৃষ্টি করিতে হইবে, (A good mother begits a good son)। আর সর্ব্বোপরি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথা কথিত] শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তাহা হিন্দু ধর্ম্মের রাগে সুরঞ্জিত করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা।

লেখিকা,—শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

দেব! ১

যে শুভ মুহূর্ত্তে তুমি ত্রিদিব ছাড়িয়া
ভূতলে উরিলে—
হেরিলে অপূর্ব্ব দৃশ্য, পুলকে শিহরে বিশ্ব,
বাজায় মঙ্গল শঙ্খ দিগঙ্গনা মিলে।

২

হাসিল অরুণ উষা কাঞ্চন অচলে,
বসুধার বুকে—
স্বর্ণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, শুভ্র বায়ু বহাইয়া,
প্রচারিল আগমনী বিহঙ্গম মুখে।

৩

পূর্ণানন্দে উছলিল জাহ্নবীর জল
পূর্ণিমায় যথা!
ফুল কুল ফুটি ফুটি, হেসে হেসে কুটি কুটি,
বসন্ত জাগায়ে গেল সুপ্ত তরুলতা।

৪

সে দিনের রবি শশী সে দিনের তারা,
গ্রহ উপগ্রহ —
দিল কি মঙ্গল স্পর্শ, সৌভাগ্য আনন্দ হর্ষ,
না জানি কি পুণ্যমাখা সেই অহরহঃ!

৫

দিকে দিকে জয় গীতি সপ্তর্ষি গাহিল,
কি উদাত্ত রবে!
বিধি লয়ে দীপ্ত শিখা, ভালে দিলা রাজ টীকা,
সাহিত্য সম্রাট শিশু অনন্ত গৌরবে!

৬

দাঁড়াইলা মা ভারতী শ্বেত শতদলে
শুভাশীষ দিতে —
"তপস্যায় সিদ্ধি সহ, অমর অমৃত লহ,
অদ্বিতীয় বরণীয় হও অবনীতে!"

৭

আমরা পাইনু তোমা কাঙ্গালে পাইল
অমূল্য রতনে!
সে রত্ন বঙ্কিমচন্দ্র, মাতৃ বক্ষে পূর্ণচন্দ্র,
উজলিল আলোছটা সাহিত্য-গগনে!

৮

রাশি রাশি ধন রাখি দীনের ভাণ্ডারে
তুমি গেছ চলি—
পেয়ে সেই রত্ন-খনি, দীন মোরা আজি ধনী,
আমাদেরি তুমি তাই শতমুখে বলি!

৯

হে গুরো! হে মহাপ্রাণ! সাহিত্য-সম্রাট!
তুমি কি আবার—
আসিবে কি সেই বঙ্গে, তোমার জননী অঙ্কে,
শুনাবে কি সে আনন্দের শুভ সমাচার!

১০

আর কি শুনিব দেব! ও লেখনী মুখে
সেই ধর্ম্ম-নীতি?
আর কি কমলাকান্ত, ফিরাইবে পথভ্রান্ত,
আর কি গো সত্যানন্দ গাবে মাতৃ-গীতি?

১১

যে লোকেই থাক দেব! লহ ও চরণে
সহস্র প্রণাম —
রাজ রাজেশ্বর বেশে, আবার আসিও দেশে,
শিখাইও ভক্তগণে তপস্যা নিষ্কাম।*

---

* ১৩৩৩ সাল, ১২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার প্রবর W. C. Bonnerjee.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

(৪)

পীতাম্বরের ইংরাজী শিক্ষা।

উমেশ চন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর যে, উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, সুসিদ্ধ হয় না। যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা তাঁহার পক্ষে করাই কর্ত্তব্য। "কলৌ অন্নগতাঃ প্রাণাঃ" কলিকালে অন্নগত প্রাণ, অতএব উপার্জ্জন প্রধান উদ্দেশ্য। সে সময়, একটু ইংরাজি শিখিলে ইংরাজ বণিকের অফিসে বা হৌসে (House) অনায়াসে কর্ম্ম হইত। একারণ, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইংরাজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত স্থির হইল। ইংরাজী অধুনাও অর্থকরীবিদ্যা। তৎকালে, এখনকার মত, প্রতি অলিতে গলিতে ইংরাজী বিদ্যালয় ছিলনা। তখনও Hindu College ও Oriantal Seminary স্থাপিত হয় নাই। তাছাড়া বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নে সুবিধা ঘটিত না।

৺নারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইংরাজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি পীতাম্বরকে ইংরাজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি পীতাম্বরকে, সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়া ছিলেন। তদনুসারে পীতাম্বর, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ইংরাজী লিখিয়া প্রথমে নতুনবাজারের ৺তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে শিক্ষকতার কার্য্য (Private tutor) করিতেন। পরে নারায়ণ মিশ্র তাঁহাকে সরকারী এটর্ণি Collier Bird & Co'র আফিসে ভর্ত্তি করেন। তথায় তিনি এটর্ণির সমুদয় কার্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ৺নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পর তিনি মুচ্ছুদ্দীর পদে অভিষিক্ত হন।

পীতাম্বরের আইন শিক্ষা লাভ।

উমেশচন্দ্রের পিতৃপক্ষে আইনচর্চ্চা পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ হয়। পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় Supreme Court এ সরকারী এটর্ণি Collier Bird Co এর আফিসে মুচ্ছুদ্দীর কর্ম্ম করিতেন।

তদানীন্তন ইংরাজ এটর্ণি ভিন্ন এদেশীয় কেহ এটর্ণি হন নাই। কয়েকজন মাত্র ইংরাজ এটর্ণি Supreme Courtএ ছিলেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী মক্কেলগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহার জন্য বাঙ্গালী মুচ্ছুদ্দীর আবশ্যক হয়।

তাঁহাদের অফিসের কেরাণীগিরি কর্ম্মের অনেক প্রার্থী ছিল। কিন্তু মুচ্ছুদ্দী অর্থাৎ (Banian) হইবার উপযুক্ত লোক খুব বিরল। মুচ্ছুদ্দীগণের ইংরাজী ভাষা এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় আইন, দেওয়ানী কার্য্যবিধি; তামাদি আইন, প্রভৃতি আইনে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ লাহা, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পটলডাঙ্গার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম এটর্ণি হন, কিন্তু Supreme Court এর আমলে কোন বাঙ্গালী এটর্ণি হইতে পারেন নাই।

৺নারায়ণচন্দ্র মিশ্রের পর পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজ এটর্ণির আফিসে মুচ্ছুদ্দীর কর্ম্ম করেন। তৎকালে এটর্ণি এবং তাহাদের মুচ্ছুদ্দীগণের বিলক্ষণ পাওনা ছিল। কিন্তু পীতাম্বর অকাতরে পরদুঃখ মোচনার্থ উপার্জ্জিত ধন সৎপাত্রে বিতরণ করিতেন। তিনি ঘটক মণ্ডলিকে ও সৎব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুরু-পুরোহিতগণকে এরূপ যথেষ্ট পরিমাণে দান করিতেন যে, (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তাহারা তাহাকে "রাজা পীতাম্বর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হিন্দু আমলে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, পরে মুসলমানগণের আমলে তাহাদের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু আহার্য্য উপকরণাদি স্বল্প মূল্য থাকায় তত কষ্ট অনুভূত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতেছিল।

তাঁহাদের টোলেরছাত্রগণকে আহার পরিচ্ছদ দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। তাঁহার ব্যয়সাধ্য ছিল! পীতাম্বরের ন্যায় দানশীল, বদান্য, মুক্তহস্ত ব্যক্তির বিশেষ অভাব ছিল, তজ্জন্যই পরম কারুনিক পরমেশ্বর তৎকালে পীতাম্বরকে স্বধর্ম্ম-নিরত, ভক্তিমান, বদান্য করিয়াছিলেন।

পীতাম্বরের বদান্যতা।

তিনি ইচ্ছা করিলে মৃত্যুকালে দশ বার লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার পুত্র সন্তানগণের জন্য রাখিয়া দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তাঁহার বদান্যতাহেতু ১০,০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সংপুত্র গিরিশচন্দ্র তাহা পিতৃ-ঋণ কড়া ক্রান্তি পরিশোধ করেন। এই গিরিশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পিতা।

পীতাম্বর শক্তি উপাসক।

পীতাম্বরের আশ্রয়দাতা নারায়ণচন্দ্র মিশ্র মহাশয় একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধনা এককালে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া অনেক সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তান্ত্রিক সাধকগণ তন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইয়াছিল। কিন্তু তন্ত্র যে মহা সাধনমার্গ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি Sir John Woodroffe ও প্রধান বিচারপতি Sir Lawrence Jenkin তন্ত্রপাঠে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাটী গিয়া তাঁহার সঙ্কলিত "প্রাণতোষিণী" গ্রন্থ লইয়া আসিয়া অধ্যয়ন করেন!

নারায়ণ মিশ্র নানাস্থানে কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করেন। আরিয়াদহের শিবতলা ঘাটে ৺মুক্তকেশী, নিমতলা ঘাটে ৺আনন্দময়ী, ৬৭, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে (এক্ষণে ১।১ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট) ৺রাজরাজেশ্বরী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা নূতন বাজারের উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (যাহার আদিতে বাটী সালখিয়া ছিল) পীতাম্বরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি শব-সাধনা করিতেন।

উমেশচন্দ্রের স্বধর্ম্মানুরাগ।

পীতাম্বর স্বয়ং শক্তি উপাসক হইলেও, তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জীউ ছিলেন। এই ঠাকুরের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য উমেশচন্দ্র ৬৯।৭০ নং বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থিত ভদ্রাসন বাটীর অর্দ্ধাংশ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর নামে অর্পণ নামা করিয়া দলিল রেজিষ্টারী করিয়া ২০০৲ দুই শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবত্তর করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, উমেশচন্দ্র আন্তরিক হিন্দু ছিলেন।

লালা লজপৎ রায় যে এক সাময়িক পত্রিকায় ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া লিখিয়া ছিলেন, তাহা একেবারে ভ্রান্তিমুলক।

পীতাম্বরের বাটিতে তান্ত্রিক মতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালী পূজা, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি বাহুল্যরূপে সম্পন্ন হইত। তাহাতে তিনি অনেক লোক খাওয়াইতেন। খাজা, গজা, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি এত উচ্ছিষ্ট হইয়া নষ্ট হইত যে, সেকালে কলিকাতার নর্দ্দমা পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা।

পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ভূমিতলস্থ (undergraund) ড্রেন প্রচলিত হয় নাই। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই লেখককে একদিন বলেন, সেকালে তাঁহারা বাল্যকালে কলিকাতায় (Clongatd cesspools of water) অর্থাৎ সুদূর ব্যাপিনী নর্দ্দমা প্রচলিত ছিল। নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট যে নর্দ্দমা পীতাম্বরের বাটীর নিকটে ছিল, তাহা টুক্‌রা লুচি; কচুরী, সন্দেহ গজায় পরিপূর্ণ হইত। এই নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাটীটি সালিখা পরে কলিকাতা নূতন বাজারের নিকটের অধিবাসী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দান করেন বলিয়া, পীতাম্বর দ্বারদেশে একটী প্রস্তরে "তারাচরণ প্রসাদাৎ" এই কয়েকটি কথা খোদাই করিয়া তথায় স্থাপিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দু ক্রিয়া কলাপ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইলে আগমবাগীশ তন্ত্র রচনা করেন। আগমবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার ভিটা বাড়ী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও তথায় প্রকাণ্ড কালীমুর্ত্তি সদ্য প্রস্তুত হইয়া গভীর রজনীতে পুজা হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক সাধনা।

নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে তান্ত্রিক পূজা হইত। "বিদগ্ধ জননী" ওরফে "পোড়া মা" নবদ্বীপের গ্রাম্য দেবী হইতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একজন শাক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গের সময়ে শাক্তগণের এরূপ পরাক্রম ছিল যে, নবদ্বীপ হইতে এক সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে পলাইতে হইয়াছিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তান্ত্রিকগণের এক প্রধান পুস্তক। পীতাম্বর জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যায় তাহার বাটীর এক প্রকাণ্ড তৈল চিত্রে (Oil paintting)এ অঙ্কিত দক্ষিণা-কালিকার মুর্ত্তি

পূজা করিতেন। সে তৈল চিত্র এখনও বর্ত্তমান লেখক পূজা করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ।

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।

(দুর্য্যোধন।)

দুর্য্যো। নভ রাজ্য অধিকার ব্রহ্মাণ্ডে তোমার,
ডুবিল কালের গ্রাসে সহস্র কিরণ!
হের নামে প্রাচি হতে ভীষণ শয্যায়
তমছায়া ভয়ঙ্করী ভীমা নিশাচরী,
কালের করাল দূতী বিকট বদনা,
গ্রাসিছে ভীষণা তব স্বর্ণ শরজাল,
ডুবিলে ডুবিলে দেব সে কাল কবলে;
ভারত ঈশ্বর আমি তব সম তেজে,
আমিও প্রভাতে নব প্রচণ্ড প্রতাপে
জীবন পথের যত বাধা তমোময়
বিনাশিয়া উতরিনু ভারত আকাশে,
মধ্যাহ্ন যৌবন যবে ক্ষুদ্র গ্রহ প্রায়
প্রতিদ্বন্দ্বি বৈরী বৃন্দ লুকাল বদন,
ঝলসি জগত আঁখি উজ্জ্বল প্রভায়

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

আসমুদ্র ছড়াইনু যশের কিরণ,
কারে বা বাড়ানু উচ্চে স্নিগ্ধ কর দানে,
কারে বা দহিনু তুচ্ছে তীব্র তেজ ভরে;
জীবন সায়াহ্ন আজ, তব অস্ত সনে
কৌরব গৌরব রবি হবে অস্তমিত,
আসিছে যামিনী ঘোরা, কাল অন্ধকারে
ঢাকিবে নয়নদ্বয় চিরদিন তরে;
গৌরবের ভিত্তি ভূমি ভারত আমার
চির তমাচ্ছন্ন হবে না পাব দেখিতে;
না চাহি দেখিতে এই ভারত শ্মশান,
কিন্তু একমাত্র ক্ষোভ রহিল এ মনে,
হায় বিধি! চিতানলে হবে কি নিঃশেষ
অন্তর গরল মম—হবে কি কখন?
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা তৃষা
এখন পীড়িছে হৃদি, অপমান ঋণ
এই মাত্র পাইয়াছি, কণামাত্র যদি
না হইল পরিশোধ কি সুখ মরণে?
নির্দ্দয় দুর্ব্বার কাল! এ নিশির তরে
যতক্ষণ শান্তি হৃদে নাহি পায় স্থান,
না হয় নির্ব্বাণ হায় এ ভীষণ জ্বালা,
এসনা আমার কাছে, দাঁড়াও অদূরে,
এই ভিক্ষা যাচে তোমা ভারত ঈশ্বর।

(কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

কৃপ। শুন তাত! বৃথা করা গতানুশোচনা,
কেবল পুরুষকারে কে পারে বারিতে,
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য ঘটিবে,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন।

অশ্ব। হায় ধিক্! শতধিক্! হেন ধর্ম্ম জ্ঞানে!
এখনো বলিবে হায় অজ্ঞজন প্রায়
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন,

ন্যায় রণে জয় কোথা পাণ্ডুপুত্রগণে ?
শিখণ্ডী প্রমুখ করি অধর্ম্মি গাণ্ডিবী
বিনাশিল পিতামহে, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্ম অবতার বলি বলায় আপনা,
অশ্বত্থামা হস্তী মরে ভীম গদাঘাতে,
কৃষ্ণ সাথে কুমন্ত্রণা করি পাপী তবে
ভাণ্ডিল পিতারে কহি মম মৃত্যু কথা,
মিথ্যাবাদী হতগজ ভাষে লঘুস্বরে ,
রাজ্যলোভী অধর্ম্মী কপটি বোলে পিতা
ত্যজি অস্ত্র-ধনু কৈলা প্রায়োপবেশন,
নতুবা কি শক্তি ধরে পাঞ্চাল পামর
স্পর্শিবারে অঙ্গ তার , যার ধনুর্ঘোষে
ইন্দ্রাদি কম্পিত হ'তো ত্রিদিবে বসিয়া ;
এই কুরুরাজ আজ নিরায়ুধ হয়ে
বিশ্রাম আশয়ে ছিলা দ্বৈপায়ন হ্রদে,
ন্যায় যুদ্ধে আহ্বানি পাপীষ্ঠ বৃকোদর
জিনিল অন্যায় রণে, হে মাতুল ! কহ,
কোন্ ধর্ম্ম মতে নাভীর নীচেতে
গদার প্রহার করে কপট সমরী ?
তবে কোথা জয় ধর্ম্মে ? বিক্রম পৌরুষ
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহ সম্মিলিত হ'লে
লভে জয় নিজ বলে ধর্ম্মের উপরে।

কৃপ। সকল সম্ভবে তাত ! রথী শ্রেষ্ঠ তুমি,
দৈববলে সুকৌশলে বিজয়ী পাণ্ডব,
রাজা দুর্য্যোধন হায় মুমূর্ষু এখন,
করি প্রাণপণ কি কার্য্য সাধিবে তার ?
বিদ্বেষ জিঘাংসা বৃত্তি ত্যজি বীর বর
ক্ষমা দেহ।

অশ্ব। ক্ষমা কারে—পাপাত্মা পাঞ্চালে
পিতৃবধি দুরাচারি জীবন থাকিতে ?

যতদিন এই হৃদে শোণিত বহিবে,
যতদিন দুর্য্যোধন জীবিত রহিবে,
সাধিব সন্তোষ তার হিংসিয়া পাণ্ডবে ;
অন্তকালে তার হৃদে শান্তি সুধাধারা
না পারি সিঞ্চিতে, তবে বৃথা তপ যোগ,
নাহি পারি, আর অস্ত্র না ধরিব করে ;
পূর্ব্ব কৃত পুণ্য মম যাক ধ্বংস হয়ে,
কলির দারুণ ভোগ হউক ভুগিতে,
পাণ্ডব পাঞ্চাল বংশ আবাল স্থবির
বলে ছলে কৌশলে উপায়ে কোন মতে
না বিচারি নির্ম্মূল করিব অস্ত্রানলে।

দুর্য্যো। হবে কি নির্ম্মূল হায় ! হৃদি শল্য মম
উন্মূলিত তার সনে হবে কি কখন ?
মৃতকল্প প্রাণে মোর আশার লহরী
সুধার ধারার মত কে দিল ঢালিয়া ?

অশ্ব। বর্ষণ উন্মুখ মেঘ গর্জ্জন গম্ভীরে
ঐ না প্রেতাত্মা কার জিজ্ঞাসিল মোরে
"হবে কি নির্ম্মূল ?"
ব্রহ্মবধি দুরাচারি পাণ্ডব পাঞ্চাল
অন্যায় কপট যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কোটি
বধিয়াছে, প্রতিহিংসা তৃষা প্রপীড়িত,
আহত মৃগেন্দ্র গর্জ্জে গহ্বরে যেমতি
কোন্ বীর আত্মা ঐ গভীর নিনাদে
কেমনে জানিব ? তুমি যে হও সে কও।

দুর্য্যো। গুরুপুত্র ! হের সখা সম্মুখে তোমার
দাঁড়ায়ে সাম্রারাজ্যেশ্বর অভাগা কৌরব
পড়ি কি দশায়, কালি যাহার ইঙ্গিতে
মহা মহা রাজগণ দাঁড়াইত দূরে,
আজি সখে !
কুক্কুর শৃগাল গৃধ্র ফিরিছে চৌদিকে,

নাহি শক্তি উঠিবার খেদাইতে আর
দণ্ডাঘাতে দূরে, কিন্তু নাহি দুঃখ তাহে,
একমাত্র চিরক্ষোভ রহিল এ মনে,
চির বৈর নির্য্যাতন না হলো আমার,
পাণ্ডব পাঞ্চালগণ এখন জীবিত।

অশ্ব। এখন জীবিত কেবল তোমার কারণে;
বড় বড় বীরগণে বরিলা সমরে,
সাধিল মঙ্গল তব কোন্ কর্ম্ম করি?
বুঝিয়া না বুঝ তুমি কি বলিব হায়!
নতুবা কি হেতু
দেখিতে হইবে তোমা হেন দুস্থতায়?
তখনি বলিনু মোরে বরিতে সমরে,
জয়োদীপ্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল যবে আজি
সসৈন্যে সাজিয়া এল দ্বৈপায়ন তীরে;
মোর সহ রণে কহ পাণ্ডব পাঞ্চালে
বাহুড়িয়া কোন্ জন ফিরিত শিবিরে?
ভীমের কি সাধ্য তোমা অন্যায় সমরে
পারে নিজিবারে যবে আমি অস্ত্রধারি
তোমার সাপক্ষে আজি; রাজা দুর্য্যোধন!
যা হবার হইয়াছে, নাহিক উপায়,
এখন আমার বাক্য ধর মহামতি,
আজন্ম তোমার আমি সুহৃদ্ পালিত,
হায় শতধিক্, যদি তোমার এ দশা
হেরিয়া নীরব রব অচল সমান,
পিতৃবধ শোক কাল অনল প্রবল
জ্বলিছে হৃদয়ে, আজি তব অপমান
ঘৃতাহুতি হলো তাহে, পড়িলে তাহাতে
পড়িবে পতঙ্গ প্রায় পাণ্ডব পাঞ্চাল;
এখনই বর মোরে, এ হেন সময়ে
পারি যদি শুধিবারে তব স্নেহ ঋণ,
সার্থক এ ভুজবল!

দুর্য্যো। হায় বীর বর! না পোহাতে বিভাবরী
এ নয়নদ্বয় মুদিবে চির নিদ্রায়,
কে দেখিবে আর
বৈরী বক্ষ বিদারিত সধূম শোণিত
সিক্ত ভুজ যুগ তব? এ শ্রবণ হায়!
কবে বা শুনিবে সেই মধুর কাহিনী?
বৃথা আশা গুরুপুত্র! গত মধ্য নিশা,
কতক্ষণ আর?

অশ্ব। স্থির হও মহামতি!
না যাইতে প্রহরেক এই নিশাকালে
জ্বালিব যে সমরাগ্নি, মহা অস্ত্রবলে
হিমাদ্রী শিখর সম বৈরীবৃন্দ তব
ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাবে তৃণের মতন।
সে ভীম অনল, ভেদি ভবিষ্য তিমির,
রবে চির প্রজ্জ্বলিত মানব স্মৃতিতে—
যুগ যুগান্তর পৃথী যতদিন রবে;
তব প্রতিহিংসা তৃষা তৃপ্ত করিবারে
যে কঠোর ক্রুর কর্ম্ম সাধিব সবলে,
স্মরিলে সে সব চিত্র বিভীষিকা ময়,
কাঁপিবে মানব হৃদি কোটি কল্পকাল,
নিহত অরির আত্মা নিরয় ভিতরে
সদা কম্পমান হবে স্মরিলে এ নিশি;
দেহ অনুমতি রাজা!

দুর্য্যো। আলিঙ্গন দেহ মোরে;
রাজার বিধানে
অভিষেক করেছিনু সেনাপতিগণে,
কোথা হেম কুণ্ড, কোথা মাঙ্গলিক বারি,
কোথা মন্ত্রপুত রথ, বীর পরিচ্ছদ?
যাও বীর পদব্রজে, বৈরী বৃন্দে বধি
শত্রু রক্তে পার যদি জুড়াও হৃদয়;

অবিরল নয়ন সলিলে
অভিষেক করে তোমা ভারত ঈশ্বর।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম

[লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

(১)

কামরূপে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অভ্যুদয় কাল

পঞ্চদশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাচীন কামরূপ বা আধুনিক আসাম অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তেমন কোন অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হয় না। এ পর্য্যন্ত 'প্রহ্লাদ চরিত' এবং প্রায় তৎ সমসাময়িক 'দেবজিত' নামক দুই খানি প্রাচীন (সম্ভবতঃ ১৩শ শতাব্দীর) পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই দুই খানিতে আমরা ভক্তির আবেগ অপেক্ষা গল্পের সাদৃশ্য অধিক দেখিতে পাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, "দুই এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগত ভাবে সময় সময় এই ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেব ১৩৭১ শকে নগাঁও জেলাস্থ বড়দুয়ার সন্নিকটে আলিপুখুরি নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন অসমীয়া পুঁথিতে ভক্তিরসাভিসিক্ত বৈষ্ণবপদাবলী দৃষ্ট হয় না। তৎকালে অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শাক্ত। আসামে প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আধুনিক। শঙ্করদেবের নিকট উপদেশ ও 'শরণ'(১) প্রাপ্তির পর তদীয় আদেশ মতে মাধবদেব, দামোদর দেব ও হরিদেব

(১) শরণ = বৈষ্ণবের পক্ষে শরণই 'দীক্ষা'—"শরণং যত্তু কৃষ্ণস্য সৈব দীক্ষা প্রকীর্ত্তিতা। তদাভাবে ন পূজ্যোঽসৌ সর্ব্ব বেদ বিদপি চ" ॥—অনন্ত কন্দলী-কৃত শরণ সংহিতা।

সহকারী হইয়া কামরূপ রাজ্যের নানা স্থানে আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। প্রথমে অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। শঙ্করদেবের এই ভক্তত্রয় কর্ত্তৃক সম্প্রদায় গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যের উদ্ভব হয়। মাধবদেব যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় গঠন করেন তাহার নাম "মহাপুরুষীয়া" সম্প্রদায়। এই মাধবদেব(২) ১৪১১ শকে কায়স্থকুলে, দামোদরদেব ১৪১১ শকে এবং হরিদেব ১৪১৫ শকে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দামোদর দেব, হরিদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নাম যথাক্রমে 'দামোদরী' ও 'হরিদেবী।'

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায় ও বড়পেটা সত্র

মহাপুরুষীয়ারা 'গৃহস্থ' এবং 'উদাসীন' এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। উদাসীনরা 'কেয়লীয়া ভকত' নামেও অভিহিত। কেয়লীয়ারা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করত সত্রে (আখড়ায়) বসবাস করেন। তাঁহাদিগের শবদাহন ও যথাবিহিত শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

কামরূপে মহাপুরুষীয়াদিগের প্রায় দুই শত সত্র আছে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি ৺বড়পেটা সত্রের অধীন। মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মাবলম্বী সত্রগুলির প্রত্যেকটীতে অল্প অল্প নিয়ম-প্রণালীর বিভিন্নতা বর্ত্তমান আমরা দেখিতে পাই। গোঁসাইগণের স্বেচ্ছাভাবই ইহার কারণ। বড়পেটায় বর্ত্তমানে যে 'সত্র' আছে, পূর্ব্বে সেই স্থানকে 'তাঁতিকুচি' বলা হইত। প্রত্যেক মহাপুরুষীয়া সত্রে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি রাখা হয়। ৺বড়পেটা সত্রে প্রত্যহ চোদ্দটী 'প্রসঙ্গ' হয়; তন্মধ্যে ভোর হইতে বেলা প্রায় দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে 'পুয়ার গীত' (ভোরে কীর্ত্তন) 'ভটিমা' আবৃত্তি, 'নাম-প্রসঙ্গ', ভাগবত পাঠ ও পাঠ (পদ পুঁথি) হয়। বড়পেটা অঞ্চলের মহাপুরুষীয়েরা খাসী, পাঁটা, কবুতর, হংস, হংসডিম্ব এবং গৃহপালিত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন। বন্দুকের গুলিতে হত হরিণের মাংসাহার তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত বিরুদ্ধ নহে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অসমীয়া বৈষ্ণবগণ মৎস্য ভক্ষণে বিরত নহেন।

৺বড়পেটার বৈষ্ণবেরা বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ পর্য্যন্ত মৎস্য ভক্ষণ করেন না। শাল, শিঙ্গি, শুষ্ক মৎস্য ও কচ্ছপ মাংস তাঁহাদিগের নিকট অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত।

(২) ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দ গিরি এবং মাতার নাম মনোরমা বাহী, ১৮৩৩ শক, কার্ত্তিক সংখ্যা, ৫১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বড়দোয়ায় চণ্ডীবরের আগমন

অত্রিগোত্র সম্ভূত-'প্রেমপূর্ণানন্দ গিরি' ছিলেন শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষ। শঙ্করের পিতার নাম 'কুসুম্বর ভুঞা', মাতার নাম, 'সত্যসন্ধ্যা'। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, শঙ্করদেব বড়দোয়ার সন্নিকটে 'আলিপুখুরি' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রামচরণ ঠাকুর তদীয় 'শঙ্কর চরিত'এ বলেন, "গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের সময়ে লণ্ডাদেব কণৌজ হইতে 'কাম্‌তা'য় আগমন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম চণ্ডীবর।" দৈত্যারি ঠাকুরের মতে কাম্‌তাপুর-রাজ দুর্লভনারায়ণ, কুসুম্বরের প্রপিতামহ চণ্ডীবরকে বড়দোয়া গ্রামে বসবাস করান। চণ্ডীবর এখান হইতে 'বড়নদী'র নিকটস্থ 'লেঙ্গমাগুরি নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র রাজধরের এখানে জন্ম হয়। অসভ্য ভূটীয়াদিগের উপদ্রবে তিনি লেঙ্গমাগুরি পরিত্যাগপূর্ব্বক বড়দোয়ায় আসিয়া বসবাস করেন।

বহুকাল পর্য্যন্ত সত্যসন্ধার গর্ভে সন্তান না হওয়ায় কুসুম্বর 'শ্রীপতি ভূঞা'র কন্যা 'অনুধৃতি'কে বিবাহ করেন। ইহার কিছুকাল পরে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। অতঃপর অনুধৃতি 'বনগাঁয়া গিরি' নামে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। তৎকালে আহোম বংশীয় চুফক্‌ফার পুত্র চুচেনফা আসামের রাজা। যাহা হউক, শঙ্করদেবের জন্মের তিন দিন পরে তদীয় জননী সত্যসন্ধ্যার মৃত্যু হয়। ঠাকুরমা খেরসুতি তাঁহাকে লালন-পালন করেন। শঙ্করদেব 'মহেন্দ্র কন্দলী'* নামক গুরুর নিকট সংস্কৃতভাষা ও ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের সময়ে কামরূপে (বর্ত্তমান আসাম) কাছাড়ী জাতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। তিনি কায়স্থ জাতীয় 'হরিখাঁ বড়ভুঞা'র কন্যা 'সূর্য্যবতী'র পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু দিন পরে কুসুম্বরের মৃত্যু হয়। এই সূর্য্যবতীর গর্ভে 'মনু' নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

শঙ্করের পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে আসামে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তন্ত্রের বীভৎস ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে শঙ্করের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত আলিপুখুরিয়া গ্রামে শঙ্করদেবের অবতারবাদ সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হয়। তিনি এরূপ গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, 'বিকলা' নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের পর এক

* কন্দলী = শিবসাগর জেলাস্থ দেরগাঁও গ্রামে অদ্যাবধি কয়েক ঘর কন্দলী বংশীয় ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেছেন।

দিন শিবপূজা এবং বড়পেটাতে 'বেয়াস কলাই' ৺শীতলা পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে তদীয় সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বিয়াস কলাই অনুনয়-বিনয় সহকারে শত শত বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও শঙ্করের অনুকম্পা না হওয়ায় তিনি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মনদুঃখে সাগরে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নীতি ভঙ্গকারীদিগের উপর শঙ্করদেব একাবারে বিমুখ হইয়া পড়িতেন।

শঙ্করদেব বিরচিত গ্রন্থ

মাধব কন্দলীর পরেই অসমীয়া সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কবি শঙ্করদেবের অভ্যুদয় কাল। মাধব কন্দলী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রণীত রামায়ণ অসমীয়াদিগের বিশেষ পরিচিত। শঙ্করদেব রুক্মিণীহরণ, পারিজাত হরণ, উষাহরণ, উদ্ধব সংবাদ, কীর্ত্তন, সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তক রচনা ব্যতীত শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে তিনটী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি প্রথম অবস্থায় যে সকল পুস্তক (রুক্মিণীহরণ কাব্য প্রভৃতি) প্রণয়ন করেন তাহাতে বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষা এবং মধ্যম সময়ে লিখিত কীর্ত্তন বিষয়ক পুস্তকগুলিতে সংস্কৃত শব্দের বহুল সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণপ্রেম অবলম্বনে পদাবলী রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন তৎকালে বাঙ্গালা ভাষা নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল। তৎপূর্ব্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিত। শঙ্করদেব তদীয় জীবনের শেষভাগে বঙ্গদেশে অবস্থানকালে তৎকালীন বঙ্গভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা হেতু তাঁহার লেখায় (বড় গীত, নাটক প্রভৃতি) মৈথিলী ও ব্রজবলী শব্দের যথেষ্ট সমাবেশ দৃষ্ট হয়। অসমীয়া কবি মাধব কন্দলীর কিংবা কোঁচরাজ বিশ্বসিংহের সমসাময়িক কামাখ্যা পর্ব্বতবাসী দুর্গাবরের লেখনি মধ্যে সে ভাব নাই। এই দুর্গাবর 'দুর্গাবরী' নাম দিয়া বেহুলা ও লখিন্দরের একখানি ইতিহাস লেখেন। ইনি মাধব কন্দলী ও শঙ্করদেবের মধ্যবর্ত্তী কবি। যাহাহউক, শেষ সময়ে রচিত শঙ্করদেবের পুস্তকের ভাষা বহুস্থানে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের ভাষার অনুরূপ হইলেও, শঙ্করের ভাষার দিক দিয়া বেশ বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব তাঁহার উপর পতিত হইবার বহুপূর্ব্বে তাঁহার বৈষ্ণব

মত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। শঙ্করদেব-রচিত উত্তরকাণ্ড রামায়ণের এক স্থানে আছে, "পূর্ব্বকবি অপ্রমাদী, মাধব কন্দলী আদি তেহে বিরচিলা কৃষ্ণকথা"। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, মাধব কন্দলী যে ভাবে পদ ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণকথা (রামের কথা) প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইনিও সেইভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

শঙ্করদেব অসমীয়া নাটকের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রচিত সঙ্গীত (বরগীত) সমূহ যে অতি উচ্চ অঙ্গের ও মহাভাবসমন্বিত তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শঙ্করদেবের সময়ে অসামে খোলের প্রচলন ছিল ঃ—

রামরাম গুরুক শঙ্করে আদেশিলা।
মূলমন্ত্র উচ্চারিয়া কৃষ্ণক পূজিলা ॥
দেখি সমস্তেরে আনন্দর সীমা নাই।
করক কৌতুক খোল ছয়ক বজাই ॥ ১৩৮১

—৺রামচরণ ঠাকুর

নিম্নে মহাপুরুষ শঙ্করদেব-রচিত দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

১। রাগ—আসোয়ারী।

জয় জয় যাদব, জলনিধি জাধব ধাতা, শ্রুত মাত্রা খিল ত্রাতা।
স্মরণে করয় সিদ্ধি, দীন দয়া-নিধি, ভকতি মুকুতি পদ দাতা॥
জগজন জীবন, অজন জনার্দ্দান, দনুজ দমন দুঃখহারী।
মহানন্দ কন্দ, পরমানন্দ, নন্দনন্দন বনচারী॥
বিবিধ বিহার, বিশারদ শারদ ইন্দু নিন্দি পরকাশী।
শেষ শয়ন শিব, কেশী বিনাশন, পীতবসন অবিনাশী॥
জগতবন্ধু বিধু, মাধব মধুরিপু, মধুকর মূরতি মূরনাশী।
কেশব চরণ সরোরুহ কিঙ্কর শঙ্কর কহ অভিলাষী॥

২। রাগ— ধানশ্রী।

মন মেরি রাম চরণ হি লাও।
তঞি দেখনা অন্তক আগু॥
পদ—মন আয়ু ক্ষণে ক্ষণে টুটে।
দেখনা প্রাণ কোন দিন ছুটে॥
মন কাল অজগরে গিলে।
জান তিলেক মরণ মিলে॥

মন নিশ্চয় পতন কায়া।
তেঁই রাম ভজ তেজি মায়া॥
রে মন ইসব বিষয় ধান্ধা।
কেনে দেখি নে দেখিস আন্ধা॥
মন সুখে পায় কৈছে নিন্দা।
তই তেতিয়া চিন্তা গোবিন্দা॥
মন জানিয়া শঙ্কর কহে।
দেখ রাম বিনে গতি নহে॥

বদরিকা অবস্থানকালে শঙ্করদেবের বয়স

শঙ্করদেব বদরিকা আশ্রমে অবস্থানকালে উপরিউক্ত দ্বিতীয় গীতটী রচনা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, তৎকালে তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল। শঙ্করদেব ১৩৭১ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় শিষ্য মাধবদেবের ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণকালে তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। সুতরাং সেখানে অবস্থানকালে শঙ্করদেবের বয়স (১৩৭১—১৪১১) ৪০ বৎসর হইয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে তিনি দ্বারকা ও তথা হইতে বদরিকা গমন করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ও স্থানে স্থানে অবস্থানে তাঁহার অন্ততঃ দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করদেব ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বদরিকাতে ঐ গীত রচনা করিয়াছিলেন।

রামচরণ ঠাকুর-কৃত শঙ্কর চরিতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমবার তীর্থযাত্রায় রূপ-সনাতনের সহিত শঙ্করদেবের সীতাকুণ্ডে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেখান হইতে তিনি যখন বরাহকুণ্ডে গমন করেন তৎকালে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল ঃ—

* * * * *

বরাহ ক্ষেত্রক লাগি গৈলা রঙ্গ করি॥ ১৯৫৭
সিটো পুণ্যভাগী ক্ষেত্র দেখিলা শঙ্কর।
তৈত্রে আসি ভৈলা তান চল্লিশ বৎসর॥
প্রয়াগ তীর্থক লাগি ভেবে চলি গৈল।
পরম কৌতুকে তাত স্নান দান কৈল॥ ১৯৫৮

শঙ্করদেব বৈমাত্র ভ্রাতা বনগঁয়া গিরির উপর বিষয়-সম্পত্তির ভার দিয়া যখন

দ্বিতীয় বার তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন, তৎকালে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ কথোপকথন হয় নাই—

জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন আছিলন্ত ॥
চৈতন্য গোঁসাইক তথা ভৈলা দরিশন।
দুইকো দুই না চাহিলা নাহিকে সম্ভাষণ ॥
মুহূর্ত্তেক মানে দুই চাহিয়া আচন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে বহিলন্ত।

—৺কণ্ঠভূষণ

শ্রীক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেব দ্বিতীয় বার বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে রামরাম গুরু ও শতানন্দের পুত্র রামরায় আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু গুরুপত্নীর একান্ত অনুরোধ স্মরণ করিয়া মাধবদেব বৃন্দাবন যাত্রায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ কারণ শঙ্করদেব নিতান্ত অনিচ্ছায় ইঁহাদিগের সহিত স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

আহোম অধিকার হইতে কোচ-রাজাধিকারে

মহাপুরুষ শঙ্করদেব বৌদ্ধ ও কাছাড়ীগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হওয়ায় উপর-আসামে নিরাপদে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। এখানে অবস্থানকালে শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ তৎ প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বারা আপনাদের স্বার্থহানি ও প্রতিপত্তি হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং আহোমরাজ চুহুমুঙ্গের (চুপিম ফার পুত্র) নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, শূদ্র শঙ্করের এক নবধর্ম্ম প্রচারফলে হোম, যাগ, গ্রহযজ্ঞ, শান্তি-কর্ম্ম, দেবীপূজা প্রভৃতি প্রকৃত ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন না। তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি না দিলে আপনার রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল সুনিশ্চিত। আহোমরাজ ঐ ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য ও বিধি ব্যবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন এবং শঙ্করদেবকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করত অব্যাহতি প্রদান করেন। অতঃপর তদীয় জামাতা এবং শিষ্য মাধবদেবের প্রতি আহোম রাজের নিষ্ঠুর আচরণ নিবন্ধন তিনি প্রাণে শেল-সম আঘাত পাইলেন এবং বাধ্য হইয়া নিম্ন আসামের তৎ কালীন কোঁচরাজ্যে আগমন করিলেন। পাটবাউসী গ্রামে তদীয় অবস্থানকালে কামাখ্যা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কতিপয় শাক্ত ব্রাহ্মণ কোঁচরাজ

নরনারায়ণের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। রাজা শঙ্করদেবের ধর্ম্মভাব, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হইবার বাসনা জ্ঞাপন করেন। মহাপুরুষ শঙ্কর অসৎ চরিত্র ব্যক্তিকে শিষ্য করিবেন না বলিয়াই কোঁচরাজ নরনারায়ণের(৩) অনুরোধে সম্মত হন নাই।

বারাণসী যাত্রা

কণ্ঠভূষণ—ইনি কামরূপের অধিবাসী ছিলেন। কণ্ঠভূষণ, শঙ্করদেবের সমীপে পরাস্ত হইবার পর সবিশেষ শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পরাস্ত করিবার মানসে বিদ্যাশিক্ষার্থ ৺কাশীধামে যান। ইনি ব্রাহ্মণ হইয়া মৎস্য ভক্ষণ করিতেন বলিয়া সেখানে সতীর্থগণ ইঁহাকে স্পর্শ না করায় অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ (?)* পণ্ডিত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কণ্ঠভূষণকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিও না। মৎস্য ভক্ষণ করা ইহাদের দেশীয় প্রথা, সুতরাং ইহার পক্ষে উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।" সেই দিন হইতে সহপাঠীরা কণ্ঠভূষণের সহিত একত্রে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। একদিন ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত ছাত্রগণের নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তৎকালে তিনি "ব্রহ্মার স্তুতি খণ্ড" ভালরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারায় কণ্ঠভূষণ শঙ্করদেবকৃ-ত পদ আবৃতি করিলেন। ব্রহ্মানন্দ আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গূঢ় শ্লোকের এমন সহজ ও অতি সুন্দর এই পদটী কাঁহার রচিত ?" কণ্ঠভূষণ বলিলেন, "ইহা শঙ্কর নামক এক ব্যক্তির রচিত পদ।" তখন ব্রহ্মানন্দ নিয়তিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "যে দেশে মহা ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার হয়, সেই দেশ যথার্থ পুণ্যভূমি। তুমি সে দেশে ভাগবত শাস্ত্র পাঠ না করিয়া এখানে নিরস বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিতে আসিয়া নিতান্ত ভ্রম করিয়াছ। পূর্ব্বে আমার গুরু বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসী ভাগবতের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া "রত্নাবলী" নামক একখানি পুঁথি রচনা করিয়া একটী বাক্সের মধ্যে ভাগবতের নীচে ইহাকে রাখিয়া প্রেক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন "ব"কার আদি স্থানে "শ"কার আদি নামে শূদ্রকুলে হরির অংশাবতার হইবে, তখন রত্নাবলী ভাগবতের উপর আসিয়া পড়িবে এবং একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিলে তুমি তাঁহার হাতে উহাকে দিয়া পাঠাইবে। এখন বোধ হয় সেই সময় আসিয়াছে। বাক্সটা দেখা যাউক।" এই বলিয়া

(৩) ভারতী, ১২৮৫, মাঘ সংখ্যা, ৪৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিনি জনৈক ছাত্রের দ্বারা বাক্সটী আনাইলেন এবং তাহা খুলিয়াই "রত্নাবলী" ভাগবতের উপর রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন ব্রহ্মানন্দ কণ্ঠভূষণকে বলিলেন, "তোমার এখানে পড়িবার আবশ্যক নাই। তুমি শঙ্করদেবের নিকট ফিরিয়া যাও; বাদ-বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইয়া তাঁহার হস্তে বিষ্ণুপুরী-কৃত এই রত্নাবলী পুঁথিখানি দিও।"

বিষ্ণুপুরী-কৃত রত্নাবলী প্রচার

কণ্ঠভূষণ গুরুর আজ্ঞায় বারাণসী হইতে ঐ পুস্তক সহ পাটবাউসীতে (৺রামানন্দের মতে বড়পেটায়) শঙ্করদেবের নিকট ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি তাঁহার নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং ঐ পুঁথির কিয়দংশ পাঠ করিয়া এরূপ পরিতৃপ্ত হন যে মাধবদেবকে উহার সারমর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করেন।

অতঃপর কণ্ঠভূষণ, শঙ্করদেবের নিকট "শরণ" লইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি রামরাম গুরুকে বড়পেটায় আনাইয়া তাঁহার দ্বারা কণ্ঠভূষণকে "শরণ" দেওয়াইয়া স্বয়ং তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর চরিত লেখক কণ্ঠভূষণ হইতে এই কণ্ঠভূষণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ।

"সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

আজ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার দিন। এই সেই পবিত্র ভূমি কাঁঠালপাড়া—যাহার আকাশে, বাতাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতি ওতপ্রোত

* ব্রহ্মানন্দ=দ্বিজ রামানন্দ-কৃত গুরু চরিতে এই নামের পরিবর্ত্তে "রাম তত্ত্বের নাম উল্লেখ আছে।

* ১৩৩৩ সালের ১২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। এই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের চিরাকাঙ্ক্ষিত সাধনার স্থান—তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি, যথায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংসার কলুষ সংস্পর্শ-বিযুক্ত পবিত্র আত্মার প্রসন্ন পুণ্যাশীর্ব্বাদ নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা না হইলে কি, বঙ্কিম-স্মৃতি উৎসবে বঙ্গভাষার সাধকাগ্রণী বিদ্বন্মণ্ডলীর সুদুর্ল্লভ সংমিলন সংঘটিত হইত! না সেই বাণীর বরপুত্র—মাতৃ ভাষার একনিষ্ঠ সাধক "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি—বঙ্কিমচন্দ্রের সাধন-নীতি বর্ষে বর্ষে নিনাদিত করিবার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যিক বৃন্দের ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহ প্রবুদ্ধ হইত? তাই দেখিতেছি, বঙ্কিম তীর্থে সকলেই বঙ্কিম-স্মৃতি-গাথায় একতান তুলিয়াছেন, সুতরাং বঙ্কিম-স্মৃতি-পূজায় আমারও তাহাই কর্ত্তব্য এ জন্য আমি তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-পূজা করিবার মানসে যৎসামান্য পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, জানি না, তাহাতে সমাগত সুধীবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইবে কি না, জানি না আপনাদিগের মূল্যবান সময়, যাহার প্রতিবিপল বাগ্মিপ্রবরগণের সুরসাশ্রিত সারগর্ভ সমালোচনা শ্রবণে অতিবাহিত হইতে পারিত, তাহা বৃথা নষ্ট হইবে কিনা? কারণ আমার আলোচনার বিষয় "জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান।" ইহার নীরসতা ও জটিলতা ইহাকে সাধারণের চিত্ত বিনোদনে সক্ষম করে না বলিয়া সাধারণের নিকট ইহার উপস্থাপন অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর হইতে পারে, এইরূপ শঙ্কা স্বতঃই উপস্থিত হইতেছে, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী যখন নীরস বলিয়া ইহাকে অনাদর করেন নাই, জটিল হইলেও ইহাকে সাহিত্য ক্ষেত্রের বহির্ভূত করিয়া দেন নাই, বরং সাহিত্যাশ্রয়ে ইহাকে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, তখন ভরসা করিতেছি যে, বঙ্কিম স্মৃতি-পূত প্রাঙ্গণে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আলোচনা অপ্রীতিকর হইবে না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা প্রিয়, যাহা সমাদরের বস্তু, তাঁহার স্মৃতিপূজা বাসরে তাঁহার আলোচনাই ত উপযুক্ত? এজন্য আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর' কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কেন না, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতঃ প্রসারিণী প্রতিভার সমুজ্জ্বলতা বিকাশের জন্য—বঙ্কিম-স্মৃতিপূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য,—বিজ্ঞানশাখায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সমালোচনার অবসর প্রদান করিয়া—বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

এক্ষণে বিজ্ঞান রহস্যের একটী রঙ্গিন সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রিয়তা আপনাদিগকে শুনাইতেছি।

১। "সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না

বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ এমন খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছ'যট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার, এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫ হাজার ৯ শত ৮০ কোটি ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম—৬০ হাজার ৬ শত ৯০ পরার্দ্ধ টন ৬০৬৯০০০,-০০০,০০০,০০০,০০০;০০০। এক টন সাতাশ মণের অধিক। এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমন অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে তাহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণে বৃহৎ তবে কেনা বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ! ত্রয়োদশ লক্ষটী পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।" ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রে তিনি কত সুগভীর অনুসন্ধান করিয়াছেন। জ্যোতিষ প্রীতি না থাকিলে জ্যোতিষ চর্চ্চা কিরূপে সম্ভব? তাই তাঁহার জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রিয়তার একটী নিদর্শন দেখাইলাম। তারা গণনা সম্বন্ধে আর একটী সন্দর্ভ আপনাদিগকে শুনাইতেছি—

২। "আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশিতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। + + + বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অসংখ্য নহে—তবে তারাসকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। + + + + গেলামির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দ্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এই প্রকার—

১ম শ্রেণী	— ২০
২য় শ্রেণী	— ৬৫
৩য় "	— ২০০
৫ম "	— ১১০০
৬ষ্ঠ "	— ৩২০০
মোট	— ৪৫৮৫

এই তালিকায় ৪র্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা দৃষ্ট হয়। + + + মহুর শাকোর্ণাক বলেন যে, "উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদয় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।" + + + জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য রেণু মাত্র—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! একথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে? এরূপ জ্যোতিবিজ্ঞান সমালোচনায় গর্ব্ব পরিহাসের উপদেশ অমূল্য বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত অন্যত্র সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ অসাধারণ উপদেশ প্রদান প্রণালীর উদ্ভাবন একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব হইয়াছিল। অতঃপর নীরস জ্যোতির্বিজ্ঞান তিনি কেমন সরস করিয়াছেন, তাহাই আপনাদিগকে দেখাইতেছি,—

৩। "এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে খোসামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকররেখা, শশীমুখী ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন, কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি দিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। + + + যখন অভিমন্যু শোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি, এই সুবর্ণময়লোকে সোণার মানুষ সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবৎ পান করে এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কালকাটায়। বিজ্ঞানবলে, তাহা নহে,—এ পোড়া লোকে কেহ যেন যায় না, এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। + + + আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২০০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। + + + এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ্যে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদ বিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরিপরিপূর্ণ জড়পিণ্ড।

কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা, কোথায়ও গভীর গহ্বররাজি। + + + চন্দ্র রৌদ্র প্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল, কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। + + + সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্র শূন্য স্থানগুলিই কলঙ্ক অথবা 'মৃগ'—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই কদমতলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।" ইত্যাদি—এত যে জটিল ও নীরস জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ইহাকে এমন সরল ও সরসভাবে পাঠকের মনোমুগ্ধ করিতে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে আমার মনে হয়, এমন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার উপভোগ্য করিতে—জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য পাঠে আগ্রহ জন্মাইতে আর কেহ সমর্থ হয়েন নাই, তাই তাঁহার অলোকসামান্যা সর্ব্বতঃ প্রসারিনী প্রতিভায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। গণিত জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের চন্দ্রলোক এত মধুরভাবে সকলের প্রীতি-প্রদ করিতে পারার কল্পনাও বোধ হয় কেহ কখনও করেন নাই, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের গণিত জ্যোতিষের গবেষণা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে দেখাইলাম যে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহার কত ভালরূপে আলোচিত ছিল, এক্ষণে প্রাচ্য ফলিতজ্যোতিষ বিষয়েও তাঁহার যে সম্যক্ পারদর্শিতা ছিল, তাহা আপনাদিগকে শুনাইব। বঙ্কিমচন্দ্রের অমরদান, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, সীতারাম ও যুগলাঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বহু উপন্যাসে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাত্র 'সীতারাম' হইতে তাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় ফল বিচার প্রণালী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"সন্ন্যাসিনী। + + + আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

স্ত্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কটরাশি।" (এখানে ফুটনোটে মন্তব্য লেখা আছে "পর কনক শরীরো দেবনম্র প্রকাশ্যো ভবতি বিপুলবক্ষঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ।" কোষ্ঠ প্রদীপে। লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।)

স্ত্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

স্ত্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস হাত দেখিব।"

তখন স্ত্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি দণ্ড, পল সকল নিরূপণ

করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া গুহাস্থিত তালপত্র লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বাদশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে স্ত্রীকে বলিলেন "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটী শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।" (এখানে ফুটনোটে মন্তব্য লেখা আছে—জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িনী রাজ্ঞী ভবেদ্ ভূপতেঃ)।"

স্ত্রী। শুনিয়াছি আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে বটে। সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই। স্ত্রী তা কিছুই বোঝে না—চুপ করিয়াছিল। আরও দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র; শনির ত্রিংশাংশগত।

স্ত্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

(ইহার প্রমাণ আমি উদ্ধৃত করিলাম। জ্যোতিষে চন্দ্রাগারে খানিভাগে কুজস্থ স্বেচ্ছাবৃত্তির্জ্ঞস্থ শিল্পে প্রবীণা। বাচস্পত্যুঃ সদ্‌গুণা ভার্গবস্থ সাধ্বী মন্দস্থ প্রিয়প্রাণহন্ত্রী)।

ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

প্রাচীন চিত্র।—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা, বাঁধাই এক টাকা।

এই গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা (তুলনা মূলক সমালোচনা) মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী ঐ শকুন্তলা, এই কয়টি বিষয় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভবভূতির উত্তর রামচরিত নাটকের অঙ্কে অঙ্কে সমালোচনা।

শকুন্তলা উত্তর রামচরিত বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য এবং সংস্কৃত কাব্য মধ্যে ও উপাধি পরীক্ষারও পাঠ্য। কাজেই ইহার সমালোচনা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষরূপই উপযোগী হইবে। সমালোচনাটি এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত, যাহাতে সর্ব্বসাধারণেও ইহার রস সম্যক্‌রূপেই উপভোগ করিতে পারিবেন। বিষয় কয়টি বিশিষ্ট সভায় পঠিত। মানসী ও মর্ম্মবাণী, নব্য ভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। বর্ত্তমানে লেখক বিষয়গুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।

বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রীযুত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রীর লেখার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নানা মাসিক পত্রে তাঁহার সমালোচনা, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, দশ আনা মাত্র মূল্যে এক একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করুন। পড়িয়া তৃপ্তি পাইবেন, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"অনসূয়া। অনসূয়া আশ্রমের শান্তিময়ী লক্ষ্মী। প্রিয়ম্বদা নগরের ভোগময়ী সম্রাজ্ঞী। একটি তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধা বন-নদী ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যায়। অন্যটি বর্ষার রঙ্গভঙ্গে নৃত্যশীলা গিরিনদী সবেগে সগর্ব্বে ছুটিয়া চলে। একটি জ্যোৎস্না মধুরা শারদীয়া রজনী। অপরটি আলোক-দীপ্তা প্রভাতছবি। একটি ভাবপ্রধানা কর্ম্মময়ী বালা। দ্বিতীয়টি কর্ম্মপ্রধানা ভাবময়ী রমণী। ... ...।"

মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী চরিত্র সমালোচনা।—"মহাশ্বেতা সত্ত্বগুণের শুভ্রমূর্ত্তি কাদম্বরী রজোগুণের গৌরাকৃতি। একটি তপোবনের অধিদেবতা, অপরটি সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। প্রথমটী স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী যেন আকাশ পথ দিয়া বহিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা। অন্যটি গিরিতটিনী যেন পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে বহমানা। মহাশ্বেতা ঋষিকুমার পুণ্ডরীকে অনুরাগিণী, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী। কাদম্বরী রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ে দত্তহৃদয়া, রাজার রাজরাণী। এটি শান্তির বিমল শ্বেতিমা। ওটি ভোগের উজ্জ্বল রক্তিমা। একজন আদর্শ দেবী প্রতিমা। অন্যজন গরীয়সী মানবী ছবি। ... ...।"

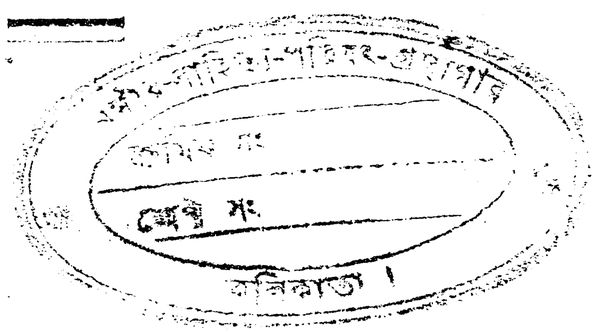

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩২শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৩, [৩য় সংখ্যা

১।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল	৬৫
২।	সুরেন্দ্র-স্মৃতি	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু	৬৮
৩।	জ্যোতির্বিজ্ঞান রহস্য	শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ	৬৯
৪।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৭৩
৫।	জীবন অনিত্য	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	৭৭
৬।	তট ও তটিনী	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	৮০
৭।	ছাগলের উপকারিতা	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক কবিরত্ন	৮২
৮।	ইচ্ছাবতীর বিবাহ	... ...	৮৪
৯।	সন্ধ্যাতত্ত্ব	... ...	৯২
১০।	শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	৯৩

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

14-8-26

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন মহৌষধ

একাদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!

মূল্য ৮০, ডজন ৭।০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 4481.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

অস্পষ্ট হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

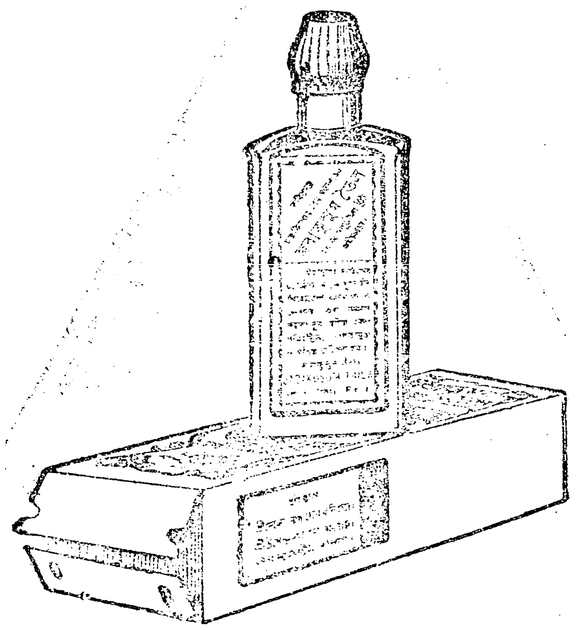

জবাকুসুম তেল প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
সং

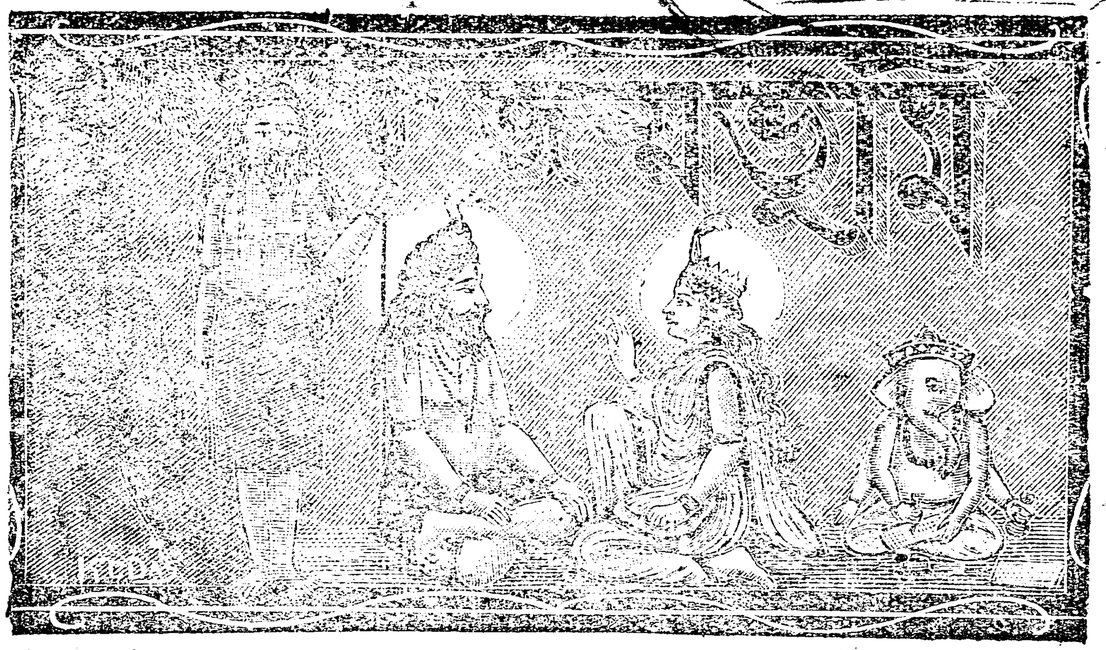

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ বর্ষ | ১৩৩৩ সাল, আষাঢ় | ৩য় সংখ্যা

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

(৫)

উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠি গণনার ফলাফল।

কলিকাতা ৪নং পশুপতি বসুর লেন (বাগবাজার) অধিবাসী শিয়ালদহ কোর্টের প্রলব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু উদয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠি বিচার করিয়াছেন।

জন্ম—সন ১২৫১।৮।১৫।৪৮।২৪

উমেশচন্দ্রের কোষ্ঠী।

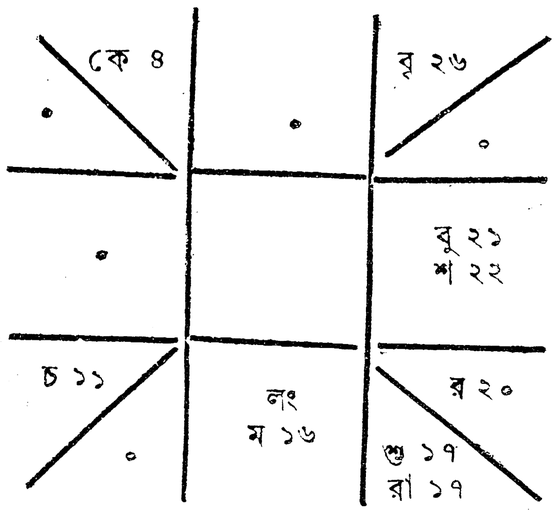

এই রাশিচক্র অবলম্বনে মোটামুটি গণনার ফল নিম্নে লিখিত হইল। ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট না থাকায় বিশুদ্ধ ভাবে গণনা করা গেল না। সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, স্ফুট গণনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু ইহাতে ঠিক যে, জন্মসময় ঠিক জানা না থাকিলে ভাবস্ফুট গণনার ব্যত্যয় ঘটে।

ইনি তুলালগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "তুলালগ্নে শুভঃ শুক্রো" ইত্যাদি বচনে জানা যাইতেছে, শুক্র লগ্নাধিপতি হওয়ায় অষ্টমাধিপতি হইলেও দোষ যুক্ত নহেন। শনি চতুর্থ ও পঞ্চমাধিপতি হওয়ায় বিশেষ শুভকারক। বুধ নবমাধিপতি সুতরাং শুভকারক। বুধ ও শনি রাজযোগ কারক ও চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছেন। অষ্টমে কেতু অশুভকারক।

তুলালগ্নে বৃহস্পতি রবি ও মঙ্গল পাপগ্রহ। শনি ও বুধ শুভগ্রহ। নবমাধিপতি বুধ ও দশমাধিপতি চন্দ্র এই লগ্নে প্রধান রাজযোগ কারক গ্রহ। আর শনি স্বয়ং রাজযোগ কারক গ্রহ। তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপ বৃহস্পতি প্রধান অনিষ্ঠকারী।

বৃহস্পতি ষষ্ঠাধিপ, স্বক্ষেত্রে থাকায় অশুভ ভাবের হানিকারক। ধনস্থানে ও কর্ম্মস্থানে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি তত্তৎ ভাবের শুভ করিয়াথেন। লগ্নে মঙ্গলের উপর বৃহস্পতির ত্রিপাদ দৃষ্টি থাকার ফল—নানা শাস্ত্রদর্শী এবং অসাধারণ মেধাবী ও সূক্ষ্ম বিচারক যোগ্য সূচিত হয়।

সপ্তমাধিপতি মঙ্গলের সপ্তমে নিজক্ষেত্রে পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় সপ্তম স্থান বা বাণিজ্য স্থানের বিশেষ শুভকারক হইয়াছেন। লগ্নাধিপতি ও ধনপতি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করায় প্রথম সম্বন্ধ হইয়াছে। বুধ ধনভাবের কারক ও বাণিজ্য

কারক গ্রহ। বুধ ওকালতী ও ব্যারিষ্টারী কার্য্যের কারক হইয়া উহাতে জাতককে সফলকাম করিয়া ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে আনয়ন করিয়াছেন এবং শনিগ্রহ বুধের সহায়ক হইয়াছেন। (force add করিয়াছেন)। মঙ্গল উহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। ফলে জাতক অর্থশালী, প্রতাপী, সুবিখ্যাত, সম্মানিত ও যশস্বী হইয়াছেন।

বুধ ও শনির যোগ ফল :—

"কেন্দ্রপুত্রেশয়োর্যোগে যোগোঽমাত্যাভিধো ভবেৎ।"

বৃহৎ পারাশরী।

অর্থাৎ অমাত্যযোগ সূচিত হয়। শনির ফল :—

"তুর্য্যেশে তুর্য্যগে মন্ত্রী ভবেৎ সর্ব্বধনাধিপঃ।
চতুর শীলবান্ মানী ধনাঢ্যঃ স্ত্রীপ্রিয়ঃ সুখী॥"

পরাশর।

অর্থাৎ রাজমন্ত্রী (Standing Counsil), সর্ব্বধনাধিপতি (ভূমি ও গৃহাদি সর্ব্বধনের অধিপতি) শীলবান, মানী ইত্যাদি।

বৃহস্পতির ফল :—"ষষ্ঠেশে রিপুভাবস্থে স্বজ্ঞাতি শত্রুবদ্ ভবেৎ।
পরজাতি ভবেন্মিত্রং ভূমৌ ন চলতি ধ্রুবম্।"

বৃ পঃ॥

অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভূমিতে বিচরণ করে না, (যানাদিতে ভ্রমণ করে।) সমুদ্রযাত্রা করার জন্য উমেশচন্দ্রের জ্ঞাতিরা সমাজের ভয়ে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে আদর করিতেন না, তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র যদিও বিলাতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁহার বিলাত হইতে আসিবার পূর্ব্বেই পদস্ফুট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চন্দ্র ফল :—"দশমেশে সুতে লাভে ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বদা হর্ষসংযুক্ত সত্যবাদী সুখী নরঃ॥"

বৃ পঃ।

চন্দ্র দশমে থাকায় জাতক সুসন্তান লাভ করিবেন, ধনবান হইবেন। সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সত্যবাদী ও সুখী হইবেন।

রবির ফল :—জাতক বিশেষ প্রতাপবান ও পরাক্রম বিশিষ্ট, সোদরগণ হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হইবে, সংগ্রামে শত্রুক্ষয় এবং রাজার নিকট হইতে কল্যাণ লাভ করিবে।

যথা চমৎকার চিন্তামণি গ্রন্থে—

"* * *

সদারিক্ষয় সঙ্করে শং নরেশাৎ ॥"

কেতু অষ্টমে থাকার ফল :—

জাতকের কোন গুহ্যরোগ থাকিবে। অর্শাদি রোগ। উমেশচন্দ্র Pibs রোগে ভুগিতেন।

বুধ রাজযোগ কারক—(Member of Legilative Council)। উমেশচন্দ্র ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে Benga Council সদস্য হন। বাক্যে পটুতা বা বাগ্মিতা ইহারই ফলে ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ আইন সম্পর্কে বাগ্মিতা।

তুলালগ্নের ফলে জাতক impartial (নিরপেক্ষ) Justice-loving (নেহ্ বিচার প্রিয়) এবং সিংহ রাশির ফলে, গম্ভীর প্রকৃতি ও আকৃতি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (strong willed) থাকা সূচিত হয়।

ক্রমশঃ।

সুরেন্দ্র-স্মৃতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

১

যে জন দেশের তরে
আত্ম সমর্পণ করে,
সফল জনম তার, সার্থক জীবন!
শত লাঞ্ছনায় যার
জন্মভূমি প্রেম-ধার—
বহে সুরধুনি সম ভুবন পাবন!
সঞ্জীবনী-মন্ত্র-দানে
পতিত জাতির প্রাণে

যেজন স্বদেশ-প্রীতি
করে উদ্দীপন।
কণ্টক-মুকুট তার
জীবনের পুরস্কার,
গঞ্জনা গলার হার,
কলঙ্ক ভূষণ!

২

হেন জন ত্যজি কায়
মরণে জীবন পায়,
গৌরব সৌরভ স্মৃতি
করে বিতরণ!
সুরেন্দ্রের কীর্ত্তি-গাঁথা
ইতিহাসে রবে গাঁথা
যতদিনে রবি শশী
বিলাবে কিরণ॥

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ।

(২)

উদ্ধৃত বঙ্কিম সন্দর্ভ হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান তাঁহার কত প্রিয় ও সমাদরের বস্তু ছিল। তিনি উপন্যাস রচনাপ্রসঙ্গে মানব সমাজে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও সারবত্তা সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি যে পাশ্চাত্য গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) এবং প্রাচ্য ফলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান (Astrology) গভীরভাবে আলোচনা করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন,

* ১৩৩১ সাল, ১২ই আষাঢ় কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন পঠিত।

ইহাই তাঁহার নিদর্শন। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যেমন স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত মত প্রকাশে যত্নবান ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যাই তাঁহার পরিচায়ক। সহস্র বৎসরাধিক কাল ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল নিষ্পেষণের মধ্যেও যে শস্য শ্যামলা বঙ্গ-জননীর ক্রোড়ে তাঁহার ন্যায় অসামান্য ধীশক্তিমান্ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। তাঁহার নির্ভীকতা, পাশ্চাত্য কু-শিক্ষাগ্রস্ত জীবের জড়তা অপনোদন করিয়াছে,—প্রেমভক্তি জাগাইয়াছে। তাঁহার স্বাধীন মত প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে দর্শনে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে সকলদিকেই এক প্রকার উন্নতির চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাহা বিরল। কারণ সাহিত্যালোচনার মধ্যে কাহাকেও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সরস ও সরলভাবে জ্যোতিবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে দেখা যায় না! আজ আমি বঙ্কিম-স্মৃতি বাসরে তাঁহার প্রিয় জ্যোর্ব্বিজ্ঞান আলোচনা করিব। আপনারা সকলেই জানেন রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সপ্ত বারক্রম সকল দেশেই প্রচলিত আছে কিন্তু রবিবারের পর অন্যবার না হইয়া কেন সোমবার হইয়াছে এবং সোমবারের পর কেন মঙ্গলবারই হইয়াছে—তাহা হয়ত অনেকেরই নিকট অপরিজ্ঞাত আছে—তাই এই সাধারণ বিষয়ের অগ্রে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ঐ অসীম ব্যোমপথে তেজোময় সুবৃহৎ গোলক সকল পরস্পর মহাকর্ষণে ও বিকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তি দ্বারা যেরূপে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা মানব বুদ্ধিবলে ভূয়োদর্শনের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পরিধি ব্যোম্ কক্ষাভিধীয়তে।
তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানা মধোঽধঃ ক্রমশস্তথা॥
মন্দামরেজ্য ভূপুত্র সূর্য্য শুক্রেন্দু জেন্দবঃ।
পরিভ্রমন্ত্যধোঽধস্থাঃ সিদ্ধ বিদ্যাধরাঘনাঃ॥"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড পরিধি ব্যোমকক্ষ মধ্যে পৃথিবী কেন্দ্রগত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দূরে শনি, তদপেক্ষা অল্প দূরে বৃহস্পতি, তদপেক্ষা অল্প দূরে মঙ্গল, তাহাপেক্ষা অল্প দূরে সূর্য্য, তদপেক্ষা অল্প দূরে শুক্র, তদপেক্ষা অল্প দূরে বুধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে চন্দ্র স্ব স্ব পথে (কক্ষায়) অধঃ অধঃ ক্রমে অবস্থিত রহিয়াছে। আধুনিক ইংরাজী জ্যোতিষের মতে এই সৌরজগন্মণ্ডলে সূর্য্য কেন্দ্রগত, তাঁহাকে কেন্দ্রবর্ত্তী রাখিয়া প্রথমে বুধ, পরে শুক্র, সচন্দ্র পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি

স্ব স্ব কক্ষায় আবর্ত্তন করিতেছেন। এস্থলে আপাতঃ দৃষ্টিতে বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইলেও সচন্দ্র পৃথিবী স্থানে সূর্য্যকে স্থাপন করিলেই বৈষম্য তিরোহিত হইবে। এরূপ করিলে বস্তুতঃ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সূর্য্য প্রকৃত কেন্দ্রগত হইলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে পৃথিবীকে কেন্দ্রগত রাখিয়া সূর্য্যের গতি পরিমাণ হইয়া করা থাকে, (যেমন Suu's hourly motion ইত্যাদি)। সুতরাং তদনুসারে অনুসন্ধান করিলে অধঃ অধঃ কক্ষায় ক্রমশঃ—শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের স্থিতিক্রম পাওয়া যায়। ৬০ দণ্ডে একটী সাবনাহোরাত্র এবং ২॥ দণ্ডে এক একটী হোরা (অর্থাৎ ইংরাজী Hour) তাহা হইলে ৬০ দণ্ডে ২৪টী হোরা বিভাগ হইতেছে। বর্ত্তমান কল্পারম্ভের অর্থাৎ ভূসৃষ্টির আরম্ভে যেদিন বিশ্ব প্রথম সূর্য্যালোকে সমুদ্ভাষিত হইয়াছিল, সেইদিন সূর্য্য গ্রহরাজ বলিয়া প্রথম হোরাধিপতি, সুতরাং প্রথম দিনাধিপতিরূপে পৃথিবীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন,—"তথা ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে রবেশ্চ গ্রহরাজত্বাং প্রথমমুপাদানং কল্পাদি প্রথমং রবিবারাশ্চ।" তারপর পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের কক্ষস্থিত ক্রমানুসারে রবি হইতে ক্রমশঃ একটির পর একটি করিয়া হোরাধিপতি নিরূপিত হইয়াছিল, যেমন ১।র ২।শু ৩।বু ৪।চং ৫।শ ৬।বৃ ৭।মং ৮।র ৯।শু ১০।বু ১১।চং ১২।শ ১৩।বৃ ১৪।মং ১৫।র ১৬।শু ১৭।বু ১৮।চং ১৯।শ ২০।বৃ ২১।মং ২২।র ২৩।শু ২৪।বু এইরূপে পরপর ২৪টী হোরাধিপতি একটী সাবন অহোরাত্রের নিরূপিত হইয়াছিল পর সাবনাহোরাত্রের প্রথম হোরাধিপতি (অর্থাৎ পঞ্চবিংশ হোরাধিপতি) চন্দ্র হয়, এজন্য তদনুসারে রবিবারের পরদিন সোমবারই হইতেছে। এইরূপে ২৪টী হোরাধিপতির পর প্রতি পঞ্চবিংশ হোরাধিপতি বলে,—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সপ্তবার যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীতে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। গ্রহগণের কক্ষাবস্থান ক্রম অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়াই বারের ত কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। এই সপ্ত বারক্রমাধিপতি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহ ক্রমানুসারে আমাদের প্রাচ্য জ্যোতিষে সপ্তগ্রহক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারাই আমাদের যাবতীয় সুখ দুঃখ শুভাশুভ ফলসূচক হইয়াছেন। কেন?—গ্রহাকর্ষণের সহিত আমাদের শুভাশুভ ফলের সম্বন্ধ কোথায়? ইহার উত্তর একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই পৃথিবীতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী মৌলিক পদার্থ আছে, সুতরাং পৃথিবীস্থ জীবদেহাদিতেই এই পাঁচটী থাকিবে। তেমনই অপরাপর গ্রহতেও যে সকল মৌলিক পদার্থ আছে, তদুপরিস্থিত জীবদেহাদিতেই সেই সকল মৌলিক পদার্থ থাকিবে। এক্ষণে গ্রহাকর্ষণের

ফলে পরস্পর গ্রহের মৌলিক পদার্থ সকল গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্যই পৃথিবী-স্থিত বুদ্ধিজীবী মানব উহা ভূয়োদর্শনের দ্বারা বুঝিতে পারিয়া জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এখানে আর একটু ভাবিবার বিষয় আছে, পৃথিবীর নিজকক্ষায় (অর্থাৎ রাশিচক্রে) আবর্ত্তনের অবস্থানুসারে গ্রহাদি-গ্রহগণের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর সকল অংশে সমানভাবে পতিত হয় না, তজ্জন্যই দেশভেদে ফল তারতম্য হয়, তদ্রূপ পাত্রভেদেও ফল তারতম্য হয়। যেমন পৃথিবীর বিষুবৃত্তে সূর্য্যকিরণ সম্পাতের ফলে গ্রীষ্মাধিক্য এবং মেরুপ্রদেশে কিরণসম্পাত, ঘটিলেও শৈত্যাধিক্য অনুভূত হয়, যেমন মণি বা কাচখণ্ডে সূর্য্যরশ্মির উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু মৃত্তিকাতে হয় না, সেইরূপ দেশ ও পাত্র ভেদে ফল তারতম্য অনিবার্য্য। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য। প্রাচীন কবিগণ এই সমস্ত ভাবধারা একত্রিত করিয়া অলৌকিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান রহস্যের কূট-জ্ঞান ভেদ করিয়া জগতে অমৃতের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন,—ইহা যে অতি সত্য তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই। আজকাল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সূর্য্যলোকে রেডিয়ম নামক পদার্থ অনেক পরিমাণে আছে, তাহা আমাদিগের দুরারোগ্য ব্যাধি নাশে সমর্থ। কিন্তু বহুপূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, "আরোগ্যং ভাস্করাদিবেচ্ছেৎ।" শুধু সূর্য্য রশ্মিতে আরোগ্যকরী রেডিয়ম পদার্থের প্রাচুর্য্য আছে দেখিয়া প্রাচীন ঋষিগণ সূর্য্যোপাসনায় দুরা-রোগ্য ব্যাধি প্রশমিত হয় বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পাশ্চত্য শিক্ষার মহাকূপে আবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যদি দেশের ধনকুবেরগণ মৌলিক গবেষণা দ্বারা জ্যোতিষ চর্চ্চার সুযোগ প্রদান করেন, ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের ন্যায় এদেশেও নব নব আবিষ্কার করাইতে উদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এবিষয়ে উদা-সীন। তাই আমি উপসংহারে বলিতেছি যে, "বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনী" বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনভাব প্রকাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বঙ্গদেশের জ্যোতির্ব্বিদ-গণকে আহ্বান করিয়া গণিত ও ফলিত জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্কিম-স্মৃতি-পূজার প্রকৃত অনুষ্ঠান করা হইবে।

ছত্র-ভঙ্গ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির সম্মুখ।

(শ্রীকৃষ্ণ।)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রলয় পয়োধিচ্ছাস সম ভীম বলে
উথলিল কুরুক্ষেত্রে যে রণ সাগর,
কত কত রাজ্য, রাজা; প্রকৃতি নিচয়,
প্রবেশিল সবে তার করাল জঠরে ;
বিকট বিহরে শান্তি ধরার রোদন
তবু উঠে, নাহি টুটে মোহের বন্ধন,
মানবের কর্ম্ম ফের না হয় মোচন,
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব যেদিকে নেহারি,
না হেরি ক্ষত্রিয় গর্ব্ব উন্নত পতাকা,
উন্মূলিত ক্ষত্রিয় শোণিত নদবেগে,
একা জাগে তার মাঝে মৈনাক সমান
উদ্ধত পাঞ্চাল ধ্বজা বিজয় গৌরবে,
হবে চূর্ণ রৌদ্র তেজা অশ্বত্থামা হাতে,
তবে যদি সাথে নাহি রহে ভীমার্জ্জুন ;
জীয়ে দুর্য্যোধন পূর্ণ পাপ মূর্ত্তিমান—
মধ্য ভগ্ন তক্ষক উগারে বিষরাশি—
তাহে মিলি দ্রোণী প্রতিহিংসা হলাহল
দহিবে প্রবল পাঞ্চাল সোমকগণে।
হে দারুক !

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

(দারুকের প্রবেশ।)

দারুক। কোন্ কার্য্য এবে নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। আন দ্বারে সাজায়ে স্যন্দন এইক্ষণে,
অদূরে পর্ব্বতোপরি নৃপতি শিবিরে
পাঞ্চালীরে ভেটিব পাণ্ডব সনে ত্বরা,
কহ ধর্ম্মরাজে বীর!

(দারুকের প্রস্থান।)

দ্রৌপদেয়গণ!
না করি বারণ কার্য্য শ্রোত ভীমগতি,
সংহার লীলায় বলে স্থাপিতে ধরায়
প্রেমের পালন, অবতরি সত্যে হরি
ধরি এ সংসার, হরিবারে দেব ভার,
যাদব কুল সংহার মহা প্রয়োজন,
নির্ব্বিকার নারায়ণ হেরিব নয়নে
ভুভার হরণে তমগুণে নিমগণ,
সংহারে ত্রিশূলী হবে, যুগলয় ভবে
প্রবেশিবে কলি রবে ধর্ম্মের শাসন,
হরি বলি হেলায় তরিবে জগজ্জন।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

(ডাকিনীদ্বয়।)

১ম ডাকি। চল চল চলরে ত্বরা যাই চলে ঐ মাঠে
রক্ত খাব সরা সরা
মাংসে হবে উদর ভরা
বসা গুলো রসা রসা লাগ্‌বে ভাল চাটে।

২য় ডাকি। শোর উদরে দিতে তোর ছাই গুলো না আঁটে
দিন্ আঠারো গেল কেটে
শ্যাল গুলো সব চেটে চেটে

গরম গরম রাঙ্গা রক্তে পেট ভরেছে এঁটে
তোর কথাতে আজ হেথাতে এসেছি বেঘাটে।

১ম ডাকি। থান্‌রে বুড়ি ঠেকার মারি তোরে ভাল জানি
গরম গরম রক্ত মাংস কে দিবে তোয় আনি?

২য় ডাকি। দূর দূর দূর কল্লা রাঁড়ি
ঐ দেখনা তোর সাম্‌নে বাড়ী
ঘুমোছেলে কোলে মাগী কেঁদে কেটে সারা
মলো ভাতার শোকেতে তার হলো দিশে হারা।

১ম ডাকি। তায় কি হ'লো?

২য় ডাকি। আরে মলে মট্‌কে কচি ঘাড়
রক্ত খাব গরম গরম
মাস খাব নরম নরম
কচ্‌কচিয়ে চিবুবো তার কচি কচি হাড়।

১ম ডাকি। উঠে যদি জেগে মাগী?

২য় ডাকি। না হয় যাব সরে,
একটা গেলে লাখ্‌টা পাব
আয়না সোজা চ'লে যাব
পেট্টা ভরে রক্ত খাব কেবা মোরে ধরে
সারি সারি হাজাব বাড়ী
লাইকো পুরুষ কেবল রাঁড়ী
ঘুমো যে সে মড়ার মত কেবা তারে ডরে।

১ম ডাকি। দাঁড়িয়ে কেটা?

২য় ডাকি। বামুন সেটা বাপ্‌রে বড় রাগী।

১ম ডাকি। কি দেখ্‌ছিস চেয়ে চলনা ধেয়ে
এখান থেকে ভাগি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

অশ্ব। নীল নরকাগ্নি নিভ জিঘাংসা অনল
প্রজ্জ্বলিত হৃদে যেই, বিস্ফুলিঙ্গ তার
দেখিল কি ঐ ঘোর পিশাচিনীদ্বয়
নয়ন দ্বারেতে মোর? নতুবা কি হেতু

হেরি মোরে গেল পলাইয়া দূরে দোঁহে ?
যারে পলাইয়া তোরা, ক্ষুদ্র প্রাণী জীব !
ডাক স্বর্গে ডাক মর্ত্তে অতল পাতালে ;
পাশুপত অস্ত্র সম এই ব্রহ্মশির
ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত করিবে সবারে,
ক্ষুধা শান্তি করিবারে পিশাচিনীদ্বয়
পারে যদি নাশিবারে সুপ্ত শিশুগণে,
হৃদি মাঝে প্রতিহিংসা পিতৃ শোকানল
প্রজ্জ্বলিত নিরন্তর, নির্ব্বাপিতে তারে
হবে কি বিমুখ সুপ্ত শিবির মাঝারে।
(কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেতো বীরধর্ম্ম নহে,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম ধিক্ তারে কাপুরুষে পালে ;
নিবারিবে কেবা মোরে ? নিশিথে একাকী
পালিব প্রতিজ্ঞা শত্রু নাশি নিদ্রাঘোরে ;
হৃদয় প্রস্তুত হও সাধিতে ত্বরায়
যে তোমার অভিলাষ, উন্মুক্ত কৃপাণ
সাধিবারে ইচ্ছা তব, পাণ্ডব পাঞ্চাল
শোণিতে ডুবাও আজি, ডুবাও পৃথিবী।

কৃপ। এ হীন কৌশল তাত ! শোভে কি তোমারে ?
নিদ্রিত নিরস্ত্র ক্লিষ্ট ভয়ার্ত্ত যে জন
তাহার নিধন কভু না হয় উচিত ;
বীর পুত্র বীর তুমি, কি বুঝাব তোমা,
পিতৃ বৈরী মারিবারে প্রতিজ্ঞা তোমার,
করহ সংহার শূর সম্মুখ সংগ্রামে ;
না পালিয়া বীর ধর্ম্ম ইচ্ছা যদি মনে
বিনাশিতে সুপ্ত বৈরী ঘুমে অচেতন,
দৃঢ় বীর পণ তব, কেবা প্রশংসিবে,
ঘুষিবে অযশ তব মেদিনী মণ্ডলে ;
ক্ষান্ত হও।

অশ্ব। ক্ষান্ত হবো পিতৃঘাতি অরির সংহারে ?
হেন অনুরোধ মোরে না কর মাতুল !
মানি আমি ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা ক্ষমাশীল,
কিন্তু যবে ক্ষত্র ধর্ম্ম লইয়াছি মাগি,
পালিব তা প্রাণপণে দুর্য্যোধন তরে,
সাধিব দুষ্কর কার্য্য, নাহি দেহ বাধা,
যাও বা না যাও দোঁহে, একাকী যুঝিব,
মারিব মারিব শত্রু কহিনু নিশ্চিত,
ভীষণ ভীষণ ভাবে হৃদি উদ্বেলিত।

(সকলের প্রস্থান।)

ক্রমশঃ।

জীবন অনিত্য।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল।

কর্ত্তব্য সাধনের মধ্যেই হয়তঃ পতন হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইবার পূর্ব্বে নিহত হইলে যুদ্ধে মৃত্যুর গৌরব ও আনন্দ নিশ্চয়ই হইবে।

"On the whole life is but short, therefore be just and prudent and make the most of it."

Anrelens.

যতক্ষণ যতকাল জীবিত থাক, ততক্ষণ নির্ম্মল আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান থাক। এবং ইহজগতে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করিয়া জগৎ আলোকিত কর। জীবনের কর্ত্তব্য গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার অনুসরণ কর। মানুষের মনুষ্যত্ব আছে। সুতরাং কর্ত্তব্যপথ স্থির করিতে অক্ষম হওয়ার কারণ নাই। কার্য্যের ফলাফল সংঘটনে মানুষের হাত নাই সত্য কিন্তু কর্ত্তব্য

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নির্দ্ধারণে মনুষ্যের স্বাভাবিক—ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা আছে। কর্ত্তব্যের সহিত ধর্ম্মের নিত্য অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।

মানব হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ সৃষ্টিকর্ত্তা রোপন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহার উৎকর্ষসাধন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্ণয় করা সহজ। কর্ত্তব্যানুসরণ দ্বারা জীবন উন্নত ও পবিত্র হইলে তাহার প্রকৃত ধ্বংস নাই। রক্ত মাংসময় শরীর নষ্ট হইলেও সে জীবন যেন স্বর্গীয় আত্মার ন্যায় চিরস্থায়ী হয়। তাহার সুগন্ধি চিরকাল ইহ-জগতে সুগন্ধ বিতরণ করিতে থাকিবে। এবং তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি চিরকাল এই সংসারে আলো প্রদান করিতে থাকিবে।

"How short is human life, swift gliding on
It glimmers like a meeter and is gone
Yet here high passions high desires unfold
Prompting to noblest beebs; he e links of golb
Bind soul to soul and thoughts divine inspire
A thirst unquestionable, a holy life
That will not, cannot (but with life,) enpor."

Rogers.

করনা সুখের আশ পরোনা দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তো নয়।
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়॥

৺হেমচন্দ্র।

নৈরাশ্য।

নৈরাশ্য বড়ই জীবন ক্ষয়কারী। সংসারে সুখ দুঃখ মানবজীবনের নিত্যসঙ্গী। কখন বা সুখ কখন বা দুঃখ, কখন বা তৃপ্তি কখন বা অতৃপ্তি, কখন বা আলোক কখন বা আঁধার। কিন্তু দুঃখে চিত্তের অবসাদ ও নৈরাশ্যের আবির্ভাব অতি কম ব্যক্তিই এড়াইতে পারে। নৈরাশ্যে হৃদয় আঁধার করিয়া ফেলে, চিত্ত অবসন্ন করিয়া দেয় এবং আয়ুক্ষীণ করিয়া থাকে। নৈরাশ্যে হৃদয় মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক করিয়া ফেলে।

"অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরেরে।
কেনরে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়েরে॥"

হতাশ চিত্তের এই বিষাদ কালিমাময় অবস্থার প্রতিবিধান যথেষ্ট। যাহারা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক তাহারা ইহার প্রতিবিধান যথেষ্ট খুঁজিয়া পাইবে। ভগবদ্ভক্তি রূপ জলে সদা হৃদয় অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে আর হৃদয় নৈরাশ্যের প্রবল ঝটিকাতেও শুষ্ক হইবে না। প্রতিভাশালী ব্যক্তি কখনও নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোল্ডস্মিথের জীবনচরিত আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। গোল্ডস্মিথ ঋণজালে জর্জ্জরিত, অর্থাভাবে প্রপীড়িত, পাওনাদারের তাগাদায় লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অদম্য সাহস ও উৎসাহের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কত সুন্দর সুন্দর কাব্য ও গ্রন্থাদি লিখিয়া অতুল কীর্ত্তি ও যশ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে জগতের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। তিনি নৈরাশ্য সলিলে অবসন্নভাবে ভাসিতে থাকিলে এরূপ পারিতেন কি? আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেলের অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি পদে পদে নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে প্রপীড়িত হইয়াছেন তথাপি তিনি অদম্য সাহস ও উৎসাহের সহিত জীবনের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যই অতুল যশ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

এই সম প্রকৃতি সম্পন্ন দুইজন কবির জীবন বৃত্তান্ত দৃষ্টে দেখা যায় প্রতিভাশীল ব্যক্তিগণ কখনও নৈরাশ্যে ম্রিয়মান্ হন্ নাই। কর্ম্মবীর কেহই নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়া যান নাই। দুর্জ্জয় সাহসে ভর করিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। লর্ড ক্লাইভ্ কি করিয়াছিলেন? তিনি একদা নৈরাশ্যের কুহকজালে আবদ্ধ হওয়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়া—আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাহা করা হইল না তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"I am reserved for something great." বাস্তবিক অতি সুবৃহৎ কার্য্যের জন্যই ভগবানের কৃপায় তাহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনিই একপ্রকার ভারতে এই সুবিশাল ইংরেজ রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। পলাশীক্ষেত্রে গভীর গর্জ্জনে ও প্রাণোদ্দীপক উৎসাহে তিনি যে রণবাদ্য বাজাইয়াছিলেন তাহার ফলেই তিনি এই সাম্রাজ্য স্থাপনের একজন প্রধান সাহায্য স্বরূপ অদ্যাপিও পরিগনিত হইতেছেন।

তট ও তটিনী।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

১

তটের তো কঠিন হৃদয়
নাহি বোঝে তটিনার তান
তাই তারে করে অনাদর
তাই তারে করে প্রত্যাখ্যান।

২

তটিনীর কোমল পরাণ
হৃদি তাহার স্নেহের নিলয়
পথে তার যেই জন পড়ে
বক্ষে তার সেই স্থান পায়।

৩

পরহিতে দানিতে পরাণ
শিখিয়াছে তটিনী যেমন
ধরা মাঝে করিতে তেমন
বল দেখি জানে কয়জন ?

৪

বারিরাশি সতত সিঞ্চনে
দিয়ে তটে শস্য রাশি রাশি
ফলে শস্যে সাজায়ে তাহারে
মুছে দেয় তায় স্বরগের হাঁসি।

৫

কত যুগ-যুগান্তের কীর্ত্তি
তটদল লীলাভূমি যার
কুলুতানে গাহিয়া সে কীর্ত্তি
তুলি শূন্যে মধুমাখা স্বর।

৬

এতেও যে তটের হৃদয়
তিলেকের তরে নাহি হয় আন
সদা তারে করে অনাদর
সদা তারে করে প্রত্যাখ্যান।

৭

কিন্তু হায় প্রেমের উচ্ছ্বাস
রোধিবারে সাধ্য আছে কার
সে যে দৃঢ় প্রস্তরের বাঁধ
ভেঙ্গে চুরে করে চুরমার।

৮

ফের পুনঃ অধীরা তটিনী
ধাইল সবেগে তটের পানে
উদ্বেলিত সে প্রেম উচ্ছ্বাস
নারে তট ঠেলিতে চরণে।

৯

নারিল সে রাখিতে নিজেরে
নদী বুকে গড়িল ঢলিয়া
নদী তায় আকরিয়া ধরি
রাখে বুকে সুখেতে চাপিয়া।

১০

অনন্ত সে প্রেমের আবেগে
গলে গেল সে প্রেমের স্রোতে
অণুর অণু হয়ে অবশেষে
মিলে র'ল তটিনীর হৃদে।

১১

অনুতাপে দগ্ধশীল তটের হৃদয়
তবেত বুঝিল ক্রমে তটিনীর প্রেম
কতই উদার সে কতই মহান
পরাণে অমিয়া কত ঢালে অবিরাম।

১২

স্রোতস্বিনী ! দেবী তুমি প্রেমের রাণী
পূতজলে ধৌত করি জীবনের কালী
তারকা খচিত নীল নভোমণ্ডল
রেখো মানবের হৃদি সদা দীপ্তিশালী।

ছাগলের উপকারিতা।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্ন।

গৃহপালিত পশুগণের মধ্যে গোজাতির স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, ছাগজাতির প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত অল্প নহে, বরং বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর শারীরিক ও আর্থিক অবস্থানুসারে কতকগুলি বিষয়ে ইহাদের শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদিত হয়।

আর্য্যঋষিগণের মতে ছাগল ক্ষয়রোগের প্রতিষেধক ; মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন,—"অজাশকৃন্মূত্র পয়োঘৃতাস্থঙ্মাংসালয়ানি প্রতিসেবমানঃ। স্নানাদি নানাবিধিনা জহাতি মাসাদশেষং নিয়মেন শোষং।" ক্ষয়রোগী, ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, ছাগরক্ত ও ছাগমাংস ব্যবহার করিলে ও ছাগলের সহিত বাস করিলে এবং স্নানাদির নিয়ম যথাবিধি পালন করিলে, একমাসের মধ্যে সর্ব্ববিধ ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইবে।

ছাগদুগ্ধের গুণ।—ইহা কষায়-মধুরস, শীতল, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক, জ্বর, কাস, ক্ষয়রোগ, যকৃৎবিকৃতি, রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারে উপকারক এবং বলবর্দ্ধক। ইহাতে ছানার অংশ অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া শিশু যকৃৎরোগে এবং অন্যান্য পাকযন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাধিতে ইহা উৎকৃষ্ট পথ্য।

রোগ নিবারণার্থ ব্যবহার ;—/৵০ পোয়া পরিমাণ ছাগীদুগ্ধে ১ তোলা বেলপাতার রস মিশাইয়া সেবন করিলে জ্বর, অর্দ্ধহটাক জামপাতার রস মিশাইয়া খাইলে রক্তামাশয় বা রক্তাতিসার, ২ তোলা দূর্ব্বাঘাসের রস সহ খাইলে রক্তপিত্ত সত্বর আরোগ্য হয়। কালতিল বাটা ১ তোলা, শতমূলীর রস ২ তোলা ছাগীদুগ্ধ /৵০ পোয়া ও কিছু চিনি একত্র করিয়া খাইলে অর্শের রক্তস্রাব একদিনেই বন্ধ হয়।

ছাগীদুগ্ধ /৵০ পোয়া, জল /৷৵০ পোয়া ও অশোক ছাল ২ তোলা একত্র করিয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া সেই দুগ্ধ খাইলে ২ দিনেই রক্তপ্রদরের প্রবল রক্তস্রাব বন্ধ হয়। উক্ত নিয়মে অশোক ছালের পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধামূল পাক করিয়া সেবন করিলে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও আপৌরুষ আরোগ্য হয়।

রোগে পথ্যরূপে ব্যবহার।—যকৃৎরোগে, সমান পরিমাণ ছাগীদুগ্ধ ও বার্লির জল ও প্রতি সেরে /০ আনা পরিমাণ পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য।

রক্তাতিসার ও টাইফরেড্ জ্বরের রক্তস্রাব অবস্থায় বেলশুঁঠের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ ভাগ, ছাগীদুগ্ধ ৪ ভাগ ও জল ১২ ভাগ উত্তমরূপে ফুটাইয়া সেব্য।

শোথ, উদরী ও প্লীহারোগে।—ছাগীদুগ্ধ ৮ ভাগ আতপ চালচূর্ণ ১ ভাগ, মান চূর্ণ ১ ভাগ, জল ৮ ভাগ পাক করিয়া সেব্য।

বহুমূত্র রক্তাল্পতায়।—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ১ ভাগ দুগ্ধ ৮ ভাগ জল ১ ভাগ পাক করিয়া সেব্য।

এতদ্ব্যতীত গোদুগ্ধের ন্যায় সাবু খই প্রভৃতির সহিত খাওয়া যায়, সর্ব্বাবস্থাতেই জ্বাল দিয়া খাইবে।

ছাগ দধির গুণ।—স্বাদ—অম্লমধুর ও কষায়। উষ্ণবীর্য্য, মধুর বিপাক ও লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত' হাঁপ, কাস, বাত, কফ ও অর্শনিবারক।

দুগ্ধজাত মাখন।—অতিশয় বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্ষয়কাশ ও নেত্ররোগের শান্তিকারক।

দুগ্ধজাত ঘৃত।—অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, রসায়ন, রাজযক্ষ্মা, কফ ও চক্ষুরোগের প্রশমক। ঘোল ; বয়ঃসংস্থাপক, ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও লঘুপাক, অর্শ, গ্রহণী, শূল, শোথ, রক্তাল্পতা, যকৃতেরপীড়া ও পাণ্ডুরোগে উৎকৃষ্ট খাদ্যৌষধ।

ছাগ মাংসের গুণ।—ইহা লঘু স্নিগ্ধ সর্দ্দি ও ত্রিদোষনাশক, সহজপাচ্য, অদাহি রুচি, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অপ্রসূতা ছাগী মাংস।—পীনস কাস ও যক্ষ্মানাশক।

কচি পাঁঠার মাংস।—যক্ষ্মারোগনাশক, অতি লঘুপাক, অতিশয় বলবর্দ্ধক ও ক্ষুধাকারক এবং সুস্বাদু। খাসির মাংস,—কফজনক, গুরুপাক, বল ও মাংসবর্দ্ধক এবং বায়ুপিত্তনাশক। ছাগের অণ্ড, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

ছাগমূত্র।—আগ্নেয়গুণ বিশিষ্ট কুষ্ঠ, ও শ্লীপদরোগে উপকারক ও ক্রিমিনাশক এবং ভূমির উৎকর্ষতা বিধায়ক।

ছাগবিষ্ঠা।—বেদনা নিবারক, আঘাত জনিত বেদনা হইলে খাসির নাদি ও আতপ চাল, মনসা সীজ পোড়া, জল সহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর বেদনার উপশম হয়। ইহাও ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধক।

ছাগপালন মোটেই ব্যয়সাপেক্ষ নহে—আমাদের দেশে অনেক নিরন্ন ছাগ-পালন করিয়া অন্নের সংস্থান করে। ছাগল কিনিতেও দাম বেশী লাগে না। ৫।৬ টাকা মূল্যেই একটি উৎকৃষ্ট দেশীয় ছাগল পাওয়া যাইতে পারে। একটি ছাগল পুষিলেই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ১২।১৪টি ছাগল হইবে, ইহাদের প্রদত্ত দুগ্ধ একটি সংসারের আবশ্যকীয় দুগ্ধের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ সাধারণতঃ একটি দেশী ছাগলে দৈনিক ন্যূনকল্পে ⁄॥০ সের করিয়া দুগ্ধ দিয়া থাকে, কলাইয়ের ভূষি, বাবলার ফল, লাউ ও পুঁইসিদ্ধ, গুলঞ্চ প্রভৃতি খাইতে দিলে ঐ একটি ছাগল হইতেই দেড়সের বা সাতপোয়া দুগ্ধ অনায়াসেই আদায় করিতে পারা যায়। গোরুর ন্যায় ছাগলকে বাঁধিয়া খাইতে দিতে হয় না,—ইহারা চরিয়া খাইয়া পেট ভর্ত্তি করে অথবা যদিই বাঁধিয়া পুষিতে হয়, তাহাতেও কিছুমাত্র খরচ নাই; কতকগুলি গুলঞ্চের লতা, বটপাতা, অশ্বত্থপাতা প্রভৃতি সহজলভ্য বনজ লতাপাতা আনিয়া দিলেই যথেষ্ট।

ছাগপালনে কপর্দ্দকমাত্র খরচ নাই, অথচ ইহার দুগ্ধ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ত্যাগীর খাদ্য, ইহার মাংস খুব মরণাপন্ন রোগীর বলকারক পথ্য, মাংসের ঝোল ভোগীর রসনাতৃপ্তিকর।

বক্তব্য;—আমাদের দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধাভাবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, দেশের লোক একেই দরিদ্র দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পায় না, তথাপি স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রত্যাশায় বুকের রক্ত—পয়সা দিয়া বিষস্বরূপ অজ্ঞানিত রুগ্নপশুর দুগ্ধ —ভেজাল ঘৃত ও মাংসাদি খাইয়া যেরূপ যক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থেরই ছাগপালন একান্ত আবশ্যক।

ইচ্ছাবতীর বিবাহ।

(বিলাতী গল্প)

বিবি সিসিলিয়া এক পশমের কুটীর কারিকরের স্ত্রী। কারিকরের নাম হুচিন্ জেমিসন্। বিবাহ হইয়াছে পাঁচবৎসর, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সিসিলিয়া

একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে বিলক্ষণ প্রণয়, বিলক্ষণ সদ্ভাব; কিন্তু এক এক সময়ে সিসিলিয়াকে একটু একটু বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল দৃষ্ট হয়; পতি যখন নিকটে থাকে না, সেই সময় সেই বিষণ্ণতা আইসে।

সিসিলিয়ার পিতা একজন মর্য্যাদাশালী সওদাগর; সমাজে তিনি মানের মানুষ, টাকার মানুষ। পুত্র সন্তান হয় নাই, একটি মাত্র কন্যা; সেই কন্যাই ঐ সিসিলিয়া। জেমিসনের সহিত সিসিলিয়ার যখন কোর্টশিপ হয়, সিসিলিয়ার পিতা তখন প্রথমে সে বিষয় জানিতে পারেন নাই, মাসেক দুই মাস অতীত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার কর্ণগোচর হয়, কন্যাকে ডাকিয়া তিনি বলেন, "কি কার্য্য করিয়াছ? যাহার সহিত পরিণয় সম্বন্ধ করিতে তুমি ব্যগ্র, তাহাকে আমি জানি, তাহার বংশ পরিচয় নাই, সংসার গুজরাণের উপযোগী ধন সম্বল নাই, সমাজের লোকে তাহাকে চিনিতেই পারে না। তুমি যখন খুব ছোট, সেই সময় ঐ জেমি-সন আমার কাছে একটি চাকরি চাহিতে আসিয়াছিল, বংশ পরিচয় বলিতে অক্ষম হওয়াতে আমি তাহাকে চাকরি দিতে স্বীকৃত হই নাই। সেই অজ্ঞাত কুলশীল নিঃসম্বল লোককে তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? লজ্জার কথা। তাহাকে তুমি বিবাহ করিলে জন সমাজে আমার মাথা হেঁট হইবে। ইচ্ছা তুমি সম্বরণ কর, সে লোককে আর তুমি বাড়ীতে আসিতে দিও না। কিসের সুপারিস্? কেবল একটু রূপের চটক আছে, তাহাই কি আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার সুপারিস হইতে পারে? পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর।"

ধনবান গর্ব্বিত সওদাগর এইরূপে কন্যাটিকে বিস্তর বুঝাইলেন, সিসিলিয়া নতবদনে নিরুত্তর। পিতা মাতার একমাত্র কন্যা, বড় আদরিণী, তাহাতে আবার ইচ্ছাবতী। (বিলাতী বিবাহে কোন কন্যাই বা ইচ্ছাবতী নয়?) কন্যার মৌনাবলম্বনে সওদাগর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কৌশল করিয়া তিনি স্বয়ংই জেমিসনকে তাড়াইবেন।

সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, জেমিসন আসিতে ছাড়িল না; দুই সপ্তাহ গেল, জেমিসনের গতিবিধি সমভাব। বাটীর সংলগ্ন প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণের সময় সিসিলিয়া একদিন জেমিসনকে বলিলেন, "তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, পিতার সে বিষয়ে মত নাই, তিনি আমারে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন। উপায় কি করা যায়? প্রাণের সহিত তোমারে আমি ভালবাসিয়াছি, চিরকুমারী হইয়া থাকিব, তাহাও বরং ভাল, তথাপি তোমারে ছাড়া আর কাহাকেও আমি বিবাহ করিতে পারিব না। কুল-গৌরবের খাতিরে পিতার অমত, আমি কিন্তু

কুল-গৌরব গ্রাহ্য করি না; তোমারেই আমি চাই উপায় কি করা যায়?"

জেমিসন বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি বড় মানুষের কন্যা, আমি সামান্য লোক, হতাশ হওয়া ভিন্ন আর কিছুই ত আমার বুদ্ধিতে যোগায় না। উপায় যদি কিছু থাকে, তুমি নিজেই সেটা ঠাওরাও।"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া সিসিলিয়া বলিলেন, "একটিমাত্র উপায় আছে; পিতার অভিপ্রায় শুনিতে শুনিতেই সে উপায়টি আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি।"

সাগ্রহে জেমিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি প্রিয়তমে! কি সেই উপায়?"

সকৌতুকে সিসিলিয়া উত্তর করিলেন, "Elopement, তোমারে লইয়া রাত্রি কালে আমি পলাইয়া যাইব।"

উদ্বিগ্ন হইয়া জেমিসন বলিলেন, "চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িবে। এত বড় বাড়ী, এত লোকজন, ইহার ভিতর হইতে পলাইয়া যাওয়া কি সহজ কথা?"

তরিত্বস্বরে সিসিলিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার, আজকে আমি সহজ করিয়া লইব। তুমি এককর্ম্ম করিও, আগামী শনিবার রাত্রি দুইপ্রহরের পর তুমি একখানা ঠিকা গাড়ী আনিয়া আমাদের বাগানের পশ্চিম ফটকের বাহিরে একটু দূরে দাঁড় করাইয়া রাখিও, আমি জাগিয়া থাকিব; কাণ পাতিয়া শুনিয়া যখন তুমি বুঝিবে, বাড়ীর সমস্তই নিস্তব্ধ, ঠিক সেই সময় মিহি আওয়াজে একবার একটি বাঁশী বাজাইও। আমি প্রস্তুত হইয়াই থাকিব; বাগানের দিকের গবাক্ষ দণ্ডে একগাছা মোটা দড়ি বাঁধিয়া বাহির দিকে ঝুলাইয়া রাখিব, বাঁশীর আওজ শুনিবামাত্র সেই দড়ি বাহিয়া ঝুলিয়া বাগানে নামিব; আমাদের বাগানের ফটকে চাবি দেওয়া থাকে না, কেবল অর্গল বদ্ধ থাকে, সাবধানে অর্গল খুলিয়া আমি রাস্তায় বাহির হইব; আমার অঙ্গে শ্বেতবস্ত্র আর্চ্ছাদন থাকিবে; ফটকের পার্শ্বে তুমি প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া থাকিও, শ্বেতবস্ত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে আমি; নির্ভয়ে আমার হাত ধরিয়া তুমি গাড়ীতে তুলিয়া লইও, মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্য ফর্শা হইয়া যাইবে। বুঝিয়াছ ফিকির।"

কতক আহ্লাদে, কতক সন্দেহে, কতক ভয়ে জড়িভূত হইয়া জেমিসন বলিয়াছিলেন, "বুঝিয়াছি।"

সেই দিনের ঐ পর্য্যন্ত পরামর্শ। তাহার পর শনিবার আসিল, রাত্রি দুই প্রহর বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি বাঁশীর আওয়াজ হইল, সিসিলিয়াসুন্দরী মুখে যাহা

বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিলেন; জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, মাতা পিতার স্নেহ বন্ধন ভুলিয়া, অন্তরস্থ ভাল বাসার খাতিরে হাসিতে হাসিতে জেমিসনের সহিত পলায়ন করিলেন।

সেই সিসিলিয়া এই সামান্য কুটীর কারিকরের পত্নী। তাঁহার পিতা তৎপর দিন প্রাতঃকালে কন্যাকে গৃহে না দেখিয়া, শয়ন কক্ষের গবাক্ষে রজ্জু লম্বিত দেখিয়া, নিঃসন্দেহে স্থির করিয়াছিলেন, আদরিণী কন্যাটি সেই নগণ্য জেমিসনের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। জেমিসনকে তিনি দুই একবার চক্ষে দেখিয়া ছিলেন, জেমিসন কোথায় থাকে, কোথায় তাহার বাড়ী, কোথায় কি কাজ করে, কিছুই জানিতেন না; অনেক অন্বেষণ করিলেন, অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুই সন্ধান পাইলেন না; কাজে কাজেই দুঃখ সম্বরণ করিয়া কন্যার অনুসন্ধানে নিচেষ্ট রহিলেন।

বিলাতে এইরূপ ভালবাসা নাগরের সহিত ভালবাসা কুমারীর পলায়নের (ইলোপ্‌মেণ্টের) গল্প অনেক আছে। সিসিলিয়ার নূতন নহে।

আমরা বলিয়াছি, পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষে সুখে আছে, সিসিলিয়ার একটি পুত্র হইয়াছে। তবে কি বুঝিতে হইবে চিরদিন ঐরূপ সুখে গিয়াছিল? না,—বিপরীত দাঁড়াইয়াছিল।

বিলাতের শ্রমজীবীদলের অনেক মাতাল দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহারা প্রাণই মাতাল; পশমের কুটীর কারিকর জেমিসন নিত্য রাত্রে মদ খাইত, জানিতে পারিয়াও সিসিলিয়া কিছু বলিতেন না; সিসিলিয়া নিজে যখন মদ খান নাই, মদের উপর তাহার ঘৃণা ছিল, তথাপি নিজের নির্ব্বাচিত ভালবাসা পতির মদ্যপানে তিনি আপত্তি করিতেন না; আরও এক কারণ—জেমিসন কোন দিন বেয়াড়া মাতাল হইত না।

পিতৃ গৃহ হইতে পলায়নের সময় কুমারী সিসিলিয়া কয়েকখানি মূল্যবান অলঙ্কার আর অনেকগুলি মোহর সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। জেমিসন তাহা জানিত, কিন্তু মোহরের সংখ্যা কত, তাহা জানিত না। কোর্টশিপের সময় হইতে জেমিসন আদর করিয়া সিসিলিয়াকে শিশু বলিয়া ডাকিত, সিসিলিয়া এক্ষণে ছেলের মা, তবুও জেমিসনের মুখে সেই সম্বোধন বজায় আছে। একদিন অবসর ক্রমে সিসিলিয়াকে নিকটে বসাইয়া জেমিসন বলিল, "শিশু! চাকরীতে আর চলে না। একাকী ছিলাম, সামান্য কুটীরে বাস করিতাম, কেহই দেখা করিতে আসিত না, এক রকমে চলিয়া যাইত। এখন তুমি এত বড় বাড়ী ভাড়া লইয়াছ, চাকর

দাসী রাখিয়াছ, দেওড়ীতে দ্বারপাল বসাইয়াছ, ঘরে বাহিরে গ্যাস জ্বালাইতেছ, ক্রমশই খরচ বাড়িতেছে। তোমার টাকা আছে সত্য, কিন্তু স্ত্রীলোকের সম্বল ঐ রকমে খরচ হইয়া যায়, সেটা ভাল নয়, আমার পক্ষেও লজ্জা। আমি একটি কারবার খুলিতে ইচ্ছা করি। মূলধনের অভাবে—"

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই সিসিলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত ?"

জেমিসন বলিল, "অতি কম পাঁচ হাজার !"

সিসিলিয়া বলিলেন, "কারবার যদি ভাল হয়, ভাল রকম যদি চলে তবে সেই পাঁচ হাজার আমি দিব। কল্যই যদি আবশ্যক হয়, কল্যই দিতে পারি।"

সূত্র পাইয়া জেমিসন একটা কারবারের নাম করিয়া অনেক কথা বাড়াইয়া বলিল, পরদিন সরলা সিসিলিয়া পাঁচ হাজার গিনি গুনিয়া দিলেন।

একমাস বেশ গেল। তাহার পর হইতেই ক্রমশ জেমিসনের ভাবান্তর। মদিরার মাত্রা বাড়িল, অনেক রাত্রে বাড়ী আসা আরম্ভ হইল, স্নেহবতী পত্নীর প্রতি দুই পাঁচটা রুক্ষবাক্য প্রয়োগও বাকি রহিল না। তিন মাস গেল, মন্দ দিকে ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি। সিসিলিয়ার মনে মনে একটু একটু সন্দেহ আইসে, ভালবাসার জোয়ারের টানের মুখে সে সকল সন্দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভাসিয়া যায়।

ছয়মাস কাটিল। মধ্যে মধ্যে পাঁচ সাত রাত্রি বাড়ীতে জেমিসন গর হাজির। সরলার মনে কত রকম সন্দেহ হয়, মনেই বিলিন হয়, বাহিরে কিছুই প্রকাশ পায় না, স্বামীর প্রতি সমান আদর যত্ন। সমান যত্নে স্বামী সেবা। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, এই যে একটা কথা আছে, ছয়মাস পরে ঠিক তাহাই ঘটিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক সেই বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিল, "জেমিসন সাহেব এই বাড়ীতে থাকেন ? হচিন্ জেমিসন ?"

দ্বারপাল বলিল, "থাকেন, কিন্তু এখন বাড়ীতে নাই। মেম সাহেব আছেন।"

মেম সাহেব তখন উপরের জানালায় দাঁড়াইয়া উহাদের প্রশ্নোত্তর শুনিতে ছিলেন, একজন দাসী পাঠাইয়া সেই স্ত্রীলোককে উপরে লইয়া গেলেন, দস্তুরমত শিষ্টাচারে অভ্যর্থনা করিয়া সখীভাবে তাহাকে নিকটে বসাইলেন। আগন্তুকা রমণীর মুখখানা লাল, চক্ষু লাল, দুই চারিটা কথার ভাবে প্রকাশ পাইল, মেজাজটাও রুক্ষ। রুক্ষস্বরে উচ্চকণ্ঠে বিনা প্রশ্নে সে বলিতে আরম্ভ করিল,

জেমিসন তোমার স্বামী সে এখন কোথায় ? যেখানে চাকরি করিত, তত্ত্ব লইয়াছি, সেখানে আর থাকে না, চাকরিটা ছাড়িয়া দিয়াছে ; নূতন একটা কারবার করিবে শুনিয়াছিলাম, সন্ধানে জানিয়াছি, সেটাও মিথ্যা কথা, নিত্য রাত্রে আমার বাড়ীতে গতিবিধি করিত, আজ দশদিন সেটাও বন্ধ করিয়াছে, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কোথায় সে ?

স্থির কর্ণে কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, সতী সিসিলিয়া বিষন্ন বদনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, মৃদুস্বরে শেষে বলিলেন, "এখন কোথায়, তাহা আমি জানি না, আসিতে অনেক রাত্রি হয়, নূতন কারবারের ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত, এই কথাই আমাকে বলেন।"

কুপিতা সর্পিণীর ন্যায় তিরস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশভাষিনী একটু বজ্জাতি হাসি হাসিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ীতেই তাহার নূতন কারবার। আমি একজন জাহাজী কাপ্তেনের স্ত্রী, স্বামী এখন পরলোকে গেই সন্ধান পাইয়া জেমিসন আমাকেই আশ্রয় করিয়াছিল, কতই ভালবাসা জানাইয়াছিল, আমার কাছে তোমার কতই নিন্দা করিয়াছিল। সে সব কথা যাক, এখন আমি বিদায় হই, তোমার স্বামী এখন আর কোথায় নূতন কারবার ফাঁদিয়াছে তত্ত্ব করিগে।"

দ্রুতপদবিক্ষেপে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিণী দুম্ দুম্ শব্দে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া গেল, ফটক পার হইবার অগ্রে দারবানকে বলিয়া গেল, "তোর মনিবকে বলিস বিবিহারকিউলা।"

সর্পিণী বিদায় হইবার পর সিসিলিয়ার বিষম চিন্তা। একবার অনুকূল, একবার প্রতিকূল ; কাকে বিশ্বাস কাকে অবিশ্বাস। মন অত্যন্ত অস্থির। জেমিসন বিশ্বাস ঘাতক হইবে আমার টাকাগুলি ফাঁকি দিয়া লইবে, আমাকে বঞ্চনা করিয়া অপরা রঙ্গিণীর প্রণয়ে মজিবে ;—অসম্ভব। মাতাল হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইতেছি, অনেক রাত্রে ঘরে আসে, মাঝে মাঝে আসে না, তাহাও দেখিতেছি, অকারণে আমারে কটুবাক্য বলে তাহাও শুনিতেছি, কিছুই আমি বলি না সমস্তই সহ্য করিতেছি। কারবারের কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা ? সত্যই কি জেমিসন পরপ্রেমে আসক্ত ? একেবারেই কি স্বর্গ হইতে নরক ?

অবলা সাধ্বীসতীর অনুক্ষণ এইপ্রকার নানা চিন্তা। তিনদিন গেল, তিনদিন জেমিসন অনুপস্থিত। চতুর্থ রজনীতে এগারটা বাজিবার পর জেমিসন আসিল, টল্ টল্ মাতাল ; নিতান্ত বেহুস নয়, কথা কহিতে পারে দু-একটা জ্ঞানের কথাও

বাহির হয়; আসিয়াই সিসিলিয়ার একখানি হাত ধরিয়া অতি গম্ভীর কর্কশস্বরে গর্জ্জিয়া বলিল, "এত বড় অহঙ্কার ?—টাকার অহঙ্কার কি এতই প্রবল ? সব প্রতারণা মুখে ভালবাসা, অন্তরে বিষ। আমাকে লুকাইয়া টাকা সঞ্চয় কাহার জন্য সঞ্চয় ? গুপ্ত কামরার গুপ্ত লোক আছে, বুঝেছি আমি সব, ওদিকে আমার কারবার মাটী হয়। রাত্রি প্রভাতে দশহাজার টাকা না দিলে আমি পথের ভিখারী হব, এখনি আমার দশহাজার টাকা চাই! না দিলে আমার হাতে তোর নিস্তার থাক্‌বে না, ঘরের জিনিষপত্র সব পোর্দ্দারের দোকানে দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে ঘরে দোরে আগুণ লাগিয়ে চলে যাব।"

ঠাণ্ডা করিবার জন্য সিসিলিয়া বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না, আগ্রহতা বরং আরও বাড়িল, পকেটে ব্রাণ্ডির শিশি ছিল বাহির করিয়া একমনে সমস্ত গলায় ঢালিয়া বার বার ভূমে পদাঘাত করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে গর্জ্জন করিতে লাগিল, বার বার টাকা চাহিল, বার বার নীরপরাধিনীর হাত মুচড়াইয়া "চাবি দে! চাবি দে!" বলিয়া বেজায় গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া পতিব্রতা কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগে মাতালকে একখানি কৌচের উপর শয়ন করাইলেন; বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঝাকিয়া উঠিয়া মাতাল আবার ভুতলে পা ঠুকিতে ঠুকিতে বিকট চিৎকার আরম্ভ করিল, "দে টাকা! দে চাবি দে আমার সর্ব্বস্ব দে।"

বিভ্রাটে পড়িয়া কম্পিতস্বরে সিসিলিয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও, আহার কর, শয়ন কর, প্রভাত হউক, হাজার গিনি আমি তোমাকে দিব।"

"হাজার গিনি, ঘোড়ার সহিসেরাও ত হাজার গিনি দিতে পারে, এক নিশ্বাসে হাজার গিনি উড়ে যায়, হাজার গিনিতে আমার কি হবে ভাগিদারেরা দেনার দায়ে কল্যই আমাকে জেলে দিবার জন্য নালিশ রুজু কর্‌বে, দশহাজারের এক ফার্দ্দিং কমে তারা আমাকে ছাড়বে না। দে দশ হাজার, দে দশ হাজার, দে দশ হাজার তা না হলে এখনি আমি তোর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেল্‌ব বুকে এক লাথি মেরে তোর ছেলেটাকেও যমের বাড়ী পাঠাব।

কিছুতেই তত টাকা দিতে সিসিলিয়া রাজী হইলেন না, মাতাল অবশেষে মরিয়া হইয়া তাহার গলায় হার ও কানের ইয়ারিং ছিনাইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে এক পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল।

সিসিলিয়ার চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িল, অভিমানিনী সতী নীরবে কিয়ৎ-

ক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন, তাহার পর পুত্রটি বুকে করিয়া শয়ন করিলেন, নিদ্রার জন্য শয়ন নহে, দুর্ভাবনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য।

ঐ ঘটনার পর পর্য্যায়ক্রমে আরও চারিদিন ঐরূপ জুলুম হইয়াছিল। শেষদিন জেমিসন বেশী মদ খায় নাই, সেদিন তাঁহার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, চাকর দরোয়ানেরা তাহাদিগকে তাড়া করাতে জেমিসন অগ্রে ছুটিয়া পালায় পশ্চাতে লোকটা আটক পড়ে হুড়াহুড়ির সময় তাহার মাথার টুপীটা উড়িয়া যায়, পরচুল গোঁপদাড়ী গালপাট্টা সংযুক্ত মুখোসটা খসিয়া পড়ে স্ত্রীলোক দেখিয়া সিসিলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, লোকেরা ছাড়িয়া দেয়, স্ত্রীলোকটা পালায়। প্রথম দিন যে স্ত্রীলোক ফটকের দ্বারপালের নিকটে "বিবিহারকিউলা" নাম বলিয়া বিদায় হইয়াছিল, ঐ সেই পুরুষবেশধারিনী হারকিউলা।

একপক্ষ পরে ডাকযোগে সিসিলিয়া একখানা চিঠি পান। চিঠিতে লেখা ছিল, "সাবধান! হচিন জেমিসন তোমাকে বিষ খাওয়াইয়া তোমার সর্ব্বস্ব লুট করিবে, সে এখন অন্য এক রমণীর প্রণয়ে মদমত্ত হস্তী; সে তোমাকে খুন করিতে পারে। সাবধান!" বন্ধুলোক।

চিঠিখানা বেনামী। সিসিলিয়ার দুর্ভাবনা অপার। আরও দু-তিনটা প্রমাণে জেমিসনের দুর্ব্ব্যবহার ও ব্যাভিচার সিসিলিয়ার শ্রবণগোচর হইল। পূর্ব্ব ভালবাসা অগাধ জলে ডুবিল স্বর্গ হইতে নরক! সিসিলিয়া অগত্যা ডাইভোর্স কোর্টের আশ্রয় লইলেন। একমাস মকর্দ্দমা চলিল, প্রমাণাদি চূড়ান্ত, ডাইভোর্স ডিগ্রী।

তিনমাস পরে সিসিলিয়া তাঁহার পিতার নামে একখানি পত্র লিখিলেন। মর্ম্ম এই যে, "আপনার অসম্মতিতে অজ্ঞাত কুলশীল জেমিসনকে বিবাহ করিয়া আমি অপরাধিনী হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তাহাকে ডাইভোর্স করিয়াছি, আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, আপনি যদি ক্ষমা করেন, পুত্রটি লইয়া আপনার আশ্রয়ে গিয়া বাস করি, এইরূপ ইচ্ছা।"

অনুতাপিনী দুইবার সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন, অভিমান আসিল, ঘৃণা আসিল, লজ্জা আসিল, পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, আবার একখানা ছোট পত্র লিখিয়া একজন আয়ার দ্বারা ছেলেটিকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া, পরিতাপিনী স্বয়ং সন্ন্যাসিনীবেশে ধর্ম্মশালার সন্ন্যাসিনীমঠে সন্ন্যাসীনী হইয়া রহিলেন। ইহার নাম ইচ্ছাবতীর বিবাহ।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

সন্ধ্যানুষ্ঠানে প্রাণায়মের ব্যবস্থা আছে। প্রাণায়ামে যে আয়ুর বৃদ্ধি হয়, একথা এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এদিকে সন্ধ্যার ফল কীর্ত্তন প্রসঙ্গেও ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, "ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাৎ দীর্ঘমায়ু রবাপ্নুয়ুঃ।" ইহার অর্থ ঋষিগণ দীর্ঘকাল ব্যাপক সন্ধ্যা করেন, তাহারই ফলে তাঁহারা দীর্ঘায়ুষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। পাপের ফলে আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং পুণ্যের দ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। সন্ধ্যার ফল নির্দ্দেশাবশরে একথাও বলা হইয়াছে যে,

"সন্ধ্যা মুপাসতে যে তু যতয়ঃ সংসিতব্রতাঃ।
বিধূত-পাপা স্তেযান্তিব্রহ্মলোক মনাময়ম্॥"

যাহারা সংযতচিত্ত হইয়া সদাচার প্রতিপালনপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহারা পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রোগ শোক রহিত ব্রহ্মলোকে গমন করে।

দিবাকৃত পাপক্ষয়ের জন্য সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান সময়ে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়, এবং রাত্রিকৃত পাপক্ষয় কামনায় প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে অহরভি-মানিনী দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সময়ে প্রধানতঃ জলাভিমানিনী দেবতার নিকট নিজের পবিত্রতা সম্পাদন প্রার্থনা করা হয়।

রাত্রির অবসানে সুষুপ্তি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনার ব্যবস্থা। সায়ংকালে দিবসের যাবতীয় ক্রিয়া সমাপনের পর পুনরায় সুষুপ্তির পূর্ব্বে জগৎ পিতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। প্রাতমধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে একদিনের মধ্যেই আরাধ্য দেবতা গায়ত্রীর কুমারী যুবতী ও বৃদ্ধ এই ধ্যেয় ত্রিমূর্ত্তির চিন্তা হইতে উপাসকের চিত্তে নশ্বর জগতের পরিণাম বৈচিত্র্য এবং তন্নিবন্ধন বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে। গায়ত্রী জপের পর একটি মন্ত্র পাঠের দ্বারা আত্ম রক্ষা করিতে হয়। আত্মরক্ষার্থ যে মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়, সেই মন্ত্র কৃষ্ণ যুজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাটকের প্রথম অনুবাদের ব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "অথানিষ্ট পরিহারার্থ ত্বেন জপ্যামন্ত্রা উচ্যন্তে।" অনন্তর অনিষ্ট পরিহারের জন্য অর্থাৎ আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে মন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক, তাহা এখন কথিত হইতেছে। আত্মরক্ষণার্থ জপ্যমন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি এই—

"জাতবেদসে সুনবাম সোম
মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ
সনঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা
না বেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥"

ইহার সায়নাচার্য্য সম্মত ব্যাখ্যানুসারে অর্থ—যে অগ্নি জাত বেদাঃ অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ পদার্থসমূহের জ্ঞাতা, অথবা উৎপন্ন সমস্ত প্রাণীই যাঁহাকে জানে, অথবা যাহা হইতে ধন হয়, অথবা যাহা হইতে জ্ঞান হয়, সেই অগ্নির উদ্দেশে সোমলতার অভিসব করিতেছি, অর্থাৎ সোমলতা আহুতি প্রদানের দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছি, সেই অগ্নি অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাদের শত্রুর ধন দগ্ধ করুন, আমাদিগকে অসহনীয় সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া সুখ প্রদান করুন, এবং দুঃখের কারণ স্বরূপ যে পাপ, সেই পাপ হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করুন। কি ভাবে রক্ষা করিবেন, তাহার দৃষ্টান্ত—"নাবেব সিন্ধুং" যেমন কোন কর্ণধার হাঙ্গর-প্রভৃতি দুরন্ত জল জন্তুর দ্বারা ভয়াবহ নদী হইতে নৌকার দ্বারা যাত্রীদিগকে তরাইয়া দেয় সেইরূপ।

ঋষভাষ্য – ১।৯৯।১

এই মন্ত্রটির তৃতীয়পাদে অনিরুদ্ধভট্ট সম্মত পাঠ পরিসদতি। সন্ধ্যাবিধিতেও এই পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বাঙ্গালার পদ্ধতি-সন্নিবিষ্ট পাঠের সহিত সায়নসম্মত পাঠের অনেক স্থলেই বৈষম্য আছে। স্বদেশ প্রচলিত পাঠগুলিকে অবিচারে পরিত্যাগ করিলে বিশেষ অনিষ্ঠের সম্ভব আছে। সায়নাচার্য্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার হলায়ুধ কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হলায়ুধের পাঠের সহিত সায়নাচার্য্য সম্মত পাঠের বৈষম্যের অভাব নাই। আত্মরক্ষা মন্ত্রে যে অগ্নির নিকট প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই অগ্নি পরমেশ্বর বা কার্য্যব্রহ্ম। মার্জ্জনাদি কার্য্যে বিশেষ ভাবে জলের নিকট প্রার্থনা করা হয়, এই জল শব্দেও জলাভিমানিনী দেবতা অর্থাৎ জলশরীর প্রবিষ্ট ব্রহ্মই অভিপ্রেত হইয়াছেন। হিন্দু কখনও জড়ের উপাসনা করে না, প্রত্যুত "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" এই মমাবাক্যার্থের অনুবর্ত্তী হইয়া জড়াধিষ্ঠান চেতনারই উপাসনা করে। যাঁহাদের এতটা তলাইয়া দেখিবার শক্তি নাই, তাঁহারাই জড়তাবশতঃ জড়োপাসনার আরোপ করিয়া থাকেন।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গৌভিলের সূত্রে, প্রচলিত সন্ধ্যা অপেক্ষা আরও কতকটি বেদমন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে, সেইগুলি বেদের স্বরজ্ঞান-রহিত

ব্যক্তির পক্ষে পাঠ করা সম্ভবপর নহে। এই মনে করিয়া পদ্ধতিকারগণ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম

[লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

(২)

নারায়ণ দাস—ইঁহার প্রকৃত নাম ভবানন্দ। ইনি মহাপুরুষ শঙ্কর-দেবের শিষ্য হইয়া কেবল তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন না—গুরুসেবায় ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য সাধনে অর্থব্যয় করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইতেন। এই ভবানন্দ ১৪১২ শকে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে কায়স্থবংশীয় ধর্ম্মের ঔরসে এবং হরিপ্রিয়া দেবীর গর্ভে কামরূপের মালভুঁই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প বয়সে ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। যৌবনে কামরূপের নানা স্থানে নৌকায় করিয়া বাণিজ্য করিবার ফলে ভবানন্দ প্রভূত ধনের অধিকারী হন। 'উজনীয়া' অঞ্চলে ভাস্করাচার্য্য(৪) নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ভবানন্দ সংবাদ পান যে, শঙ্করদেব ধোঁয়াহাটে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, কিন্তু 'ভাটি' অঞ্চলে আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ইঁহার দর্শনার্থ নৌকাযোগে যাত্রা করেন। খোরা নদীর তীরে দুইজন ভক্তকে কাঠ কাটিতে কাটিতে শঙ্করদেব বিরচিত "নারায়ণ কাহে ভকতি করো

(৪) ভাস্করাচার্য্য—ইনি প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শঙ্করদেবের নিকট পরাজিত হইয়া ভাস্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন না তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহার ধর্ম্মমত আচরণ করিবেন। শাস্ত্র পাঠার্থ নবদ্বীপে যাত্রাকালে পথিমধ্যে ভবানন্দের সহিত ভাস্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

তেরা" এই গীতটী শুনিয়া ভবানন্দ তাঁহাদিগকে শঙ্করদেবের অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য হইবার কথা বলায় তাঁহারা তাঁহাকে চোণপোরা নামক স্থানে এক বৃক্ষের তলায় লইয়া যান। শঙ্করদেব তাঁহার নাম রাখেন 'নারায়ণ।' নারায়ণ ১৪৪২ শকে 'জনিয়া' সত্র স্থাপন করেন। আমরা সম্যক্ অবগত আছি যে, এই মহাপুরুষের কোন শিষ্য কোন 'সত্র' স্থাপন করেন নাই। ইনি গুরুর আদেশে জনিয়া গ্রামে বাস করেন। ১৬১৫ শকের পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে ১০৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নারায়ণ দাস জনিয়া সত্রে দেহত্যাগ করেন। ইনি মাধবদেবের সহিত মিলিত হইয়া বহুদিন ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাবে 'গোপন আতা' মাধবদেবের নিকট 'শরণ' লইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺বড়পেটা সত্রে বিংবা আসামের যে কোন মহাপুরুষীয়া সত্রে নারায়ণ দাসের বংশধরগণ ব্রাহ্মণাদির অগ্রে সম্মান পাইয়া থাকেন। ইঁহার বংশগৌরব হইতেছে—বংশধরগণ শিষ্যবর্গকে 'শরণ', 'ভজন' দিয়া গুরুগিরি করিবার অধিকারী। ইঁহারা কাহাকেও মাল্য দিবেন না। 'সমূহ' বিদ্যমানে ইঁহাদের কাহাকেও আদেশ লইবার আবশ্যক করে না।

জয়হরি আতা—যবন জাতীয় জয়হরি আতার আদি নাম 'চাণ্ডসাই' বা 'চাঁদসাই।' তিনি প্রথমে শঙ্করদেবের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে নিন্দা ও তাঁহার চাল-চলন লইয়া বিদ্রূপ (caricature) করিতেন। কথিত আছে—একদিন তিনি ভাগ্যক্রমে শঙ্করদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লন। শঙ্করদেবের কৃপায় জয়হরি শেষে একজন মহাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। চাঁদসাই কর্ত্তৃক কোন সত্র স্থাপনের উল্লেখ কোন অসমীয়া পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বিগত ১৯২৫ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে মাজুলিস্থ শ্রীশ্রী৺চকলা সত্রে অবস্থান-কালে বন্ধুবর শ্রীযুত কঞ্জনাথ মহন্তর নিকট হইতে মহাপুরুষ চাণ্ডসাই রচিত যে অপ্রকাশিত ও অতি মূল্যবান গীতটী আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল :—

রাগ - মধ্যম

কিনো গীত গালি চাণ্ডরে বরাই
কিনো গীত গালি চান্দে।
গতুয়া ইন্দুরর পারত পরিয়া
বোন্দা বিরালিরে কান্দে॥

গায়ে গোহালি গিলিলে বরাই
পঘায়ে গিলিলে গরু।
হাতত তারু লৈ রান্ধনি পলালে
খেদি লইয়া যায় চরু॥
গায়ে গোহালি গিলিলে বরাই
দুয়ারে গিলিলে ঘর।
হাতত জপা লৈ চোরে খেদি নিয়ে
মারে গিরিহতে লর॥
চাউলে খুবলি গিলিলে বরাই
তুঁহে উরুয়ালে কুলা।
রজার হাতীর দাত চিকুতি চিঙ্গিলে
কুঠারে কাটিলে মূলা॥
বাহঁর আগতে বেলি চিকে মিকায়
চিলনি কি খায় জীয়ে।
বেজীর আগতে রান্ধনে বাঢ়নে
উধানে কি কাপোর সিয়ে॥
আমরে গছতে ডাব নারিকল
কঠালর গছতে বেল।
কবিরর চারি ভাই রজার হাতী দাত
ভালুকর গাওত মেল॥
সাগরর মাজত ঘোরা থকে থক
নগর বুরালে নাওঁ।
কহে চাওসাই মোর প্রিয় জন
এহি সে ভকতর ভাওঁ॥**

আমরা দেখিতে পাই যে, মুসলমান সন্তান দলিমছা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-প্রথম ঐরূপ ধরণের বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

** বরাই—গর্ব্বীত ; গতুয়া—গর্ত্তস্থ ; বোন্দা—মদ্দা ; পঘা—দড়ি ; লর—দৌড়ায় ; চিলনি—এক জাতীয় মৎস্যাসী পক্ষী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
সংখ্যা নং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৶০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩১শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৩, [৪র্থ সংখ্যা

১।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার প্রবর W. C. Bonnerjee	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল	৯৭
২।	দেখা দাও	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ,	১০১
৩।	শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	১০৩
৪।	মধু-বিলাপ	স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৮
৫।	জীবন অনিত্য	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	৭৭
৬।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৭৩
৭।	প্রেম ও ভক্তি	... ...	১২৭

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা ; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 22-8-26.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একাদনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৭৷৷০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 8881

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

ওলট পালট হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

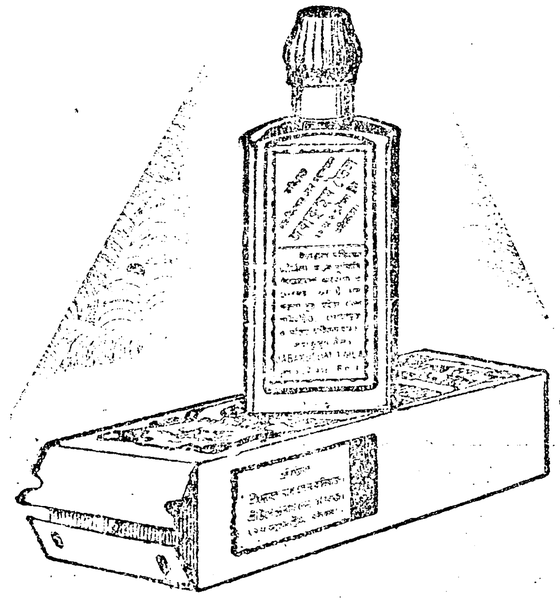

জবাকুসুম তেল প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

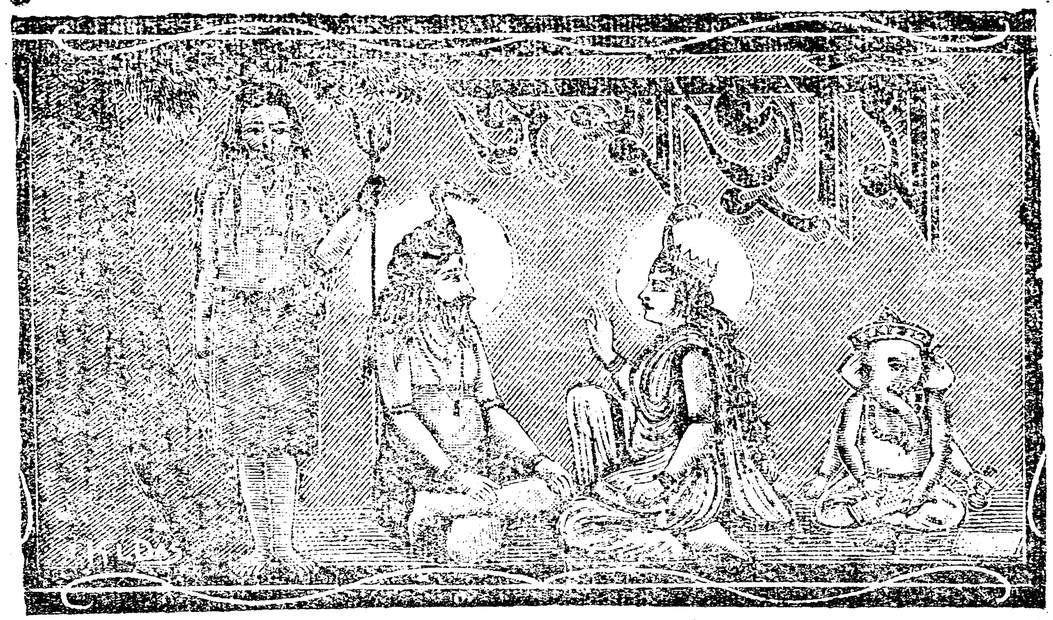

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ বর্ষ | ১৩৩৩ সাল, শ্রাবণ | ৪র্থ সংখ্যা

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

(৬)

উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর যখন লেখাপড়া আরম্ভ করেন তখন বাঙ্গালা ভাষার বড়ই দুরাবস্থা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার পাঠোপযোগী পুস্তক ছিল না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির গ্রন্থ ছিল বটে, উহা তাদৃশ আদৃত হইত না। তখন উর্দ্দু লিখিতে পারিলে নবাব সরকারে কাজ পাইবার আশা ছিল, তজ্জন্য লোকে আগ্রহ করিয়া উর্দ্দু পড়িতেন।

যাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, যাগ, যজ্ঞ, তর্পণ হোম প্রভৃতি কার্য্যে অতিবাহিত হইত। প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করতঃ মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুষ্পচয়ণ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপণ করিয়া চণ্ডীপাঠ, হোমাদি ক্রিয়া বেলা ১০টা পর্য্যন্ত করিয়া তৎপরে গৃহাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পরে শাস্ত্রীয় পুস্তকাদি পাঠ পূর্ব্বক অপরাহ্ন সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া পরে রাত্রি ৯।১০ টার সময় নিদ্রা যাওয়া, তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ অতি সুন্দরভাবে শরীর রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যখন পীতাম্বর সংসারে প্রবেশ করেন, তখন জিনিষপত্রাদি দুর্ম্মূল্য হয় নাই। অল্প আয়ে লোক দোল দুর্গোৎসবাদি করিয়া গিয়াছিলেন। তখন এত ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই, তখনও কড়ি ব্যবহৃত হইত। বাজারে কড়ি লইয়া যাইলে অনেক জিনিষ খরিদ হইত এবং সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন! তখন কৌলীন্য প্রথা চলন থাকায় বহু বিবাহ হইত।

পীতাম্বরের বিবাহ।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জেলা হুগলীর অন্তর্গত মাতুরদহের চৌধুরি জমিদারগণের পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নীর নাম শ্রীমতী করুণাময়ী দেব্যা ছিল। করুণাময়ী মৃতবৎসা বলিয়া বহুদিন তাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। একদা জাঁইপাড়া কৃষ্ণনগর যাহা এক্ষণে হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ (ভূতপূর্ব্ব জাহানাবাদ) মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে, তথা হইতে একজন নিষ্ঠাবান সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার অনূঢ়া কন্যার সহিত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় কলিকাতা ২৮ নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে (এক্ষণে তাহার নম্বর বদলাইয়াছে), আসিয়া পীতাম্বরকে কহিলেন, "বাবাজী, তোমার পুত্র সন্তান বাঁচিতেছে না, আমি যাগ যজ্ঞ দ্বারা তোমার পুত্রাদিরূপ ক্ষেত্রে 'আলি' দিব (অর্থাৎ আমার কন্যার সহিত যদ্যপি তুমি বিবাহ কর তাহা হইলে তোমার প্রথমা পত্নীর পুত্রসন্তান জীবিত থাকিবে) এবং আমার কন্যার গর্ভে যে, সন্তান জন্মাইবে সে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইবে। অতএব তুমি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ কর।" পীতাম্বর উত্তর দিলেন, "মহাশয়, আমি একবার বিবাহ করিয়াছি, পুনরায় বিবাহ করিতে গেলে প্রথমা পত্নীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিতে পারিব না।" তাহাতে আগন্তুক ব্রাহ্মণ পীতাম্বরকে তাহার প্রথমা

পত্নীর সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ দিলেন। প্রথমা পত্নী মৃতবৎসা বশতঃ দুঃখিত থাকায় উক্ত সাগ্নিক আগন্তুক ব্রাহ্মণের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বামী (পীতাম্বরকে) পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিলেন। পরে যথাবিধিরূপে বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইল। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী (Attorney) ছিলেন। তৎকালে ইংরেজ সওদাগরগণের ইংরেজ Attorney ছিল, একজনও বাঙ্গালী এটর্ণি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র সাধারণ সমক্ষে প্রমাণ করিয়া দেন এই দেশী লোক ইংরেজ Attorneyগণের সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত। গিরিশচন্দ্রের জন্মের ৩।৪ বৎসর পরে পীতাম্বরের প্রথমা পত্নীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই জীবনী লেখকের পূজনীয় পিতৃদেব। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বোলিখিত নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের পুত্রেষ্ঠীক্রিয়া যজ্ঞের আয়োজন করেন।

মিশ্র মহাশয়ের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

তাহাতে নানাস্থান হইতে কুটম্বাদি এবং তাহাদের পুত্রসন্তান আগমন করেন। যখন হোমের পূর্ণাহুতি হইতেছে—শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী দেবীর * পুরোহিত একটী অনূঢ়া কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। তাহাতে নারায়ণ মিশ্র জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি হাসিলেন কেন।" তাহাতে পুরোহিত উত্তর দিলেন, "ঐ কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনার বংশ রক্ষা করিবে।" তৎপরে নারায়ণ মিশ্র ঐ কন্যার পিতাকে ডাকিয়া তাঁহাকে সৎপাত্রস্থ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন, "মহাশয়, সৎপাত্র কোথায় পাইব, আমি গরীব লোক। আপনি যদি সৎপাত্র মিলাইয়া দেন তাহা হইলে হইতে পারে।" নারায়ণ মিশ্র মহাশয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া পীতাম্বরকে সৎপাত্র ঠিক করিলেন। কিন্তু এদিকে পীতাম্বর দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। যখন মিশ্র মহাশয় তৃতীয়বার দারপরিগ্রহের কথা বলিলেন, তখন পীতাম্বর বলিলেন, "মহাশয়, এ বিষয় আমার প্রথমা, দ্বিতীয়া পত্নীর মত ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারি না।" কন্যাদায় প্রপীড়িত ব্রাহ্মণ যখন প্রথমা পত্নী করুণাময়ীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তদু-

* এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক ৬৭ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, এক্ষণে ২ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে যে শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাহা নারায়ণ মিশ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। লেখক।

ত্তরে তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন—"মহাশয়! আমার ত এক সপত্নী আছে আর একটী বাড়িবে, তাহাতে আপত্তি কি। কিন্তু ছোট গিন্নিকে বলে দেখুন।" যখন উক্ত ব্রাহ্মণ পীতাম্বরের কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীমতী কর্পূরাময়ী দেবীকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তদুত্তরে বলিলেন—"মহাশয়, কর্ত্তামহাশয়ের বিবাহ করা ত এক ব্যবসা (আমি তাঁহার ব্যবসায় প্রতিকূলাচরণ করিতে চাই না।" এই সকল উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া পীতাম্বর তৃতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে পাঁচটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, যথা শিবচন্দ্র, রাজেন্দ্র, ভৈরব, বটুবিহারী, কালীচরণ। উক্ত মধ্যমপুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ মিশ্রের বাটীতে পোষ্যপুত্র রূপে গৃহীত হন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই রাজেন্দ্রের কন্যা চমৎকারিণীর পুত্রগণের দ্বারা নারায়ণ মিশ্রের বংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথমা পত্নীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র ব্যতীত অপর একটী পুত্র মহেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুইপুত্র, মধ্যমা পত্নীর গর্ভে একপুত্র ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে তিনপুত্র একুনে আট পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুনরায় প্রথমা পত্নীর গর্ভে এককন্যা, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পাঁচকন্যা ও তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে এককন্যা একুনে সাতকন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিশচন্দ্র বৈমাত্র ভ্রাতাগুলিকে এতই ভালবাসিতেন যে, তাহারা সহোদর বলিয়া জানিতেন। পীতাম্বরের কার্য্যকুশলতা, অমায়িকতা ও বদান্যতাতে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যে ইংরেজ এটর্ণির Firmএ কার্য্য করিতেন তাহাতে তাহারা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, দেশী মক্কেলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ভার পীতাম্বরের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা না হইলে ইংরেজগণ কথাবার্ত্তা কহিতেন না। Supreme কোর্টে যে বিবাহ পদ্ধতি (procedure) প্রচলিত ছিল তাহা অতীব কূট ও জটিল ছিল। পীতাম্বর অল্পদিন মধ্যে তাহা আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই তৎপুত্র হেরম্ব মিশ্র নামতঃ Banian ছিলেন কিন্তু কার্য্যাদি পীতাম্বর করিতেন। একদিবস এক মকদ্দমা জবাব দাখিল করিবার জন্য সাহেব হেরম্বকে দেন। পরে হেরম্ব পীতাম্বরের দ্বারা তাহা লেখাইয়া সাহেবকে দেন। সাহেব উক্ত জবাব পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা কে —"হেরম্ব! কে এ জবাব লিখিয়াছে। হেরম্ব বলিয়াছিল, "সাহেব! আমার স ীতাম্বর লিখিয়াছে।" সাহেব তাহার দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ চেহারা দেখিয়া কেই Banianএর কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

দেখা দাও।

লেখিকা,—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ।

যখন গভীর রজনী ওগো করে দলমল,
ওই আধভাঙ্গা শশী,
নভোপটে থাকে বসি,
সুদূরে নক্ষত্রদল হাসে খল খল।
কোথাও জোনাকী পোকা
উজলে আলোকে ছাঁকা,
অস্ফুট স্বরেতে ডাকে ক্ষুদ্র ঝিঁ ঝিঁ দল
অদূর কাননে; নিস্তব্ধ ধরণীতল।
তখন বাগান হইতে আনি ফুল রাশি রাশি,
বিগলিত অশ্রুধার
যোজি, গেঁথে রাখি হার;
হৃদয়-কপাট খুলি দিয়া খালি ভাসি
পুলক অশ্রুতে আমি;
আসিবে হৃদয়-স্বামী,
তাই পথপানে চেয়ে থাকিতাম হাসি,
ভাবিতাম দেখা দেয় বুঝি এই আসি।
যখন স্তব্ধ নিশীথে থেমে গেছে কোলাহল,
অসাড় মানব হিয়া
ঘুমে পড়িয়া পড়িয়া,
দিশি দিশি ক্রীড়া করে মলয় শীতল।
তারারাজি ডুবে যায়
সুঘন মেঘের গায়,
চন্দ্রহারা হ'য়ে ফেলে চক্র অবিরল
অশ্রুজল বহে তার চোখে গলগল।
তখন হৃদয়-মন্দির-কপাট খুলিয়া দিয়া,

(জাগে কত আশা মনে
বস্‌ব বলে' সিংহাসনে
মোর হৃদয়েশে বাঁধিতে হিয়ায় হিয়া।
লোচন বারি বরণে
ধুইব দুটি চরণে)
বড় আশা করে, থাকি চাহিয়া চাহিয়া,
কখন্ আসিবে সে গো চঞ্চল হইয়া।

যখন জলধরে ঘেরে ঐ সুনীল নভস্তল,
আঁধার আসিয়া পড়ি
বিজলী বিকাশ করি
ঘোর ঘনঘটা মাঝে ডাকে মেঘদল।
যত লোক ঘরে আছে,
নাহি বিহায়স গাছে,
মূসলধারে বারিপাতে সিক্ত ধরাতল,
কাঁপায়ে গগন উঠে মন্দ্র কোলাহল।

তখন তখনও আমি তার তরে বসে থাকি ;
আশা উঠিতেছে মনে,
ভেঙ্গে যায় পরক্ষণে,
তবু সহে' সে জ্বালা চিত্তেরে চল রাখি
একমনে বসে থাকি,
কতভাবে তারে ডাকি,
কিন্তু আর না দেখ কাঁদিছে মনপাখী,
"দেখা দাও" বলে' বলে' জলে ভাসে আঁখি

শঙ্করদেব ও আসামে বৈষ্ণবধর্ম্ম

[লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

(৩)

ভাওনার প্রবর্ত্তন—শঙ্করদেব ও তদীয় শিষ্য মাধবদেব তৎকালে আধুনিক বাঙ্গালা দেশের যাত্রা-গানের অনুরূপে তাঁহাদের বৈষ্ণবমত প্রবর্ত্তনের জন্য কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় সঙ্কলন করত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম 'ভাওনা।' এই মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আর কেহ প্রাদেশিক ভাষায় 'ভাওনা' লেখেন নাই। শঙ্করদেব অসমীয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদি গুরু বলিয়া অধিকাংশ ভাওনার প্রারম্ভে ভক্তগণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকেন।—

"জয় গুরু শঙ্কর সর্ব্ব গুণাকর
যাকেরি নাহি অনুপম।
তোঁহারি চরণর রেণু শত কোটী
বারেক করহু প্রণাম॥"

অর্থাৎ—সর্ব্বগুণাকর শঙ্কর যাঁহার তুলনা নাই, তিনি জয়যুক্ত হউন। তাঁহার চরণের অসংখ্য রেণুর উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম করি।

ভাওনার সমস্ত বিষয়ই পৌরাণিক। পূর্ব্বে খোল, কর্ত্তাল প্রভৃতি ভাওনার প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল। বর্ত্তমানে কোন কোন ভাওনার দলে হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট প্রভৃতি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কোন কোন স্থানের অসমীয়ারা তাঁহাদিগের ভাওনা ও বাঙ্গালীর যাত্রা মিশাইয়া এক শ্রেণীর অভিনয় বিকৃতভাবে চালাইতেছেন। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠীকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে 'রুক্মিণী হরণ' ভাওনার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল :—

'সুত্রধর' (অভিনেতা) প্রথমতঃ হস্তদ্বারা চামর দুলাইতে দুলাইতে আসিয়া সভাস্থ দর্শকবৃন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছে :—"আহে লোক সখিসব সহিতে রুক্মিণী যেচে সভামধ্যে প্রবেশ করিল তা দেখহ, শুনহ, নিরন্তরে হরিবোল হরি।" অর্থাৎ—হে লোকসকল সখীদিগের সহিত রুক্মিণী যেরূপভাবে সভামধ্যে প্রবেশ করিতেছেন তাহা তোমরা দেখ এবং শুন।

[ঠিক এমন সময় রুক্মিণীর সখীগণ সহ প্রবেশ]

ইহা বলিয়া অভিনেতা (তাহার ঐ কথামত) গান গাহিতে লাগিল :—

গীত—রাগ সুহাই, একতালা

আয়ত রুক্মিণী কয়া পচার,
সখী সব সঙ্গে রঙ্গে করত বিহার।
ঈষৎ হাসত মুখ চান্দ উজোর
উতিম মোতিম যৈচে নয়ন চকলার ॥
মণিময় মকর কুণ্ডল দোলে,
কনক পুত্তলি তনু নয়ন মন ভুলে।
করে কঙ্কন কেয়ূর চমৎকার,
মাণিকের কাঞ্চি রচিত হেমহার ॥
চলৈতে চরণ কঞ্জির করে রোল,
রূপে ভুবন ভোলে শঙ্করে বোল।

তারপর রুক্মিণী সখীদিগের সহিত নৃত্য করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

[শ্রীকৃষ্ণ এবং কুণ্ডিল হইতে রুক্মিণী কর্ত্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণ সুরভির প্রবেশ]

"শ্রীকৃষ্ণ, সুরভিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন," এই কথা অভিনেতা (actor) লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে :—

"আহে লোক, সে গোসানী দেবী রুক্মিণী সখীসব সহিতে নৃত্য করি এক পাস হই রহল। তদন্তরে প্রস্তুত কথা শুনহ। সুরভি নামে এক ভিক্ষুক ভাট কুণ্ডিল নগরী হন্তে দ্বারকাপুর প্রবেশিয়ে শ্রীকৃষ্ণক দরশন ভেল।"

[শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট সংবাদ লইতেছেন]

শ্রীকৃষ্ণ বোলা—অত্র ভিক্ষুক ভাট তোহো কোঠাইর হন্তে আয়নি থিক, প্রস্তুত বাত কহ। অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে ভিক্ষুক ভাট! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, তাহা ঠিক করিয়া বল।" ইত্যাদি।

শঙ্করদেবের অপর নাম 'গঙ্গাধর।' তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ছিল। কথিত আছে, তিনি এরূপ শারিরীক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, দুই হস্তে উন্মত্ত ষণ্ডের শৃঙ্গ ধরিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে অবসন্ন করিতে পারিতেন। বড়দোয়া হইতে প্রথমবার তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া ১২ বৎসর পরে স্বদেশে পর্য্যটন করিলে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে শঙ্করদেব দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

শঙ্করদেব রুক্মিণীহরণ, 'পারিজাত হরণ, কংসবধ, কালীয় দমন, পত্নীপ্রসাদ, রাস প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি অসমীয়া জাতির কেবল সাহিত্যগুরু নহেন, পরন্তু ধর্ম্মগুরু ছিলেন। শঙ্করদেব 'পাটবাউসী' ব্যতীত আর কোন সত্র (ভজনালয়) স্থাপন করেন নাই। মালিপুর নিবাসী স্বনামধন্য বংশীগোপাল দেব ভাগ্যক্রমে এইখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। শঙ্করদেব যেখানে যখন থাকিতেন, অনন্যমনা হইয়া সেই অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার আদেশমত মাধবদেব, দামোদরদেব প্রভৃতি শিষ্য অনেকগুলি 'সত্র' স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যখন কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় নাই। কেননা—তিনি বড়দোয়া পরিত্যাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০১ শকের অগ্রে 'কীর্ত্তন পুঁথি' রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যেরূপ স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজিত, আসামে শঙ্করদেবও তদ্রূপ ভগবানের অংশ(১) বলিয়া কীর্ত্তিত। শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব লিখিয়াছেন :—

"ত্রিভুবন বন্দে দৈবকীনন্দন যো হরি মরাল কংশ।
জগজন তারণ দেব নারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ ॥"

কোচরাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলারায়, রামরায়ের রূপবতী কন্যা ভুবনেশ্বরীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া পাটবাউসীতে দূত প্রেরণ করিলে শঙ্করদেব বাধ্য হইয়া মহা-সমারোহে এই বিবাহের আয়োজন করেন।

শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা ৩৬ বৎসরের বয়জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৪৯১ শকাব্দের ভাদ্র মাসে(২) শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে ১১৯ বৎসর বয়সে কোঁচবিহারস্থ কাকতকুটা

(১) গীতার 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি বচন অনুযায়ী বিচার করিলে তাঁহাকে অবতার বলা যাইতে পারে। কিন্তু কঠ শ্রুতির মতে ভগবানের অবতার বাদ নাই। যাঁহারা অবতার বাদ স্বীকার করেন তাঁহারা শ্রুতিবিরোধী ; প্রমাণ যথা—"ন জায়তে শ্রিয়তে বা বিশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।" প্রথমত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তৎ সদয়ের মধ্যে শ্রুতিই প্রধান। শ্রুতির পরেই স্মৃতির প্রধানতা। যাহাহউক, কোরাণ শরিফে অবতার বাদ অস্বীকৃত হইয়াছে :—"ল্যাম ইয়ালিদ্, ওয়াল্যাম ইয়াকুল লাহু ফকুওয়ান আইদ" অর্থাৎ—(স্ত্রী-পুরুষবৎ) তাঁহার দ্বারা কেহ জন্মপ্রাপ্ত নহে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় হন নাই, অর্থাৎ—স্ত্রী-পুরুষোৎপন্ন নহে, তাঁহার জোড়া কেহ নাই ; তিনি একমাত্র নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ।

(২) এই ভাদ্র মাসে মাধবদেব ও বহুলা আতার তিরোভাব হয়।

নামক স্থানে এই মহাপুরুষ মহাযাত্রা করেন।" তিনি বড়দোয়াতে ৬২ বৎসর, বেলগুরিতে ১৪ বৎসর, চুনপোরাতে ৬ মাস, কুমারকুচিতে ১ বৎসর, পাটবাউসীতে ১৫ বৎসর এবং কোঁচবিহারে ৬ মাস ছিলেন। তাঁহার তনুত্যাগে কোঁচরাজ নরনারায়ণ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করদেবের জন্মকাল(*) হইতে অসমীয়া বৈষ্ণবগণ 'শঙ্করাব্দ' বলিয়া একটী বৎসর গণনা করিয়া থাকেন।

শঙ্কর-চরিত লেখকগণ—শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কে কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের দেহত্যাগের পর ভক্তগণ শঙ্কর-মাধব চরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, নরোত্তম দ্বিজ, রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর, দ্বিজ রামানন্দ, দ্বিজভূষণ প্রভৃতি ব্যক্তি শঙ্করদেবের প্রধান চরিত-লেখক। সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জাতিতে দৈবজ্ঞ ছিলেন। তিনি শঙ্করদেবের সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ৺কাশীধামে গমন করেন। ইচ্ছা—ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করত স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। সেখানে শাস্ত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি গুরুকে সকল কথা প্রকাশ করিলে আচার্য্য তাঁহাকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া শঙ্করদেবের নিকট 'শরণ' লইতে আদেশ করেন। গুরুর আজ্ঞায় তিনি ফিরিয়া আসিয়া শঙ্করদেবের শিষ্য হন। রাম রাম গুরুর পঞ্চম অধস্তন পুরুষই উক্ত 'নরোত্তম দ্বিজ'। 'রামচরণ' রামদাসের * * ঔরসে ও মাধবদেবের ভগ্নী উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুদিন মাতুলের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক শঙ্কর-চরিতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামচরণ ঠাকুর-কৃত শঙ্কর-চরিত পুঁথির এক অংশ ছাপাইয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চিহ্ন যাত্রা'। চিহ্নযাত্রার অর্থ 'ভাওনা'। দৈত্যারি ঠাকুর স্বীয় পিতা রামচরণের এবং মাধবদেবের শিষ্য গোবিন্দ আতার নিকট শুনিয়া 'শঙ্কর চরিত' লিখিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুরের লেখা অনেক স্থানে 'অমৃতং বাল ভাষিতং।' ইঁহার রচিত যে পুঁথিখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত। আমাদের বিশ্বাস—প্রকাশক অন্যান্য স্থানে রক্ষিত তাঁহার রচিত পুঁথি দেখিয়া নিজ সংগৃহীত পুঁথির সহিত রীতিমত মিলাইয়া দেখেন নাই। 'রমানন্দ দ্বিজ' আহতগুরি সত্রের সংস্থাপক শ্রীরাম আতার পুত্র। এই শ্রীরাম আতা গোপাল আতার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমানন্দ

* * রামদাস—শঙ্করদেবের প্রথম শিষ্য গয়াপাণি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পর রামদাস নামে অভিহিত হন। ইনি গোবিন্দগিরির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রামদাসের পিতার নাম বশোপাল ভূঞা।

ভৎকৃত শঙ্করচরিতে নিজের বিষয় কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার জন্ম শক ও জন্মস্থানের নাম কোন পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে গুরু পরম্পরা হিসাবে তদীয় আবির্ভাবকালের প্রায় কাছাকাছি সময় নির্ণয় করা যায়। এই রামানন্দ দ্বিজ 'বংশীগোপাল দেব' এর চরিত লেখক রামানন্দ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। কণ্ঠভূষণ বা দ্বিজভূষণ মাধবদেবের পরম বন্ধু ভবানন্দ বা নারায়ণ দাস আতার পুরোহিত ছিলেন। ইনি দৈত্যারি ঠাকুরের সমসাময়িক। দ্বিজভূষণ ভক্ত নারায়ণ দাসের মুখে শুনিয়া শঙ্করচরিত লেখেন। দ্বিজভূষণের পিতামহ দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের অনুসঙ্গী ছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে সশিষ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দ্বিজভূষণের পদগুলি অতি সুললিত।

উপসংহার এ বক্তব্য—শঙ্করদেবই অসমীয়া জাতিকে হরিকীর্ত্তন করিতে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দশম, কীর্ত্তন, গুণমালা, চোপয় টোটয় প্রভৃতি অমূল্য অসমীয়া গ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। শঙ্করদেব অসমীয়াদিগকে গার্হস্থ্যশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা, সাহিত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন। ভাই অসমীয়া—তোমরা তাঁহারই নিকট হইতে 'নাট-ভাওনা' পাইয়াছ। তোমরা তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছ।

নিম্নে ৺শঙ্করদেবের(১) প্রধান শিষ্যগণের নাম ও(২) প্রপৌত্রদ্বয়ের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

১। **শঙ্করদেব**
(পাটবাউসী সত্র)

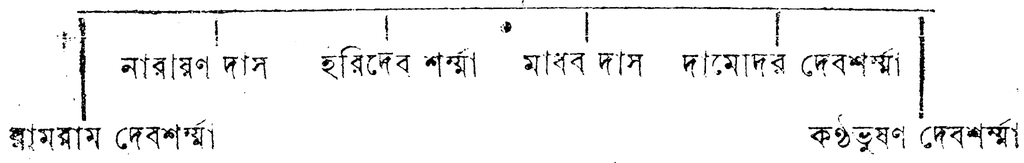

২। **শঙ্করদেব**

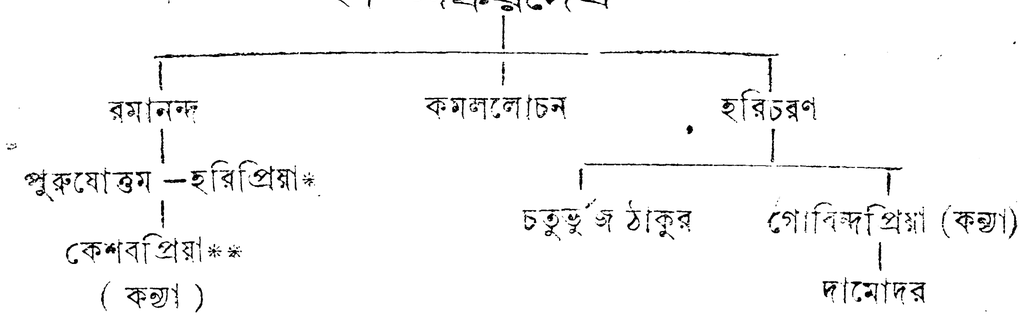

* হরিপ্রিয়া নামান্তর লক্ষ্মীপ্রিয়া।

** নিরঞ্জন গাভরু 'কেশবপ্রিয়া'র পাণিগ্রহণ করেন।

(৪) দামোদর আতা—ইহার পিতার নাম বৎসল গাভরু গিরি, (নামান্তর বরুয়া আতা)।

চতুর্ভুজ ঠাকুরের তিনটী ভার্য্যা ছিল—কণকলতা, মুকুন্দপ্রিয়া এবং রেবতী। কণকলতার গর্ভে সুভদ্রা নামে একটী কন্যা; মুকুন্দপ্রিয়ার গর্ভে দৈবকীনন্দন নামে এক পুত্র এবং রেবতীর গর্ভে সুমিত্রা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দৈবকীনন্দন পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুকবলে পতিত হন। চতুর্ভুজ ঠাকুর, দামোদর আতাকে(৪) পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সুভদ্রাকে যদুরায়ের সহিত এবং সুমিত্রাকে গদাধর গাভরুর সহিত বিবাহ দিবার কিছুকাল পরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ভাগিরথী তীরে বসবাস করেন। এইখানেই ইনি লোকান্তরিত হন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর—"রামচরণ ঠাকুর বলেন, ইনি কামেশ্বর চৌধুরীর কন্যা সিন্ধুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।" পুরুষোত্তম ঘিনাজারী সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী হরিপ্রিয়ার গর্ভে কেশবপ্রিয়া বা কেহোপ্রিয়া নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন—আর কোন সন্তান হয় নাই। নিরঞ্জন গাভরু গিরি কেশবপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। কায়স্থ জাতীয় পুরুষোত্তম ঠাকুরের ছয়জন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, যথা :—১। কাওচোং সত্রের সংস্থাপক কেশবচরণ। ২। চেকেরাতালি সত্রের সংস্থাপক গোপীনাথ। ৩। চমিতয়া সত্রের সংস্থাপক বাসুদেব। ৪। গোমেঠা সত্রের সংস্থাপক রামকৃষ্ণ। ৫। রতনপুর সত্রের সংস্থাপক পরমানন্দ। ৬। পূর্ণিয়া সত্রের সংস্থাপক পরশুরাম।

পুরুষোত্তম ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য মুরারী বেঙ্গেনা আটী সত্র সংস্থাপন করেন। "সন্তাবলী" পুঁথিতে মুরারী কর্ত্তৃক সত্র স্থাপনের (৩০৭ পর দ্রষ্টব্য) উল্লেখ আছে। তিনি কোন জাতীয় ছিলেন, কোন পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের সময় তৎ প্রতিষ্ঠিত সত্র শক্রাহি নামক স্থান হইতে মাজুলিতে স্থানান্তরিত হয়।

মধু-বিলাপ !!!

লেখক,—স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

[বঙ্গীয় ১২৩৫ অব্দে যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে পূর্ব্বতন সদর দেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺রাজনারায়ণ দত্তের

ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ভে মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে তিনি খৃষ্টান হন। খৃষ্টীয় উপাধি মাইকেল। মান্দ্রাজে অবস্থান সময়ে একটি ইউরোপীয় বিবির পাণিগ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরিভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টর হইয়াছিলেন। অপরাপর বৃত্তান্ত তৎপ্রণীত মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথমে মুদ্রিত আছে। অদ্য বৈকালে আলীপুরের জেনেরল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর।]

রবিবার—১৬ই আষাঢ়—১২৮০।

এ কি কথা শুনি আজি ! কে শুনালে কাণে
এ কাল বারতা হায় ! দিধা হয় হৃদি !
মানস-কমলরবি, কবি কুলোজ্জ্বল—
গৌড় জন প্রিয় মধু, এ জগতে নাই !
এই যে ঝকিতে ছিল, উজলি আকাশ-
মনোপট ; তেজোময় কবিতা কিরণ—
বরষি ধরণীতলে, শুচি কাব্য রস —
বরষি সহস্র গুণে, কোথা এবে হায়
লুকাইল আচম্বিতে ! আঁধারি সংসার,—
আঁধারি বান্ধব-হৃদি, আঁধারি আকাশ,
(সমুদ্রলহরী যথা প্রভঞ্জন সনে
বহি বহি ফুলি ফুলি বিকাসিয়ে শোভা
অমনি হইল লয় অনন্ত সাগরে !)
বঙ্গের গৌরব-রবি গেলা অস্তাচলে !
হা মধু ! তোমার বাণী, চির মধু মাখা
তেজস্কর, যথা বনে মধুমক্ষি-কোষে
অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট মানবে,—চোষ স্বাদ,—
তেমতি তোমার মধু, অমিত্র অক্ষর,
ক্ষরেছে মধুর মধু অক্ষরে অক্ষরে—
জুড়াইয়া ভাবুকের ভাবুক হৃদয়,
হায় ! নীরবিল এবে ! মধু-প্রস্রবণ—

নীরবিল মধু-ধ্বনি ! শুনিব না আর !
শুভক্ষণে ধোরেছিলে কবীন্দ্র কোবিদ !
লেখনী ! লেখনী তব আপনার মুখে
ফুটিয়াছে মনোভাব, মনোভাব যাহে
আঁকা আছে স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে আমার !
"রচিলাম মধু চক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান, সুধা নিরবধি।"
সত্য কথা। আস্বাদিয়ে কাব্য-মৃত তব,
মরের রসনা মরে হইছে অমর !
মক্ষিকার চক্রমধু বিন্দু বিন্দু করি
পিয়ে লোকে, কিন্তু কালে ফুরাইয়ে যায়,
নষ্ট হয় গন্ধ হয় বহু দিন হোলে,—
তোমার চক্রের মধু চির সুমধুর,—
মাতিবে না নটিবে না রবে সম ভাব,
অক্ষয় অমর মধু, ফুরাবার নয় !
ক্রমে আরও বৃদ্ধি হয়, যত পিয়ে লোকে,—
তাই মধু ! তব মধু বড় ভাল বাসি !
ইচ্ছা করে এই মধু, পিয়ে নিশি দিবা,—
নিশি দিবা হয়ে থাকি মধুর মাতাল !
সাজাইয়ে বিনোদারে বিচিত্র ভূষণে
(ভারতে ভারতী যিনি বিশ্ববিনোদিনী)
আকাশ নন্দিনী সহ, আহরি আহরি
নানা ফুল নানা রত্ন, চারু শোভা সার,
সাধিয়াছ গউড়ের যথোচিত হিত,
অলঙ্কৃত করিয়াছ, সাহিত্য সংসার !
স্মরিয়ে তোমারে আজি, না পারি রোধিতে
শোকাবেগ ;— বিঁধে যেন তীক্ষ্ণ শূল হৃদে !
উভয় নয়নে অশ্রু দর দর ঝরে !
অকালে ফেলিয়ে সবে শোকের পাথারে—
চির পরিচিত জনে অচেনার মত,

কোথা পলাইয়ে গেলে, হা মধুসূদন !
ফিরে এসে আলো কর, বঙ্গ ব্রজধাম,
এ ব্রজ তোমার অতি সুখের সদন !
যত আলোচনা করি, তত মনে পড়ে,
তোমা ধনে ! বরদার বরপুত্র তুমি !
প্রথম প্রসূন-পদ্ম, দৈত্য রাজবালা
সুরূপসী, – যযাতির রহস্য-নায়িকা
শর্ম্মিষ্ঠা। যে রঙ্গে তুমি এঁকেছ চিত্রক !
নাট্যপটে, বপু তাঁর, কোমলতা মাখা,
নিরখিয়া ভুলে যাই দানব দুর্জ্জনে —
জনক তাহার যেই ; বৃষপর্ব্বা শূর !
(পুরাণে বর্ণনা মত বিকট দর্শন !)
কে কোথায় মনে করে হেরিলে নয়নে
শোভাময় শারদীয় সরসী সলিলে
অমল কমল,—পঙ্ক মলে জন্ম এর ?
কে করে বিশ্বাস কভু, হেরি ফণি-মণি,
দংশনে বিনাশে জীবে, থাকে যার শিরে ?
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার মধু বড় আদরিণী —
আমাদেরো আদরিণী দানব-কুমারী
রূপে গুণে। কবি ! তুমি, (সত্য কথা বলি)
তুমিও কবীশ ! বঙ্গ-আদরের ধন !
দ্বিতীয় গরিমা তব পদ্মাবতী সতী।
পৌলমীর কুমন্ত্রণে কবি যারে ছলি—
উড়ে ছিল গিরি চুড়ে গরুড়ের মত,
মাহেশ্বরীপুরী রাজা ইন্দ্রনীল জায়া,—
রতি, শচী, মুরজার বিবাদ বর্দ্ধিনী,—
পরম সুন্দরী পদ্মা রূপগুণবতী।
তৃতীয় সুন্দর মাল্য, কিন্নর নন্দিনী
তিলোত্তমা। স্বভাবের চারু গুণে গাঁথা,
স্তবকে স্তবকে শোভে অতি জ্যোতির্ম্ময়

ধুক্ ধুকি। সুচিকণ সুর মনোহরা,
চারু নেত্রা চারু হাসা সুরপুর বালা,—
সুরবালা গলে যথা মন্দারের হার।
চতুর্থ প্রয়াস তব বঙ্গ সংস্কার!
"একে কি বলে সভ্যতা?" যে সভ্যতা এবে
(অপূর্ব্ব!) প্রবেশি দেশে, মত্ত দন্তী সম
দলিতেছে অহরহ বঙ্গ পদ্মবন!
গেলে তুমি কবিবর দেখাইয়ে দিয়ে
প্রহসন অভিনয় বঙ্গ রঙ্গ ভূমে,
দেখিতে পেলে না শেষে ফলিবে কি ফল;
আমার বাসনা, হোক্ পুস্তক অঙ্কুস!
পঞ্চম রহস্য কণা, হাস্য রস মিশা
ঘৃণারস্। "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া!"
দুরাত্মা পাষণ্ড ভণ্ড বৈষ্ণব জল্লাদ
জমীদার, পাইয়াছে সুশিক্ষা উত্তম!
ছিঁড়ে নিতে অবলার সতীত্ব কমল,
গুমান হয়েছে গুঁড়া যবনের হাতে!
ষষ্ঠ কাব্য মেঘনাদ বধ্। স্বর্ণচুড়া
শোভে যথা রণজয়ী নৃপতির শিরে
অর্চ্চনীয়;—যবে তিনি দিগ্ বিজয় করি
বীরদর্পে, প্রাপ্ত হয়ে সম্রাট পদবী,
ফিরে এসে বার দেন পূর্ব্ব সিংহাসনে
স্বর্ণময়; সেই রূপ, কবীন্দ্র! তোমার
গউড় কাব্যের চুড়া বীর-তেজোময়
বীরকুল গর্ব্ব সিংহ, বীর মেঘনাদ!
(সাহিত্য ভাণ্ডারে তীব্র নাস্বাদিত মধু!)
মেঘনাদ,—মেঘনাদ সম নাচহেছে
ভাবুক ভাবুকী চিত্ত ময়ূর ময়ূরী!
এত যে নির্জ্জীব মোরা,—তবু তব মুখে
শুনিয়ে বীরেন্দ্র গাথা, উপজয় মনে

সাহস সহসা, যেন, হেন ইচ্ছা হয়—
পরি বর্ম্ম, করি সজ্জা, ধরি চর্ম্ম অসি—
প্রবেশি ভৈরব বেশে ভৈরব সংগ্রামে!
বাজে ডঙ্কা, তূরী, ভেরী, শঙ্খ চারি দিকে
(যথা পাঞ্চজন্য নাদে চক্রপাণি করে,—
ফাল্গুনীর রথে যথা দেবদত্ত ধ্বনি।)
হেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, ঘোরে ঘর্ঘরিয়া
রথচক্র;—মাতাইয়া সৈন্যে রণমদে!
ইচ্ছা হয়, সত্য বলি, নিহারি চৌদিকে
বীরবৃন্দ নানা অস্ত্রধারী।—শুনি ভীম
রণবাদ্য। মত্ত করে তব মেঘনাদ!
বীররস বৃষ্টিকর্ত্তা তুমি বঙ্গদেশে!
সাহিত্য-সংসার ঋণী, নিকটে তোমার!
নবরসে নবরস কোরেছ প্রকাশ!
সগরবে বলি আজি, (বলিতেও পারি)
"কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী,—"
কবিকুল গর্ব্ব বঙ্গে মধু মাম্বিকেল।
সপ্তম মুরলী মধু, রাধিকা সুন্দরী
ব্রজাঙ্গনা। যথা ব্রজে মুরারি-মুরলী
মোহে মোহিনীর মন মোহন সুস্বরে,—
তেমতি এ বঙ্গে তুমি, বাজায়ে বাঁশরী—
মোহিয়াছ মধু স্বনে বঙ্গ ব্রজকুল,—
বিচ্ছেদ বিলাপ গীত কিশোরীর মুখে!
কোকিল-কলিনী রাধা, প্রেম ভিকারিণী
কুঞ্জবনে, শৈলতলে, যমুনার তটে,
কেলী কদম্বের মূলে, কালিন্দীর কূলে,
কেঁদে কেঁদে বুলিয়াছে যেথানে সেখানে
(যথা কাঙ্গালিনী বুলে দুয়ারে দুয়ারে;—
কিম্বা যথা উন্মাদিনী, বাহ্য জ্ঞান হারা!)
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলি, সম্ভাষি সবায়

পাদপে, বিহগে, নগে, মরুতে, জলদে !
(স্বপ্ন যেন !) কৃষ্ণ হারা কৃষ্ণ গরবিণী —
কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী আহা রাজার কুমারী !
শুনি তথা শোক-গাথা আহিরিণী মুখে —
কেঁদে কেঁদে সায় দেছে যথা প্রতিধ্বনি,
তেমতি তোমার মুখে প্রতিধ্বনি পুনঃ
হয়েছে হে মধু সখা ! বিরহ রাধার !
ধন্য তুমি কবিকুলে ! রস-ভাষ ভাষি !
অতি মধুময়ী মধু ! তব ব্রজাঙ্গনা !

অষ্টম, কুমারী কৃষ্ণা, ভীম সিংহ সুতা
নায়িকা বীরেন্দ্র কুলে, বঙ্গ-রঙ্গভূমে !
মনে হোলে অনুঢ়ার অভয় স্বকরে
তীক্ষ্ণধার অসি ঘাতে বক্ষ বিদারণ,—
বারিতে কুলের লজ্জা, রক্ষিতে জনকে,
কে পারে রোধিতে শোকে অশ্রুবেগ ধার ?

নবম, সুন্দর রস, রসবতী গীতি
বীরাঙ্গনা।—বীরাঙ্গনা কিন্তু সবে নয়,
প্রেমাঙ্গনা, কুলাঙ্গনা, মানী, বিরহিণী ;—
ধীরতা, করুণা, ক্ষমা, আছে সহচরী
কবিতার তব কবি ! অবশ্য স্বীকার,
নীলধ্বজপত্নী জনা সত্য বীরাঙ্গনা।

দশম কবিতাবলী চতুর্দ্দশ পদী।
আছে তাহে মধুময় গুটী কত ফুল
সুগন্ধ। সৌরভে যার আমোদিত আমি,
আমোদী আমার মত বঙ্গ ভ্রাতাগণ।

একাদশ হেক্‌টর বধ। বিরচিত
গদ্য ছন্দে। ইলিয়েড অবলম্ব যার।
এখানিও নবরসে নাচাইছে চিত
ভাবুকের। (কাব্য নয়) পূর্ণ বীররসে !

দ্বাদশে সৃজন এক মায়ার কানন,

বঙ্গ রঙ্গভূমি হেতু। রোপিছিলে তরু,
হয়ে আছে পল্লবিত, ধরেনিকো ফল
তায় ; অকস্মাৎ তুমি তেজিয়ে অকালে
("পাণ্ডব বিজয়" সহ অপূর্ণ এখনো)
না বলিয়ে না কহিয়ে, জনম সংসার
মায়াময়, পলাইলে কবিকুল চূড়া !
কেন পলালে বল, কোন্ অভিমানে
এত শীঘ্র ? ভয়েতে কি ? পাছে ক্রত আসি
নরাশী হিংস্র জন্তু এ মায়া কাননে
গ্রাসে তোমা, সুখী তুমি, তাই এই ভয়ে,
এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সম্বরিলে লীলা ?
ভীরু তুমি ? ভয় কারে ? তবে যাঁরে ভয়,
তাঁর ক্রোড়ে সুখে থাকো, এই আশীর্ব্বাদ !

হা মধু ! নিদ্রিত তুমি অনন্ত নিদ্রায়
পিতৃ ক্রোড়ে ; শিশু যথা ঘুমে অচেতন
ভুলে গিয়ে খেলা ধূলা, জননীর কোলে !
মনে নাই আর কিছু দয়ামায়া শোক
তাপ, সুখ, দুখ, ক্লেশ, সম্পদ বিপদ
সংসারের ; বন্ধুগণ কিন্তু তব হেতু
দহিতেছে অহরহ স্মরি পূর্ব্বাপর।
আতুর নিশ্বাসে তুমি ছিলে বিলুণ্ঠিত
শয্যাতলে, সাংঘাতিক ব্যাধির যাতনে
জ্বালিত হইতে ছিলে, হায় ! হেনকালে
পশিল শ্রবণপুটে বচন নির্ঘাত —
প্রেয়সী দয়িতা তব, শিশুগুলি ফেলি
গিয়াছেন পরলোকে !!! কাল ব্যাধ আসি
নিরাশ্রয়া কপোতীরে বধি তীক্ষ্ণ শরে
হরিয়াছে ! শাবকেরে রাখি শূন্য নীড়ে !!!
কি যে হয়েছিল শুনে মনেতে তখন
তোমার,—তুমিই তাহা মনে জেনে ছিলে।

আর কে জানিবে ? আহা ! রোগের যাতনা
বেড়ে ছিল শত গুণ ! তিন দিন পরে
মুদিলে নয়ন শোকে, জাগিলে না আর !!!
হায় হায় ! একেবারে বিধি বিড়ম্বন !
নিরাশ্রয় হয়ে শেষে আতুর আলয়ে
হারালে জীবন ধন, নিরাশ্রয় সম
সমাধি হইল তব ! হায় ! হায় !! হায় !!!
আমরি ! কি হবে দশা ! নিরাশ্রয় শিশু
মাতা পিতা হীন হয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
কোথায় ফিরিবে তারা, কে দিবে আশ্রয়,
কে দিবে তৃষায় জল, ক্ষুধায় ওদন !
দেশ-কবি সুত সুতা হবে কি ভিকারী ?
ওগো বঙ্গ বন্ধুগণ ! করুণা বিতরি
সহায়তা দান কর, কবির সন্তানে,
কর হে বন্ধুর কার্য্য, এ মম মিনতি।*

রূপ-বর্ণনা।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল।

কবিগণ ও গ্রন্থকারগণ বিবিধ প্রকারে কবিত্ব কল্পনা সংযোগে নায়ক নায়িকার রূপ-বর্ণনা করিয়া থাকেন :—

"বীণা নিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥

* সত্বাধিকারী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মধু-বিলাপের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কি ছার মিছার কামধনুর কত ফুলে।
ভুরুর সমান কথা ভুরু অঙ্গে ভুলে॥
কড়ি নিল মৃগ মদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশার কটাক্ষের কম।
কটু তায় কোটি কোটি কাল কুট কম॥
কি কাজ নিজ্জরে মাছি মুকুতার হার।
ভুলায়ে তর্কের পাতি দণ্ড পাতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধাতার মুখে থুনা লুকাইয়া॥
পদ্ম-যোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চুড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভি কুপে যাইতে কাম কুপে ভুবনে।
ধরেছে কুম্ভ লতার রোমা বলি ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যমান।
হর গৌরী কর পদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অলঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মায়ায়॥
মেদিনী সুইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রাম রম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানি গেল গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল বলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা কাপ সোনার বরণ।
অনলে ছড়িছে কলি তারে দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥

বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কাল ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বরে ভাষে সে কিনারে॥
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখিনু যেমন।
গুণে কি কর কথা না বুঝি কেমন॥"

কবিবর ভারতচন্দ্র কর্তৃক বিদ্যার এইরূপ সুদীর্ঘ রূপ বর্ণনা অতি প্রীতিকর ও মনোহারী নহে কি? কিন্তু এইরূপ কবিত্বপূর্ণ বিস্তারিত রূপ বর্ণনা কি জন্য? কবি কি বিদ্যা যে, অতিশয় রূপবতী কেবল ইহা প্রদর্শন জন্যই এই সুদীর্ঘ অসাধারণ কবিত্ব ও অতুলনীয় কল্পনাপূর্ণ রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে। কবিগণ ও গ্রন্থকারগণ গুণ প্রদর্শনের জন্য রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

যাহার রূপ প্রীতিকর তাহার গুণও বোধ হয় তদনুরূপ সুন্দর। এই জন্যই দেব দেবী রূপবান্ ও রূপবতী বলিয়া সাধারণতঃ কল্পিত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত কবিতার ভিতর শেষোক্ত দুই লাইনই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, গুণ বর্ণনা উদ্দেশ্যই এই সুদীর্ঘ রূপ বর্ণনা। এই সুদীর্ঘ চমৎকার রূপ বর্ণনায় বিদ্যা যে অতিশয় রূপবতী ইহা যেরূপ প্রতীয়মান হয় সেরূপ সে যে, অতিশয় গুণবতী তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহার কারণ কি? রূপ ও গুণের বড়ই নিকট সম্বন্ধ। যেন রূপ থাকিলেই গুণী হইবে। রূপ বর্ণনা সহজ কেননা রূপ সীমাবদ্ধ, শরীরে নিবদ্ধ। গুণ বর্ণনা কঠিন ও সম্ভবপর নহে। গুণ অসীম ও অসংখ্য। সুতরাং গুণের সবিস্তার বর্ণনা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কবিগণ সাধারণতঃ গুণ বর্ণনা উদ্দেশ্যেই রূপের আলো দেখাইয়া থাকেন। যেন সেই আলোতে গুণগুলি লোক চক্ষুর নিকট দেদীপ্যমান হয়। বঙ্কিম বাবু দুর্গেশ নন্দিনীতে অযোধ্যার তিলোত্তমার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন! কিন্তু গুণ বর্ণনা করেন নাই! গুণ তাহাদের চরিত্র বিকাশ ও ঘটনা বৈচিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক গুণ বর্ণনা নিতান্ত অসম্ভব। ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে গুণ অতি শ্রেষ্ঠ জিনিষ। যাহার গুণ নাই তাহার রূপও সুন্দর বোধ হইবে না। শত সুন্দর ভাবে তাহার রূপ বর্ণনা করিলেও উহা প্রীতিকর বোধ হইবে না। দুর্গেশনন্দিনীর গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজের যদি অতি সুন্দর রূপবান্ স্বরূপ বর্ণিত হইত তাহা কি সুন্দর বোধ হইত?

স্বর্ণলতা উপন্যাসের গদাধরচন্দ্রের যদি শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদর্শিত হইত তাহা হইলে

তাহা কি সুন্দর দেখাইত? কাজেই দেখা যাইতেছে গুণই অবর্ণনীয় ও অতি শ্রেষ্ঠ পদার্থ। গুণের তুলনা নাই। রূপ নশ্বর, দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। যৌবন গতেই রূপের ক্ষয়। কিন্তু গুণের ধ্বংস নাই। উহা অবিনাশী ও চিরস্থায়ী। রূপের মধু যৌবন গতেই ফুরাইবে। আর গুণের মধু চিরকাল থাকিবে। রূপের গন্ধ জীবন থাকিতেই লয় হয় কিন্তু গুণের সুগন্ধ জীবনান্তেও সুবাস বিতরণ করিতে থাকিবে।

গুণী ব্যক্তির রূপ না থাকিলেও অপ্রীতিকর দর্শন বলিয়া বোধ হইবে না। আদর্শ গুণসম্পন্ন নিষ্কাম কর্ত্তব্য পরায়ণ বীর হনুমানের রূপ যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় কি? তাহার অশেষ গুণের গতিকে তাহাও যেন এক প্রকার সুন্দর বলিয়া বোধ হয়।

তাহার অপরূপের ভিতরেও যেন এক প্রকার অবক্তব্য সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। বঙ্কিমবাবু দুর্গেশ-নন্দিনীতে বিমলার রূপ-বর্ণনা করেন নাই। ইহাতে তাহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। বিমলার গুণেই তাহার রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার অসাধারণ গুণেই বোধ হয় সে অসাধারণ রূপবতী। রূপ শরীর, রূপ জড় পদার্থের বাহ্যিক বিভূতি। গুণ জীবাত্মার রূপ অন্তর্জগতের বিভূতি।

শরীর নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। কাজেই রূপও নশ্বর, গুণ অবিনশ্বর। রূপদ্বারা ঈশ্বরের সামীপ্য লাভের, মোক্ষলাভের উপায় নাই। কিন্তু গুণ মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনই মোক্ষ। জীবাত্মার বিভূতি সেই গুণই এই মিলনের প্রধান রজ্জু। যেমন নদীগর্ভস্থ নৌকার তীরস্থিত মানবের সহিত রর্জ্জুর সাহায্যে পরিশেষ সংযোগ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। তদ্রূপ গুণরাশির সাহায্যে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়। গুণ দ্বিবিধ যথা—সদ্‌গুণ ও অসদ্‌গুণ। কিন্তু গুণ বলিতে সাধারণতঃ সদ্‌গুণই বুঝা যায়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস ও প্রেম প্রভৃতি সমস্তই সদ্‌গুণের অন্তর্গত। কাজেই তাহা যখন মোক্ষ ও স্বর্গীয় সুখ শান্তির হেতু তখন গুণই বা মোক্ষ এবং শান্তির প্রধান সহায় হইবে না কেন?

অতএব কাব্য ও গ্রন্থাদিতে রূপ-বর্ণনা দৃষ্টে কাহারই রূপের প্রতি মনোযোগ করা উচিত নহে। সকলেরই সেই রূপ-বর্ণনা হইতে গুণ বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এবং সেই গুণাবলী উপলব্ধি ক্রমে গুণী হইতে সচেষ্ট হওয়া সঙ্গত।

নবোঢ়া রমণী।

নবোঢ়া রমণী যেন লজ্জাবতী লতা। লজ্জাবতী লতা কিরূপ ?

"ছুয়োনা ছুয়োনা উঠি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচকরে আছে একধারে সরে।
ছুয়োনা উহার দেহ রাখ মোর কথা॥
তরুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারিধার॥
ঘেরে আছে অহঙ্কারে উঠিয়াছে কোথা ?
আহা ওইখানে থাক দিওনাকো ব্যথা।
ছুইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে।
যেওনা উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুয়োনা ছুয়োনা ওটি লজ্জাবতী লতা॥"
লজ্জাবতী-লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা নহে তত মনোলোভা
তবুত মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায়না কাহার পাশে মান মর্য্যাদার আশে
থাকে কাঙ্গালীর বেশে একা নিরন্তর।
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর॥
নিশ্বাস লাগিলে গায় অমনি শুকায় কায়
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর—
হেন লতার ভাল কে জানে আদর।"

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর নবোঢ়া রমণী কিরূপ ?

স্তন দুটি করে ছ্যাঁদা উরু দুটি বুকে বাঁধ্যা
লাজ ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রণমেতে নিরুত্তর না, না, না, তারপর
টান টোন এখন তখন॥
যদি ম্যায়া লাজ ভয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়
তবে আর না যায় ধরন।
নবীন ভূষণ বাস নবসুধা হাস ভাস
নবরস কে করে গণন॥

৺ভারতচন্দ্র।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা নবোঢ়ারমণীর মাধুর্য্য যেন স্বর্গের এক অভিনব জিনিষ।

সে জিনিষ যেন কেবল দর্শনেই আনন্দ ও পরম তৃপ্তি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বড়ই নিষ্ঠুর। প্রকৃতির সেই অস্ফুটন্ত সৌন্দর্য্য যেন নির্ম্মম কাল স্পর্শন ও পীড়ন করিয়া অচিরেই নষ্ট করিয়া ফেলে। মানুষ সেই অপরূপ মধুর সৌন্দর্য্যে প্রথমে এতই মোহিত হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান ও ভালমন্দ বিবেচনা শক্তি থাকে না। দর্শন মাত্রেই সেই সৌন্দর্য্যে প্রশংসা করিয়া থাকে। কালের পরাক্রমে এই লজ্জাবতী-লতা অমনি শুকাইয়া যায়।

কারণ নিষ্ঠুর জরা ব্যাধির পীড়ন সহ্য করিতে পারে না। কালের সাধারণতঃ কঠিন হৃদয়। কাজেই কাল কোমলতার ব্যবহার জানে না। যে জিনিষটি কোমল ও লজ্জাবতী-লতা সদৃশ, তাহার প্রতি তদনুরূপ কোমল ব্যবহার কর্ত্তব্য। নতুবা তাহা নষ্ট হইবে বা কাজে আসিবে না। রমণী আমাদের জীবনের সহায়, ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সহায় এবং সংসারের অবলম্বন। নবোঢ়া রমণী তাহার প্রথম কোমল মধুর প্রতিকৃতি।

সেই সরল আবিলতাশূন্য প্রতিমূর্ত্তি সংসারের সম্মুখীন হওয়া মাত্রেই সুখ দুঃখের সংস্পর্শে পঙ্কিল হইয়া উঠিল। আর তাহার মাধুর্য্য রহিল না, স্বর্গীয় ভাব রহিল না। রমণীকে পুরুষের সহায় স্বরূপ করিতে হইলে নবোঢ়া রমণীর স্বর্গীয় ভাব যথোচিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেই স্বর্গীয় ভাব রক্ষা করিতে না পারিলে উন্নতির সম্ভাবনা কম। পুরুষ প্রকৃতির মিলনেই মোক্ষ।

পুরুষ প্রকৃতির পরস্পরের সাহায্যেই মুক্তির পথ খোলা হয়। স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের ব্যতিরেকে মুক্তির পথ সহজে নির্ম্মিত হইতে পারে না। অপবিত্র প্রবৃত্তিতে পবিত্র স্বর্গীয় ভাব নাই। অথচ তাহা হইতে পবিত্র ভাবের সম্ভাবনা কম। রূপজ মোহ অপবিত্র প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভব। রূপজ মোহের বশীভূত হইয়া অধম প্রবৃত্তির তাড়নে নবোঢ়া রমণীর স্বর্গীয় ভাব নষ্ট করিলে তাহা আর পুনঃ প্রাপ্তির উপায় নাই। সুতরাং সকল মুমুক্ষু ব্যক্তিরই সেই স্বর্গীয় ভাব যথাসাধ্য রক্ষা ক্রমে নবোঢ়া রমণীকে মোক্ষ সাধনের উপযোগী করা বিধেয়।

ছত্র-ভঙ্গ ।*

লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির সম্মুখ।

মহাদেব দণ্ডায়মান।

(কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

কৃপ। উত্তুঙ্গ হিমাদ্রী শৃঙ্গ তুষার মণ্ডিত
সদৃশ অটল, হোথা শিবিরের দ্বারে
ভীষণ ত্রিশূল হস্তে, বিভূতি ভূষিত
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ভালে কালাগ্নি কিরণ,
বিনাশি অমিশ্রা ঘোর, অগ্নি গিরি যথা
উদ্গারে পাবক রাশি, হের কোন জন
এ নিশিতে রক্ষিতে সুগুপ্ত বীরগণে ;
ভস্মমাঝে বহ্নি যথা, নৈসর্গিক তেজ
ঢাকিয়াছে ছদ্মবেশে, হবে কোন দেব,
অনুকুল শত্রুজনে, হেন লয় মনে
না দিবে পশিতে কারে শিবির মাঝারে ;
সাবধান হও তাত !

অশ্ব। এত শক্তি কার
রোধিবে আমার গতি ? আজি নিশাকালে
দেবতা তেত্রিশ কোটি ল'য়ে পুরন্দর
থাকে যদি দ্বার দেশে রক্ষিতে পাণ্ডবে,
পরাজিয়া সবে আজি পশিব শিবিরে ;
উন্মত্ত জলধী বেগ কে পারে বারিতে

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বারি বন্ধে ? নাহি জানি কোন জন অই
পুড়িতে ইচ্ছিল আজি মোর শরানলে।
(অগ্রসর ও শিব কর্ত্তৃক নিবারণ।)
রে মূঢ় জাননা আজি নিবারিছ কারে ?
সর্ব্ব অন্তকারি যম যাহারে হেরিয়া,
ফেলিয়া প্রচণ্ড দণ্ড যায় পলাইয়া,
সেই মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রোনাত্মজ অশ্বত্থামা
দাঁড়ায়ে সম্মুখে, যদি ইচ্ছ বাঁচিবারে,
যাও পলাইয়া, তোমা দিলাম অভয়।

মহা। শুন বীর ! প্রাণ ভয় লোকে যারে বলে,
জানিনা কখন আমি, জানিব না কভু ;
সামান্য মানব এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
যত যত জন আছে, মিলিয়া সকলে
বিরোধে আমারে, চূর্ণ হবে মুহূর্ত্তেকে,
মিশিবে বিলয় শূন্যে আমার ইঙ্গিতে ;
আছি একেশ্বর আমি শিবির রক্ষণে ;
মোরে জিনি পশ শূর—পশতার মাঝে,
নতুবা ফিরিয়া যাও।

অশ্ব। কৃতান্ত তোমারে
স্মরণ করিল বুঝি ? দেখি, সহ তবে—
পার যদি সহিবারে মোর ভূজ ভার।
(অস্ত্রাঘাত।)

মহা। বীর ! ধন্য তব বিক্রম পুরুষকার,
ভীষণ অসম রণে আহ্বানিলে মোরে,
রুদ্র অংশে জন্ম তেঁই ক্ষমা দিনু তোরে।

অশ্ব। ধন্য বাহুবল। তবে সহ আরবার
এ ভীষণ বাণ, যাহে দহে ভূমণ্ডল

মহা। দেখিলা কি অশ্বত্থামা। ব্রহ্মাস্ত্র অনল,
ভস্মিভূত হয় যাহে এই ত্রিভুবন,
স্পর্শে মোর বৈশ্বানর স্বভাব ছাড়িল ;

যাও বীর ফিরি গৃহে, বিফল বিক্রম।

অশ্ব। কে তুমি বলহ মোরে, মানিনু বিস্ময়।
অদ্ভুত বিক্রম, বীর্য্য অলৌকিক তব,
পিতৃ পদ চিহ্ন ধ্যান করি যবে রণে
প্রকাশি ব্রহ্মাস্ত্র জলে, স্বর্গে পুরন্দর—
পাতালে অনন্ত—মর্ত্তে নরেন্দ্র মণ্ডল—
থর থরি কাঁপে সবে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড
ক্ষণমাত্রে পায় লয় যাহার পরশে,
ভীম ঝঞ্ঝাবাতে, ঘোর অশনী সম্পাতে,
অটল অচল যথা হিমাদ্রী শিখর,
অবিচল ভাবে তুমি সহিছ দাঁড়ায়ে ;
দুর্ণিবার পরাক্রম, দুর্জ্জয় প্রতাপ,
কোন্ দেব হবে মোরে দেহ পরিচয়।

মহা। মম পরিচয়ে বীর কি ফল তোমার ?
অসীম অনাদি কাল জগৎ নিধান
বিশাল জঠরে যার, পরমাণু চয়
ধাতার অশান্ত সৃষ্টি ইচ্ছা প্রভঞ্জন
তাড়িত হইয়া বেগে, জল কুল যথা
সাগর উরস মাঝে, জলবিম্ব মত
অগণন ব্রহ্ম ডিম্ব প্রসবিছে সদা,
প্রকাণ্ড পৃথিবী এই তাহার তুলনে
অনুমাত্র, সেই বিশ্ব মম তম তেজে
প্রচণ্ড পাবক মাঝে তুচ্ছ তৃণ প্রায়
ভস্ম হয়ে যায়, চিহ্ন নাহি থাকে তার,
লয় রূপে সৃষ্টি আমি বিনাশি সর্ব্বথা,
সেই মহারুদ্র শিব সর্ব্বনাশ কারি,
ভক্তি ভাবে ফাল্গুনির বাঁধা দ্বারদেশে
রক্ষিতে শিবির, বীর ! রুদ্র অংশ তুমি,
অনিবার্য্য তেজ তব হইল নির্ব্বাণ
মহারুদ্র বীর্য্য ভরে ; ফিরি যাও রথী।

নারিবে নাশিতে যেই আমার আশ্রিত।

অশ্ব। হে মহেশ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
ভকত বৎসল দেব। বিতরি করুণা
হৃদয়ের অভিলাষ পুরাও আমার,
আজন্ম এ দাস তব পদ যুগ সেবে,
তব কৃপা কণা মাত্র লভিবার তরে
কঠোর তপস্যা ব্রতে বহুদিন হতে
আছি রত, ইষ্টদেব। প্রসন্ন অন্তরে
দেহ বর, পিতৃ বৈরী হৃদয় শোণিতে
জুড়াই অন্তর জ্বালা, এই নিশাকালে
পিতার তর্পন করি পিতৃ-স্নেহ ঋণ,
বিক্রীত যাহাতে এই নশ্বর শরীর,
শুধিয়া মানব জন্ম করিব সফল,
দেব ! দেব ! আর বর না চাহিব কভু,
দেহ এই ভিক্ষা তব চির দাসে প্রভু !

মহা। কেন বৃথা এ সাধনা দ্রোণের নন্দন।
জানি আমি পরম ভকত তুমি মোর,
কিন্তু নরোত্তম পার্থ নর নারায়ণ,
কত কল্প কাল ধরি সুকঠোর তপে
বহু জন্ম গোঁয়াইল আরাধিয়া মোরে,
সেই সুকৃতির বলে সদা তুষ্ট আমি
পার্থ প্রতি, তার প্রেমে বিক্রীত শরীর ;
এ বর ছাড়িয়া যদি অন্য বর চাও,
দিব অকপটে ; কেন অরিষ্ট আপন
ঘটাবে বিরোধি বীর গাণ্ডিবীর সহ ?

অশ্ব। বুঝিনু, বুঝিনু, শূলী ! রক্ষিবে পাণ্ডবে
ভাণ্ডিয়া আমারে, দাস চির ভক্ত তব,
তব পদ বিনা অন্য পদ নাহি জানে,
এক মাত্র ভিক্ষা মোর মানব জীবনে,
তোমার চরণ দেব না মিলিল যদি,

বেদস্তাত ! দীক্ষিত হইয়া ধর্নুর্ব্বেদে
করিনু প্রতিজ্ঞা, যদি ব্যর্থ কৈলা শেষে,
কেন তবে বহি পাপ জীবনের ভার ?
ব্যর্থ কৈলা ব্রহ্মশীর, আছে অস্ত্র আর
নারায়ণী নাম যাহার নাশে ভুবনত্তম,
ইষ্ট দেব ! এই অস্ত্রে তোমার সম্মুখে
ত্যজিব জীবন, দেব ! দেখ বীর পণ,
প্রতিজ্ঞা নিস্ফল পাপে করিও তারণ।

মহা। কি কর কি কর বৎস ! রাখ অস্ত্র তূণে,
জানিনু আমার পদে দৃঢ় তব মন,
একেশ্বর ধনঞ্জয় পৃথিবীর ভার
মম তেজ বলে বীর করিলা মোচন,
অবশিষ্ট আছে যাহা অবধ্য তাহার ;
যাও বীর ! ভবিতব্য কে অন্যথা করে ?
ধর তব অস্ত্র, ভীমত্তম তেজ সনে
পশিয়া শিবির মাঝে, প্রতিজ্ঞা আপন
পালিয়া অখণ্ড রাখ নিয়তি লিখন,
দেখ চেয়ে শূন্য পানে, কাল অন্ধকারে
আচ্ছন্ন শিবির দেখ, আমার কৃপায়
নর চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা
অগণন ভূতগণ—কাল অনুচর,
ভীষণ ভৈরব রূপে ব্রহ্মাণ্ড আতঙ্ক
বাহিরিছে চতুর্দ্দিতে অলক্ষিতে সবে
সহায় থাকিবে তব আমার আজ্ঞায়।

(মহাদেবের প্রস্থান।)

কৃপ। উঠ বাপু ! একি, কেন বিচেতন প্রায়।
শিবিরের দ্বারে দেবে নাহি দেখি ক্ষণ,
অদৃশ্য হইলা, একি দেখিনু স্বপন !

অশ্ব। দেখিলা কি দোঁহে কিবা নৈসর্গিক খেলা ?

কৃপ। কিছু না দেখিনু, গাঢ়তর অন্ধকারে

ঢাকিয়াছে এ শিবির, যেই ক্ষণ হতে
ত্রিশূল ধারণ দেব অদৃশ্য হইলা।

অশ্ব। কোটি স্তর গাঢ়তর নরকান্ধকারে,
পাপিষ্ঠ পাঞ্চাল সহ পাণ্ডু পুত্রগণ,
ক্ষণ পরে ত্যজি প্রাণ এই খড়্গা ঘাতে
ডুবিবে, ডুবিবে, কে রক্ষিবে সবে আর ?
একাকী পশিব আমি শিবির মাঝারে,
থাক দ্বার দেশে দোঁহে সতর্ক প্রহরী ;
নিরস্ত্র কবচ হীন কিম্বা আততায়ী
বালক স্থবির যুবা অথবা রমণী,
যে চাহিবে বাহিরিতে, নির্ম্মম অন্তরে
কাটিবে তাহার শির, যতেক পাতক
সকলি আমারে লাগে করিনু শপথ।

(প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

প্রেম ও ভক্তি।

এই কর্ম্মাঘাত কঠোর অনন্ত জগৎ প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকিত হইয়াছে, নতুবা এই বিশাল জগৎ হইতে দয়া, মায়া, ভালবাসা, স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিত। প্রেম মানব হৃদয়কে সরস স্নিগ্ধ করে। যাহার হৃদয়ে প্রেম অধিষ্ঠিত আছে, এ সংসারে সেই ধন্য। প্রেম এই নিখিল জগতের উপর অনন্ত করুণা বর্ষণ করে।

সাধারণতঃ আমরা প্রণয় এবং প্রেমকে একার্থবাচক বিবেচনা করি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রণয়ের যখন চরমোৎকর্ষ সাধন হয়, তখনি প্রণয় প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অতএব প্রণয়ের যাহা পরিণতি তাহাই প্রেম। প্রণয়ের অঙ্কুর ভালবাসা। ভালবাসা রূপান্তরিত হইয়া প্রণয়—প্রণয়ের পরিণতিতে প্রেম। ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহা ভক্তি সঞ্জাত। প্রেম স্বর্গীয়। প্রেমের মহিমায় কে জড়িত নহে ? রাম, শ্যাম, যদু, মাধব সকলেই প্রেমের কুহকে পড়িয়াছে।

রাম হয়ত বিবাহিত নহে, এ পৃথিবীর কাহারও প্রেমে বা ভালবাসায় সে আবদ্ধ নহে, তথাপি প্রেমের মায়ায় মুগ্ধ। সে ঈশ্বরকে ভালবাসে অতএব সে প্রেমিক !

শ্যাম, "ঈশ্বর কেন সৃষ্টিকর্ত্তা হইল" এই বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করে,

কেননা, পরমেশ্বর রামকে ধনবান করিয়াছেন ও তাহাকে দরিদ্র করিয়াছেন, রাম সুখী, সে অসুখী, অতএব দিবানিশি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি গালি বর্ষণ করে, সে গালি প্রেমিক।

যদু ভালবাসে পিতামাতাকে। তাঁহাদের পদামৃত পান না করিয়া সে জল গ্রহণ করে না, অতএব যদু প্রেমিক। এইযে পিতামাতার প্রতি প্রেম ইহাও ভক্তিমূলক।

মাধব তাহার হৃদয়ানন্দদায়িনীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহাকে একমুহূর্ত্তের জন্য চোখের দৃষ্টির অন্তরাল করিতে পারে না, অতএব মাধব প্রেমিক। এইযে প্রেম ইহা ভালবাসা সঞ্জাত।

প্রেম মানব হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান। একমুহূর্ত্ত মানব প্রণয় বিহনে থাকিতে পারে না। প্রণয় এই কর্ম্মাঘাত, কঠোর মানবজীবনের একমাত্র আনন্দ, মানব অনুকরণের স্নিগ্ধ, সরস শ্যামল ক্ষেত্রের একমাত্র শোভন পুষ্প। প্রেম হৃদয় মরুভূমের একমাত্র জলাশয়।

যে একবার প্রেমে মজিয়াছে, সে দিশেহারা, অন্ধ, ভালমন্দ জ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্তভাবে প্রেমের উদ্দাম স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়; তাই প্রণয় দেবতা কিউপিড (Cupid) মদন অন্ধ।

স্বার্থপরতা মূলক যে প্রেম তাহা প্রকৃত প্রেম হইতে বহুনিম্নে অবস্থিত। কিন্তু এ জগতে নিঃস্বার্থ প্রেম কোথায়? এখানে স্বার্থসিদ্ধির শত সহস্র বেষ্টনে প্রেম বেষ্টিত। এ প্রেম সর্ব্বদা মানবের সর্ব্বনাশ সাধনের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত। প্রেমের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব। আর বুঝিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট, লুথার ও রুষে। প্রেমের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, শকুন্তলা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, প্রতাপ। রোমিও ও জুলিয়েট, ফার্দ্দিনান্দ ও মিরোন্দা, বিদ্রাকা এবং দাণ্ডে, কন্‌রাদ এবং মিদোর আদম দেস্‌দিমনো গুলনিয়ার। আর বুঝিয়াছিলেন, আমাদের সীতাসতী, পিতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র, প্রতাপসিংহ আপনার জন্মভূমিকে ভালবাসিতেন, অতএব তিনি স্বদেশ-প্রেমিক। রোমিও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া যখন সপ্রেমকণ্ঠে জুলিয়েটের মৃতপ্রায় কমনীয় দেহলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"Eyes look your last arms take your last embran and lip o, you the door of breatle, seal with a rightens kiss here is my come, ... thus with a kiss idle" তখনই প্রেমের চরমোৎকর্ষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৷৷৴০, ছোট বোতল ৷৷৴০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৷০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচ অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা।

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুয়ায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৷৷০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Manick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩২শ বর্ষ] ১৩৩৩, ভাদ্র, [৫ম সংখ্যা

১।	কালীশঙ্কর রায়	... ...	১২৯
২।	অসমীয়া সত্র ও সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	১৪০
৩।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল	১৪৪
৪।	ছত্র-ভঙ্গ	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	১৪৭
৫।	গোবিন্দলাল	পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী	১৫১
৬।	আত্মহারা	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	১৫৯
৭।	সমালোচনা	... ...	১৬০

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা; বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 2-9-26.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৬০, ডজন ৭॥০, গ্রোস ৭৫৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1388.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

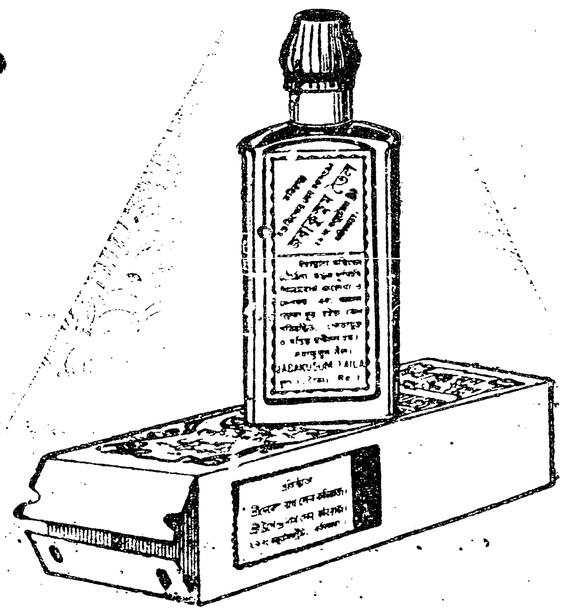

জবাকুসুম তেল প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

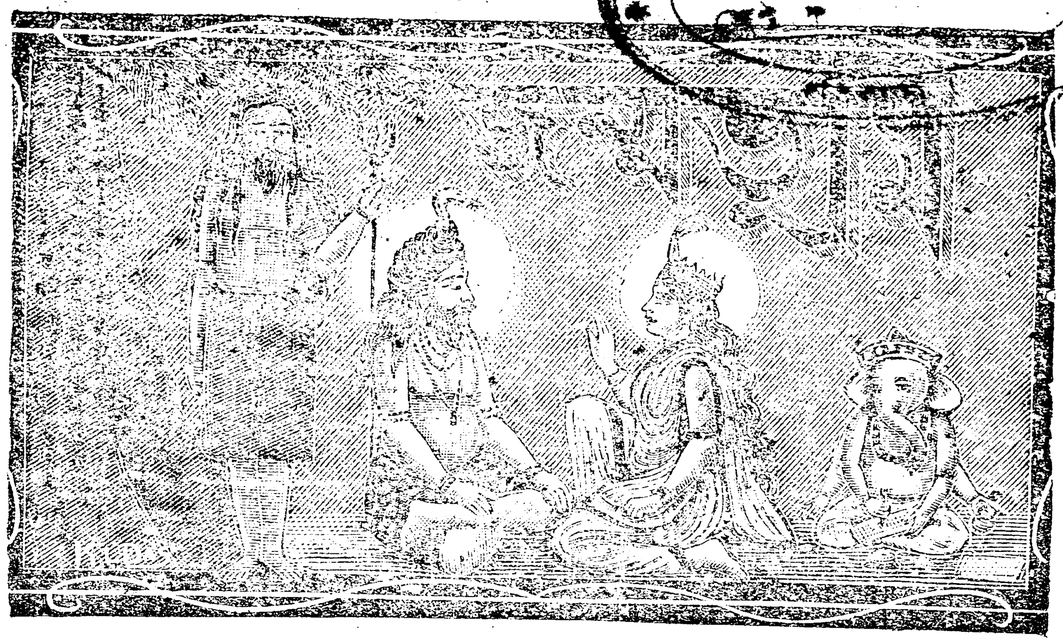

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ বর্ষ } ১৩৩৩ সাল, ভাদ্র { ৫ম সংখ্যা

কালীশঙ্কর রায়।

গড়াইল জমীদার বংশের আদি পুরুষ।

অবতরণিকা।

প্রতিভার বিকাশই মানবের পূর্ণত্ব। যাঁহার যেরূপ প্রতিভা পরিস্ফুট, তাঁহার তদ্রূপ পূর্ণত্ব। এই প্রতিভা সাধারণতঃ দুই প্রকার—কিন্তু মূলতঃ এক। প্রত্যেক মানবজীবনে প্রতিভার একটা অস্পষ্ট ছায়া আপতিত হইয়া থাকে। যাঁহার যেরূপ শক্তি বা স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁহার তদ্রূপ প্রতিভা ধারণের সামর্থ্য। স্বভাবজাত প্রতিভা আপনা হইতে উঠিয়া আপনিই বিলয় হয়। এই উত্থান পতনের মধ্যে কেহ প্রতিভাকে পরিমার্জিত করিতে পারে, কেহ পারে না।

বস্তুতঃ প্রকৃত প্রতিভা ঐশ্বরিক বস্তু; উহার পূর্ণ স্ফুরণে মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব এমন কি দেবত্বে পর্য্যন্ত উন্নিত করিতে পারে। প্রতিভা আলোকপ্রাপ্ত মনুষ্য কর্ম্মময় জীবনের সমুদায় কর্ম্মই সহজে এবং সত্বরে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

এই কারণেই মানব সমাজে প্রবাদ আছে যে, "প্রতিভায় উন্মত্ততা আনয়ন করে (yeriaus acrin to mead) এই উন্মত্ততা কিন্তু মস্তিষ্ক বিকাশ নহে, পরন্তু মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিণতির সামঞ্জস্য। কার্য্য উপস্থিত হইলে যে, ব্যক্তি তৎ-পরতা দেখাইতে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই এই উন্মত্তরে অধিকারী। কার্য্যক্ষম প্রতিভা পরিচালক মানবকে অপর মানবে এই জন্যই "দেব" আখ্যায় পর্য্যন্ত অভিহিত করে। প্রাচীন ভারতের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি লোকও সাধারণ মানব সমাজে দেবতা আখ্যা প্রাপ্ত। এক কথায় বলিলে, ইহাই যথেষ্ট যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই লোকে সমাদর করে, ইহার অর্থ প্রতিভার পূজাকে বুঝিতে হয়।

প্রতিভা পূজক মনুষ্য সাধারণ মানব হইতে অতি উচ্চে, এই জন্য আমরা প্রতিভার আধার ব্যক্তিগণকে জগতের মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট দেখিতেছি, যাঁহার যে পরিমাণে প্রতিভার বিকাশ আছে, তাহার সমাদর সেই পরিমাণে। অদ্য আমরা একটি প্রতিভাশালী মহৎ-পুরুষের জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত। দেখিতে পাইবে ইহাঁর কর্ম্মময় জীবনে কি অনৈসর্গিক ভাব এবং কতদূর কর্ম্ম করণী শক্তি বিদ্যমান ছিল। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে প্রতিভার বিকাশে মানবের পূর্ণতা কিরূপে সম্পাদিত হয়।

মহাত্মা কালীশঙ্কর একমাত্র প্রতিভার জন্যই বঙ্গ-বিখ্যাত জমীদার বংশের আদি কর্ত্তা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসীম কার্য্যকারিতা শক্তির জন্য সামান্য গরীব কায়স্থবংশ হইতে দেশমান্য মহা-প্রসিদ্ধ জমীদারীর সৃষ্টিকর্ত্তা বঙ্গবাসীর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল চিত্রিত হইয়া আছেন। বর্ত্তমান যশোহর জেলার সুপ্রসিদ্ধ নড়াইল জমীদার বংশের ইনিই স্থাপয়িতা এবং আদি কর্ত্তা। ইহাঁর অতুল্য কার্য্যশক্তি এবং অপ্রমেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অসীম আত্মসম্ভ্রম এবং অপার ধীশক্তি গুণে এক সময় প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী ভবানী মুগ্ধচিত্তে ইহাঁকে তাঁহার "বাওয়ান্নলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার" নিজস্ব সম্পত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যকারক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তৎকালিক বঙ্গে কালীশঙ্করের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি দ্বিতীয় কেহ ছিল কিনা, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠিত। অদ্য আমরা এই মহা-পুরুষের জীবনী লইয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি।

প্রথম লহর।

কালীশঙ্করের বাল্যজীবন—ভাবী উন্নতির সূচনা বালক কালীশঙ্করের বীরত্ব এবং মহাপ্রাণতা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময় – যে, সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবে বঙ্গদেশে আপন সাধনার মূলমন্ত্রের উদার বীজমন্ত্র প্রচার করিয়া রাজা প্রজাকে একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতঃ ইংরাজ রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল প্রোথিত করিতেছিলেন, গভর্ণর জেনারাল ওয়ারেণ হেষ্টিং যখন নিজের কৃতিত্বে কোম্পানির স্বার্থ সংযোগ করিয়া দেশে শাসন নীতি প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন এবং সাধারণ বঙ্গীয় প্রজাগণ যখন —জমীদারদিগকে প্রকৃত রাজ সম্মানে সম্মানিত করিতেন—ঠিক সেই সময়ে মধ্য বঙ্গের স্নিতসলিলা কলনাদিনী চিত্রা তরঙ্গিণী তীরে "শুপার ঘোপ" নামক একটি গণ্ডগ্রামে রূপরাম সরকার নামে একটি গরিব দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ পরিবারবর্গ লইয়া স্বোপার্জ্জিত শক্তিতে সুখে দুঃখে গৃহস্থালী করিতেছিল।

এই রূপরাম পরিশ্রমী কার্য্যপটু সামান্য গৃহস্থ। ইহাঁর পরিণীতা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী তৎকালিক বঙ্গীয় গৃহস্থের কার্য্যাবলীতে অতি দক্ষা—গরিব ভদ্র গৃহস্থ গৃহের উপযোগী বেশভূষায় পরিতুষ্টা, আত্মীয় স্বজন, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্টা। হস্তে এয়োতির লক্ষণ শাঁখা আর সীমন্তে নিধায় সান্ধ্য গগনের অস্তগমনোন্মুখ ক্ষীণ লোহিত রেখার ন্যায় সিন্দুর রাগ এবং মস্তকে অসংবদ্ধ উৎক্ষিপ্ত সমীরান্দোলিত বিস্রস্ত ধূসর মেঘরাশির ন্যায় কেশ-পাশ। পরিধানে "হটু" পেড়ে অর্দ্ধ মলিন স্থূল বস্ত্র। বাক্যে সংযত গমনে মন্থরা, গাত্র-বর্ণে শ্যামা। কিন্তু দোষের মধ্যে এখন যে গরিব ভদ্র গৃহিণী সংসারের সার লক্ষ্য পুত্র কন্যায় বঞ্চিতা। রূপরাম এই গৃহ কার্য্যেতে পূর্ণ উপযুক্তা স্ত্রী লইয়া সংসার করিতেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও একটি স্ত্রী ছিল। তাহার নাম কালীতারা। এই রহস্যটি সেই সপ্তদশ শতাব্দির শেষ সময়ের প্রচলিত সমাজের নব্য দলের অনুকরণে পরিচালিতা। স্বামী গৃহে কৃষিকার্য্যের যোগাড় যন্ত্র করিতে তৎপর বলিয়া ইনি অধিক সময় পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেন। সুপারঘোপ গ্রাম হইতে ইহাঁর পিতৃভবন দুই কি আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী রূখানি গ্রামে। এই গ্রামে কালীতারার পিতা নগণ্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহার গোলা, গরু, তেজারতি, মহাজনী এবং জমী জায়গা যথেষ্ঠ। একমাত্র কন্যা কালীতারাকে পিতা মাতা স্নেহের চক্ষে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। সুতরাং পিতৃগৃহে পালিতা কন্যাগণ যেরূপ স্বভাবত সৌখিন এবং আদর-নিয়তা হয়, কালিতারার তাহাই ঘটিয়া ছিল।

রূখানি গ্রামের সাধারণ অধিবাসীগণ কালীতারাকে সর্ব্বদা কাঁচি লইয়া রাঙ্গ কাটিতে, মোমের দ্বারা কেশরাশি বিন্যাস করিতে, পঁইছা আর হাস্‌লি পরিয়া বেশভূষায় শরীর সজ্জিতা থাকিতেই দেখিত। তাহার যৌবন সুলভ অনাবিল রূপরাশি গৌরবর্ণের আভায় উপরোক্ত বেশভূষার পরিপাটীতে একটি প্রভাতি তারার ন্যায় দেখাইত। কালিতারা পিতা মাতার যত্নে এবং আগ্রহে নামান্য সামান্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৈশাখ, কার্ত্তিক প্রভৃতি পুণ্যাহ মাসে "মেয়েলি ব্রত" করিতেন। কখন ব্রতকথা লইয়া পাড়ার আর আর মহিলাগণ মণ্ডলাকারে বসিয়া একমনে শুনিয়া থাকিতেন। তখন কালীতারা "সুবচনীর" কি "মঙ্গলচণ্ডী" দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া দুটি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীনা এই সংবাদ শুনিয়া এক বর্ষকাল সংযত ভাবে "শিব-গৌরীর" ব্রত করিয়া আবার অধিক বয়সে তিনটি পুত্রলাভ করিয়া ছিলেন। কালীতারার পুত্র পিতার নিকট অনেক সময় আসিতেন না। মাতার নিকটেই শিক্ষা লাভ করিয়া পূর্ণ বয়সে একদিন বৈমাত্র ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসিয়া ছিল। এই সময় রূপরামের প্রথমাপত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী আসিয়া স্বপত্নী পুত্রকে কহিলেন, "বাপু! তোমরা হচ্ছ আদরিণী সুয়োরাণীর ছেলে, তোমাদের এই দুঃখিনীর পুত্রগণের সঙ্গে পথে পথে মাঠে ঘাটে ধূলাকাদা মাখিয়া বেড়াইলে অপমান হইবে। তোমরা এই সুপারঘোপ গ্রামে আসিও না।" বালকগণের মধ্যে নন্দকিশোর জ্যেষ্ঠ। সে তখন উত্তর করিল, "মা, আর আমরা তোমার সুখে বাধা দিতে এই গ্রামে আসিব না। অদ্য হইতে আমি বিদায় হইলাম।" কনিষ্ঠ রামনিধি কহিল, "মা! বাবা শুনিয়াছি, বেত বাড়িয়া গ্রামে একটি জোত কিনিয়াছেন, আমরা তথায় বাড়ী করিয়া থাকিব। মাতুল গৃহে বাস করা পিতা প্রপিতামহের কলঙ্ক।"

যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন কালীতারার পুত্র ত্রিপুরাসুন্দরীর দ্বিতীয় পুত্র কালীশঙ্করকে ধরিয়া আদর করিয়া কহিল, "ভাই, তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই মার কথায় বিরক্ত হইয়া আমাকে ত্যাগ করিস্ না, শুনেছি, বাবা বলিয়াছেন, ঠাকুর মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, কালীশঙ্করের কুষ্ঠির ফল "লক্ষ্মীলাভ" ভাই কালী, আমরা পাঁচ ভাই, আমাদের মধ্যে বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই। মা স্ত্রীজাতী, মা এই সুপারঘোপে আইসেন না, তাই বড় মা বিরক্ত হইয়া ঐ কথা কহিয়াছেন, বোধ হয়, আমি তাতে বিরক্ত। কালীশঙ্কর নীরব।

নন্দকিশোর আবার কহিল, "যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক, এই গ্রামে আর আসিব না, কিন্তু ভাই, তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকিতে চাহ, তবে চল বাবার সেই নূতন জোত বেত বাড়িয়া গিয়া বাড়ী করি।" গঙ্গারাম উত্তর করিল, "আচ্ছা তাই হউক।"

এই সময় ত্রিপুরাসুন্দরী কিছু লজ্জিতা হইয়া পুত্রগণের সৌভ্রাতৃত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কহিলেন, "দেখ নন্দ! তোমরা তিনভাই গঙ্গা একা, তোমাদের মধ্যে কালী নাকি খুব চতুর আর পারসী পড়িয়াছে, তোমরা যেখানে থাক গঙ্গাকে সঙ্গে রাখিও। আমি স্ত্রীলোক, তোমার মা আমারে দেখিতে পারেন না বলিয়া আমি ওকথা বলিয়াছি, রাগ করনা, দুঃখ করনা, কালী তুইতো চুপ করিয়া আছিস, আয় বাড়ীর মধ্যে যাই, নূতন ধানের চিড়া আর হালি শশা আছে, খাইবি তো আয়।"

এই বলিয়া ত্রিপুরাসুন্দরী লজ্জিতা হইয়া পুত্রগণের জন্য চিড়া ঝাড়িতে বসিল। ভ্রাতৃ চতুষ্টয় পরস্পর আলাপ করিতে করিতে বাড়ীর একটি ভগ্নপ্রায় গৃহের মাঝে গিয়া তাস খেলিতে বসিল। কালীশঙ্কর স্বভাবত বড় অল্প ভাষী, কিন্তু বড় আত্মভিমানী, বিমাতার কথায় তাহার কিশোর হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিল। পিতৃস্থানে বাস করিতে পারিব না সুতরাং দ্বিতীয় বাড়ী চাই, ইহা তাঁহার দাদার অভিমত হইয়া গেল। মাতুলালয়ে থাকা অনুচিত বুঝিয়া বালক কালীশঙ্কর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "আমি বাড়ী প্রস্তুত করিব।"

দ্বিতীয় লহর।

তাস খেলা।

ভূষণার থানা হইতে দুইজন বালাগস্তি বাহির হইয়াছে। তাহারা দারোগা মহাশয়ের আদেশানুযায়ী নবগঙ্গা নদীর ধার হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রা বালসালা প্রভৃতি নদীর তীরবর্ত্তী স্থান গুলির শান্তিরক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আউট পোষ্ট ছিল না, পূর্ব্বে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত থানা, মহকুমা এই অঞ্চলে মাত্র ভূষণায় সিঙ্গা আর বর্ত্তমান খুলনায় "নওবাবাদের" থানা নামে তিনটী মাত্র থানা ছিল। এই থানাত্রয় হইতে দেশের লোকের শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইত। ভূষণা একে পূর্ব্বের মুসলমান আমলের ফৌজদারের বসতি স্থান, তাহার পর রাজা সীতারাম রায়ের সবিশেষ যত্নে তাহাকে আরো সমৃদ্ধি নগরীতে পরিণত করিয়া-

ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্থলে প্রথমে পুলিশ ফৌজ রাখিয়া দেশ শাসন করিতেন। এই জন্য এই স্থান হইতে দুইজন বালাগস্তি (বর্ত্তমান জমাদারের ক্ষমতা প্রাপ্ত কনেষ্টেবল) বাহির হইয়া অনেক গ্রাম নগর ঘুরিয়া একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে এই সুপারঘোপ গ্রামের রূপরাম সরকারের বাড়ীতে আহারের জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

এই সময় রূপরাম বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার ধার্ম্মিকা সহধর্ম্মিণী ত্রিপুরাসুন্দরী অতিথিরূপী থানাদারের লোক দুইজনকে আশ্রয় দিয়াছেন। ভোজপুরে অর্দ্ধ বাঙ্গালী অর্দ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষা অভিজ্ঞ বালাগস্তিদ্বয় গরিব গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইয়া সেই প্রখর গ্রীষ্মতাপে পীড়িত ভাদ্রে মধ্যাহ্নে একটি খর্জ্জুর পত্রের নির্ম্মিত মান্দুরের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সরকার মহাশয় বাড়ী আসিলে আহারের যোগাড় হইবে বলিয়া শায়িতাবস্থায় এক একবার গুরু-গম্ভীর স্বরে কহিতেছে, "আরে ও সরকার মশাই খানা নাহি দেওগে।" এই বাক্যের কেহ উত্তর দিল না, মাত্র সরকার পত্নী গৃহকোণে থাকিয়া পুত্রগণের জলযোগের যোগাড় করিতেছিলেন, আর এক একবার পথের দিকে চাহিয়া স্বামীর আগমন প্রতিক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় ভ্রাতৃচতুষ্টয় একটি ভগ্নপ্রায় গৃহ মধ্যে অসময়ে পল্লি বালকের স্বভাবসিদ্ধ নীরবে তাস খেলিতে ছিলেন।

অতিথিদ্বয় ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হইয়া আবার কহিল, "আরে ও সরকার গৃহিণী, তোমরা ছেলিয়ারা কাঁহা?" উত্তর নাই। ভগ্নগৃহ হইতে অতি চুপে জ্যেষ্ঠ নন্দকিশোর বলিল, "কালি, তুইতো হিন্দী জানিস, যাতো ভাই ঐ হিন্দুস্থানী দুটোকে অপেক্ষা কর্‌তে বলে আয়, বাবা নেওড়ার হাটে দোকানদারের কাছে গিয়াছেন, এলেই খাবার পাবে।"

কালি। কেন বাবার অপেক্ষা করে কি হবে। এদের খাবার যা যোগাড় কর্‌তে হয়, চল না আমরাই গে কচ্ছি।

নন্দ। না—তাকি হয়। ওরা সরকারী লোক, তাতে আবার পশ্চিমদেশী, ওদের সাথে আলাপ করে যা খেতে দেওয়া উচিত, তা বাবা বুঝেন, আমরা কি জানি।

কালি। জানবো না কেন? মানুষ যা খায়, তাই দিলেই হবে।

গঙ্গা। না ভাই সরকারী লোক চটে গেলে বড় বিপদ।

রাম। ওরা যে তোড়াই মোড়াই করে।

কালি। তোড়াই মোড়াই আমরা জানি না?

গঙ্গা। দূর না—মেরে ভূত ছাড়া করবে, নয়তো ধরে থানায় নিয়ে যাবে।

কালি। বড়দাদা, তুমি তাস দিতে থাক, আমি ওদের দু'নজকে বলে আসি।

নন্দ। হাঁ বলে আয় যে, বাবা এলে খাবার মিল্‌বে।

কালি। না দাদা, মা যে আমাদিগকে চিড়েগুড় আর শশা দিয়েছেন, এই ওদের দিয়ে আসি।

রাম। আমরা কি খাবো, এমন নূতন ধানের চিড়ে।

কালি। মুখের গ্রাস পরকে দিয়ে তবে সময়ে আপন করিয়া লইতে হয়, অথচ আপনগণ্ডা ঠিক্ রাখ্‌তে হয়, এইত নিয়ম।

এই সময় গঙ্গারাম তাস তাসিয়া অতি শব্দের সহিত কহিল, "নে বড়দাদা, তুমি কেটে ফেল, এই কাট শব্দ অতি গম্ভীরভাবে বালাগস্তিদ্বয়ের কর্ণে গেল। তাহারা তখন ভাবিল, কিরে এই ছোড়া চারিটি কি কাটিতেছে। কোন লোককে খুন করিতেছে নাকি? আজকাল এই অঞ্চলে তো দিনরাত কেবল খুন জখমের কাণ্ড চলিতেছে। ভাবিয়া বালাগস্তিদ্বয় উঁকি মারিয়া দেখিল, কিন্তু পরক্ষণে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তোমাদের একি চরিত্র। বেলা দুই প্রহরে কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, আহার নাই, স্নান নাই, খেলা করিতেছ। আমরা অতিথি তাতে সরকারী লোক। আমাদের খাবার আয়োজন করিতেছ না, প্রাণে ভয় নাই।"

কালিশঙ্কর কহিল, "আমরা কি করিব, ভয় করে আর কর্‌ব কি, উপায় নাই। তোমরা কি চাও খাবার—তা বাবা না এলে হচ্ছে না। তবে ব্যস্ত হইও না, তিনি এলেন বলে।"

নন্দকিশোর এই সময় চিড়া, গুড়, শশা ও অন্যান্য ফলমূল বাহির করিয়া খেলিবার স্থানের নিকট রাখিল। তাহার অর্থ—মাত্র কালীশঙ্কর বুঝিল। গঙ্গারাম ও রামনিধি কহিল, "ওকি দাদা?"

নন্দ। চুপকর, এই বিন্তি দেখ, কালীশঙ্কর তুই ঐ দু'জকে বলগে যে, দুই প্রহরের রৌদ্রে অপেক্ষা করিয়া থাক, বাবা আসুন, খেতে পাবে, বেশী আমাদের ব্যস্ত করিও না, আমরা ছেলে মানুষ কোথায় কি পাব।"

পশ্চিম দেশীয় পুরুষ দুইটি কিছু স্নিগ্ধ প্রকৃতির লোক, তাহারা বালকগণের কথায় আর ব্যবহারে চুপ করিয়া রহিল। রামনিধি উঠিয়া তামাক আনিতে যাইতেছে, এমন সময় গৃহস্বামী রূপরাম সরকার আসিয়া ডাকিল, "নন্দ, কালী, তোরা কোথা রে?" ভ্রাতৃ চতুষ্টয় তখন ভয়ে চুপ করিয়া তাস ফেলিয়া বাহিরে আসিল। অতিথির একজন কহিল, "সরকার মশায়, আমরা তোমার অতিথি।"

রূপরাম শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কিরে তোরা বাড়ী থাকিতে এই দুইটি লোককে পাকের যোগাড় করে দিস নাই, হতভাগা গুলো।"

অতিথি। তোমরা ছেলেগুলি অতি বেল্লিক, দুই প্রহরে তাস খেলিতে ছিল।"

রূপ। কি তাস? হারে কায়েতের ঘরের মুর্খ, লেখাপড়া নাই, সৌজন্য নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, ক্ষেত খোলার কাজ নাই, খাবি কি করে রে। ব্যাটারা দাড়া"—রূপরাম পুত্রগণকে মারিতে উদ্যত। এই সময় গৃহিণী আসিয়া বাধা দিলেন। রূপরাম বলিলেন, "যা তো কেলে, ঐ গাছটা থেকে গোটা কয়েক ডাব পেড়ে আন্‌তো।" কালীশঙ্কর নীরবে নারিকেল গাছে উঠিলেন। রামনিধি আর গঙ্গা অতিথিকে জল আনিয়া দিল। পূর্ব্বের সেই চিড়া গুড় শশা আর ডাব খাইয়া অতিথিদ্বয় শয়ন করিল। নন্দকিশোর পিতাকে বলিল, "বাবা এই রৌদ্রে কালীকে গাছে উঠিতে দেওয়া কি ভাল হইয়াছে?" বলা বাহুল্য যে, অভিমানী কালীশঙ্কর তখন নারিকেল পাড়িয়া দিয়া গাছেই বসিয়া আছে। ক্রোধ হইয়াছে যে, এই রৌদ্রে বাবা গাছে উঠিতে বলিলেন। আমি যদি মরি। গঙ্গারাম কহিল, "বাবার অতিথি দেখিলে জ্ঞান থাকে না, আয় কালি নেমে আয়।" রূপরাম কিন্তু প্রকৃতই লজ্জিত হইলেন। কিছু না বলিয়া গামছা লইয়া স্নানে গেলেন। অভিমানী কালীশঙ্কর গাছ হইতে নামিতে ছিল, কিন্তু সহসা গৃহদাহের উপক্রম দেখিয়া কালি লাফাইয়া একখানা ক্ষুদ্র ঘরের ছাদে গিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে মহা সোরগোল উপস্থিত হইল। পল্লির বহুলোক তথায় উপস্থিত হইল। অগ্নি বড় বৃদ্ধি হইল না, মাত্র একখানি ক্ষুদ্র গৃহ পুড়িয়া শেষ হইল। সেই গৃহের মধ্যে সরকার বংশের পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত "শালগ্রাম শিলা" ছিল, তাহা অগ্নিতে পুড়িয়া গিয়াছে জানিয়া গ্রামসুদ্ধ লোক-সহ রূপরাম বড় মর্ম্মাহত হইল। এই সময় তথায় একটি প্রবীণ বয়স্ক আচার অনুষ্ঠানে রত গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের চিন্তা নাই, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, অদ্যকার এই লাঠি এই তরুণকাণ্ডে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের এক মহা উন্নতির ক্রিয়া।" রূপরাম করযোড়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কিরূপ কথা প্রভু?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তোমার পুত্র চারিটির মধ্যে প্রথম আর দ্বিতীয় বড় অদৃষ্টবান পুরুষ, তৃতীয়টিও উপার্জ্জন ক্ষম। কিন্তু কনিষ্ঠ বড় অন্নায়ু। এইটি বুঝি দ্বিতীয় ইহাকে আমি পরীক্ষা করিব, এখন বেলা অধিক হইয়াছে, সকলেই পরিশ্রান্ত বৈকালে তোমাকে সব জানাইব।"

ত্রিপুরাসুন্দরী গণকের কথা শুনিয়া আহ্লাদে তাহার আহারের যোগাড় করিলেন। পাড়ার লোক চলিয়া গেল, ভ্রাতৃগণ স্নানে গেল। বালাগন্তিদ্বয়ের মধ্যে ছটুসিংহ কহিল, "ক্যা ভেইয়া, সমজতে হো, এহি লড়কা বো পেড় চড়া হ্যায়, ওহি বড়া হো যায়েঙ্গে।" পরগণ সিংহ কহিল, "হা তাইতো বুঝিতেছি, আমি আজ হইতে এই বালকের ভাগ্য লক্ষ্য করিব।" দুইজনে এইরূপ আলাপ করিয়া নীরব হইল।

এই সময় নদীতীরে একটা উচ্চ রোল উঠিল। সকলেই সেই দিকে ছুটিয়া গেল। কেবল ব্রাহ্মণ তখন চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে ছিলেন, আর ত্রিপুরাসুন্দরী শালগ্রাম শিলার চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন। নদীর তীরে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি জলে ভাসিতে ভাসিতে সরকার বাড়ীর নদীর ঘাটে ঘোর্ণার মধ্যে ঘুরিতে ছিল। নন্দকিশোর প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ জলে সাঁতার দিতে দিতে ঐ শবদেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, কেবল কালীশঙ্কর কহিল, "কি দাদা মানুষকে এত ভয় কেন? তাজা হউক, আর মরা হউক, মানুষ মানুষই। শবদেহটা পাকের জলে একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে। তাহার শরীরে সুবর্ণের অলঙ্কার ছিল। বস্ত্র একেবারে কটি শূন্য হয় নাই। মাথার কেশপাশ গ্রীবা বেড়িয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সলিল তরঙ্গে এক একবার মুখের আভাষ দেখা যাইতেছিল। রামনিধি এই সময় চীৎকার করিয়া পিতাকে ডাকিল। তাহার ভীত চীৎকারে দশ বারটি লোক সেখানে উপস্থিত হইল। জলের ঢেউর মধ্যে দূর হইতে দেখা গেল যে, শবদেহের দক্ষিণ হস্তে কি যেন মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ধরা রহিয়াছে। নদীর তীরস্থ একটা অর্জ্জুন বৃক্ষের তলে জনতার মধ্যে রূপরাম সরকার দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার বিশ্বাস হইল, শবদেহকে উঠাইয়া যত্ন করিলে বেন রক্ষা পাইতে পারে। তাই পুত্রদিগকে বলিলেন, "তোদের ভয় নাই, মড়াটা জল হইতে উঠাইতে পারিস?" পিতার কথা শুনিয়া রামনিধি ও গঙ্গারাম লাফাইয়া তীরে উঠিল। নন্দকিশোর এঁ্যা ওঁ করিতে লাগিল। উদ্যমশীল সাহসী কালীশঙ্কর ডুব দিয়া গিয়া পাকের মধ্যে উপস্থিত হইল। ভবিষ্যতের ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র কালীশঙ্কর শবদেহকে অতি সুকৌশলে নিজের পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া ঘাটের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন নন্দকিশোর গিয়া শবদেহকে ধরিল, দুই ভাইয়ে ধরা ধরি করিয়া মৃতাকে তীরে উঠাইল। দর্শকবৃন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, দেখা গেল, সত্য সত্যই মৃতার দক্ষিণ হস্তে একটা নাতি ক্ষুদ্র সুবর্ণের ত্রিশূলাঙ্কিত রহিয়াছে, এই অদ্ভুত শব দেখিয়া রূপরাম সরকার পূর্ব্বের সেই বালাগন্তিদ্বয়কে ও ব্রাহ্মণকে

আহ্বান করিলেন। তাহারা আসিয়া শবদেহকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল। কালীশঙ্কর কহিল, "ঠাকুর আমি জলে ডোবা রোগীর একটা নূতন চিকিৎসা শিখিয়াছি, উহাতে অন্য কোন রকম কিছুই করিতে হইবে না, কিন্তু এত লবণ কি সংগ্রহ হবে?" দর্শকদিগের মধ্যে স্তাতড়ার হাটের একজন লবণ ব্যবসায়ী দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "মূল্য পাইলে দশমণ লবণ আমি এখনই দিতে পারি।" রূপরাম নিজের কাপড়ের খুঁট হইতে তৎক্ষণাৎ বারটি টাকা বাহির করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে লবণ আনীত হইল। তদীয় তীরের মৃত্তিকার স্তরে স্তরে লবণ রাখিয়া মৃতদেহকে তাহার উপর উত্তান ভাবে রক্ষিত হইল। বক্রি লবণ দ্বারা মৃতদেহকে ঢাকিয়া রাখা হইল। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে ও করুণায় বালক কালীশঙ্করের এই নবীন চিকিৎসা পদ্ধতির গুণে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শবদেহের স্পন্দন হইল। চোক মুখ ঢাকা লবণরাশি চাপে চাপে রক্ষিত ছিল, নাকের ডগার নিকট তাহা ফাটিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ তখন আহ্লাদে হরিনাম করিতে লাগিল। ক্ষিপ্রকর্ম্মা কালীশঙ্কর দ্রুত হস্তে চোখের মুখের ও নাকের লবণ সরাইয়া দিল। এই ভাবে প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যার অতি প্রাক্কালে মৃত রমণী সজীব ভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। দর্শকবৃন্দ তখন আবার হরিধ্বনি করিল। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোকের মধ্যে কেহ সেস্থান হইতে নড়িল না। সোৎসুক নয়নে সকলে কৌতুক দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, সাত আট ঘণ্টার মধ্যে মৃতা রমণী যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিল। চারি দিকে চাহিয়া, "গোঁসাই! গোঁসাই! তোমরা কোথা? ওমা একি! এ সব কি, আপনারা কারা?" বলিতে লাগিল।

রমণীর এই কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দের আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তখন সরকার গৃহিণী ত্রিপুরাসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া একখানা অর্দ্ধ-মলিন রক্তিমাভ চেলির কাপড়ে তাহাকে জড়াইয়া বুকের সঙ্গে তাহাকে সাপটিয়া ধরিল। এই সময়ে কালীশঙ্কর রমণীর হস্তস্থিত সুবর্ণের ত্রিশূল গ্রহণ করিল। নন্দকিশোর এবং পূর্ব্বের সেই ব্রাহ্মণ রমণীকে ধরিয়া রূপরাম সরকারের গৃহে দ্বারে আনিয়া বসাইল। কামিনী তথায় কালীশঙ্করের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি ত্রিশূল লইয়াছ, সাবধানে রাখিও, এ ত্রিশূল তোমার গৃহে থাকিতে তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না। প্রত্যুত প্রভুত বিষয় সম্পত্তির উপার্জ্জনের সঙ্গে মহা যশস্বী হইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান বালক, তোমার দ্বারা কখনো কোন

কামিনীর অপমান হইলে ত্রিশূল তো হারাইবে, প্রত্যুত তোমার বুক ফাটিয়া মৃত্যু হইবে!"

এইরূপ কথা শুনিয়া উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী বিস্মিত হইয়া গেল। রমণীর পরিচয় জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইল। ক্রমে জনতা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বালাগন্তি দ্বয়ের হাক ডাকে জনতা কমিয়া গেল। নবীন জীবিতা রমণী তখন একদৃষ্টে পূর্ব্ব দৃষ্ট ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিয়া রহিল। দর্শকগণ দেখিল, ব্রাহ্মণ মৌনী, অশ্রুজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। শীত-পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া রূপরাম সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর! ব্যাপার কি?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এই রমণী আমার পত্নী। ভগবানের লীলা অনন্ত, অপার করুণা, এ বড় অদ্ভুত ঘটনা, সরকার মহাশয়, আপনার ভাগ্য প্রসন্ন, তাই এই উত্তমশীল বালক কালীশঙ্করের পিতা হইয়াছেন। পত্নী! আমি সব বুঝিয়াছি, এই পুণ্যবতী কামিনীর সঙ্গে গৃহের মধ্যে যাও। সরকার মহাশয়! সকলেই সমস্ত দিন উপবাসী, আহার ও বিশ্রাম অন্তে সকল কথাই বলিব। এস কালীশঙ্কর, এখনি আমি তোমার শক্তি সঞ্চার করিতেছি।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কালীশঙ্করের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার পঞ্চাত্তর বৎসর পরমায়ু, তুমি ভাবী বঙ্গের এক বিখ্যাত আভিজাত্য বংশের আদি পুরুষ হইবে। তুমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, দরিদ্রের রক্ষা করিয়া কাশীধামে জীবন ত্যাগ করিবে। এস নন্দকিশোর, তুমি আমার স্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিয়াছ, তুমি অদ্বিতীয় বলশালী ও মহা সাহসী হইবে।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইল। তখন স্বপুত্র রূপরাম ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতঃ হইলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী এই সময় কতকটা রক্তচন্দন আনিয়া বগলাসুন্দরীর কপালে লেপন করিল। ধান দুর্ব্বা নিয়া তাহার পায়ে দিল। উৎসাহে উলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল। দর্শকগণ হরিধ্বনি দিয়া যে যাহার স্থানে গমন করিল। কিন্তু ঘটনা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক রহিল।

(ক্রমশঃ)

অসমীয়া সত্র ও সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ

[লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

সত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য—'সত্র' শব্দের সাধারণ অর্থ ধর্ম্মস্থান বা ভজনালয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহাকে 'আখড়া' অসমীয়া বৈষ্ণবেরা 'সত্র' এবং দক্ষিণাপথের বৈষ্ণবেরা 'মঠ' বলেন। আখড়া, সত্র ও মঠের গঠন-প্রণালী দেশভেদে বিভিন্ন রকমের হইলেও উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—গুরুর সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক শিষ্যগণের নৈতিক ও পরমার্থিক উৎকর্ষ-সাধনে সহায়তা করা।

মহন্ত ও গোস্বামী—সত্রের প্রধান আচার্য্যের উপাধি হইতেছে 'মহন্ত' বা গোস্বামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-ইতর জাতির যে সকল গুরু শিষ্যগণকে 'নাম মন্ত্র' প্রদান করিতেন আহোম রাজগণের আমোলে তাঁহারা কেবল 'মহন্ত' নামে অভিহিত হইতেন। 'মহন্ত' শব্দ ব্যাকরণমত শুদ্ধ নহে। কারণ—মহান্ শব্দের বহুবচনে মহান্ত হয়। বর্ত্তমানকালে ভারতের কতকগুলি স্থানে মহন্তদিগকে মোহে অন্ত হইবার কথা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এক্ষণে 'গোস্বামী' শব্দের অর্থ বলা যাউক। গো শব্দে স্বর্গ, পৃথিবী, বাক্য প্রভৃতি এবং স্বামী শব্দে ঈশ্বর বা মূল বুঝায়। বর্ত্তমানে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি জাতীয় সত্রাধিকারিগণ 'মহন্ত' পদবী হেয় জ্ঞান করিয়া নামের শেষে 'গোস্বামী' পদ লেখেন। শিবসাগর জেলায় ৺কমলাবাড়ী, ৺বেঙ্গেনাআটী এবং আরও কয়েকটী কায়স্থ সত্রাধিকারী আপনাদিগকে 'মহন্ত' উপাধি দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন। সত্রাধিকারীকে অসমীয়া ভাষায় 'সত্রাধিকার' বলা হয়। 'মহন্ত' কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে 'নামঘোষা'য় উল্লেখ আছে :—

"কৃষ্ণপদ মাত্র সেবা করে সমস্তে কামনা পরিহরে
বেদ ব্যবহার কাহিতো ভুলজ্বায়।
কৃষ্ণপদ সেবাসুখ মনে করে অনুভব সর্ব্বক্ষণে
ইহাক মহন্ত বুলিয়া জানা নিশ্চয়॥"

গোঁসাই প্রভু ও সত্র পরিচালনার ব্যবস্থা—সত্রের প্রধান আচার্য্য বা গোঁসাই প্রভু কেবল শিষ্যগণের নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষা প্রদানে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহার উদরান্নের সংস্থান হয় বা কিরূপে? তদ্ব্যতীত সত্র

পরিচালনের জন্য অর্থের আবশ্যক। কাজে কাজে কোন ব্যক্তিকে 'শরণ' দিয়া শিষ্য করিবার পর গোঁসাই প্রভুকে তাঁহার উপর বাৎসরিক ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা কর ধার্য্য করিতে হইল। কোন কোন সত্রাধিকারী মহাশয় শিষ্যগণের উপর ঐ কর না চাপাইয়া প্রত্যেক শিষ্যের বাড়ী পিছু (per family) উহাই লইয়া থাকেন। পূর্ব্বে শিষ্যগণের নিকট কেবল 'বরঙ্গনী'(১) লওয়া হইত। আসাম অঞ্চলের কোন কোন সত্রে এখনও এই প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে।

তিন সম্প্রদায়ের সত্র—কায়স্থ জাতীয় শঙ্করদেব প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতানুযায়ী কামরূপ রাজ্যে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া তদীয় শিষ্য মাধব দ্বারা গঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'মহাপুরুষীয়া' নামে অভিহিত। শঙ্করদেব কামরূপে সত্রের আদি প্রবর্ত্তক। তাঁহার দেহত্যাগের পর মহাপুরুষ দামোদর দেবশর্ম্মা ও মহাপুরুষ হরিদেব শর্ম্মা দুইটী স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করেন। এই দুই সম্প্রদায়ের নাম 'দামোদরী' ও 'হরিদেবী' এবং সত্রের নাম দামোদরী সত্র ও হরিদেবী সত্র। বংশীগোপাল দেবের শিষ্যগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলি বর্ত্তমানকালে 'দামোদরীয়া সত্র' বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু আদিতে সেগুলি 'মহাপুরুষীয়া সত্র' নামে খ্যাত ছিল। কেননা—বংশীগোপাল দেব, মাধবদেবের দ্বারা মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত প্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসামের বৈষ্ণব ধর্ম্মকে "মহাপুরুষের ধর্ম্ম" বলা হইত। 'উদাসীন সত্র' গুলি ব্যতীত—নানা কারণে—মূল সত্র গুলির নানা শাখা-প্রশাখা বহুসংখ্যক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। প্রত্যেক শাখা-সত্র বর্ত্তমানে উহার আদি সংস্থাপকের নামে পরিচয় দিতেছে।

বিভিন্ন সত্রে নিয়ম প্রণালীর বিভিন্নতা—মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের সত্রগুলির প্রত্যেকটীতে নিয়ম-প্রণালীর অল্পাধিক বিভিন্নতা আমরা দেখিতে পাই। গোঁসাই প্রভুগণের স্বেচ্ছাভাবই ইহার কারণ; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের কোন মহন্ত বা গোস্বামী আদিতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নির্দ্দিষ্ট বিধানের কিছুমাত্র অন্যথা করেন নাই—সকলেই এক মতানুবর্ত্তী ছিলেন। মহাপুরুষীয়াদিগের মতে "শঙ্করদেব ও মাধবদেবকে গুরু ঠিক রাখিয়া তাঁহাদিগের সহিত 'আতা' প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিকে গুরু শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায়।"

(১) বরঙ্গনী—সত্রের কোন কাজকর্ম্ম করিবার প্রয়োজন বোধ হইলে গোঁসাই প্রভুর আদেশে যখন কোন শিষ্য কায়িক পরিশ্রমে অথবা উহার পরিবর্ত্তে অর্থ দিয়া অন্য লোক লাগাইয়া করিয়া দেন অসমীয়ারা তাহাকে 'বরঙ্গনী' বলেন।

গোপাল দেবী সম্প্রদায়ে শঙ্করদেব ও মাধবদেব গুরুরূপে বৃত আছেন। তবে মহাপুরুষীয়েরা যে সকল 'আতা'কে গুরু বলিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করেন, গোপালদেবীরা তাঁহাদিগকে না করিয়া অন্যান্য 'আতা'কে গুরু বলিয়া তাঁহাদের নাম স্মরণ করেন; কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মূলে শঙ্করদেব ও মাধবদেব গুরুরূপে বৃত আছেন।

শিষ্যগৃহে গুরুর আগমন—উজনীয়া অঞ্চলের কোন সত্রাধিকারী গোস্বামী প্রভু, শিষ্যের বাড়ীতে কর আদায় করিতে, 'শরণ' দিতে অথবা কোন উৎসব উপলক্ষে যান না। তবে যদি কোন শিষ্য তাঁহাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার আবাস-স্থানের সন্নিকটে গুরুর জন্য কীর্ত্তন ঘর, স্নানঘর, পাকশালা, শয়নঘর, পাইখানা ও গুরুর সহিত আগত ভক্তবর্গের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে অথবা চৌদোলায় করিয়া সেখানে আনিতে পারেন। আমরা জানি—শ্রীশ্রী৺আউনী আটী ও শ্রীশ্রী৺দক্ষিণপাট সত্রাধিকারী প্রভুর জন্য অস্থায়ী ঘর করিতে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় না করিলে তাঁহাদের সম্মানের উপযোগী হয় না। বহু সংখ্যক ভক্ত-পরিবৃত না হইয়া এবং বিনা আড়ম্বরে উক্ত গোস্বামীদ্বয় কোথাও যান না বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়ার কল্পনা কোন মধ্যবিত্ত শিষ্যের মনে স্থান পায় না। এমন কি, ঐ অঞ্চলের কোন অর্থশালী শিষ্য নিজ ব্যয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতে অকস্মাৎ ফকির হইবার আশঙ্কা করিয়া থাকেন। বহুদূরবর্ত্তী স্থানের যে সকল শিষ্য পাশাপাশি অথবা ৩।৪ মাইলের মধ্যবর্ত্তী গ্রামে বাস করেন—কিন্তু ইচ্ছা হইলেও দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সত্রে আসিয়া গুরুদর্শন করিতে পারেন না—তাঁহারা পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিয়া আপনাদের দেখা-সাক্ষাতের সুবিধামত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুরু ও তাঁহার সহিত আগত শিষ্যগণের জন্য অস্থায়ীভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সত্র হইতে তাঁহাকে মহাড়ম্বরে আনাইয়া থাকেন। সেখানে গুরু, শিষ্যগণের আত্মীয়-স্বজনদিগকে 'শরণ' দিয়া থাকেন।

কামরূপ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মহাপুরুষীয়া সত্রগুলির নাম যথাঃ—১। গৌহাটী মৌজায়—টেকোবাড়ী সত্র; ২। বেলতলা মৌজায়—সিটরা সত্র; ৩। হাজো মৌজায়—ধুপরগুরি ও দবিসত্র; ৪। পলাশবাড়ী মৌজায়—পুখুরীপার ও শিলপোটাসত্র; ৫। ছয়গাঁও মৌজায়—কৈমারী সত্র; ৬। ছমরীয়া মৌজায়—ছমরীয়া ও মালীবাড়ী সত্র; ৭। রাণী মৌজায়—বড় হেরামদ সত্র, সরু হেরামদ সত্র, বড় ফুলগুরি সত্র, সরু ফুলগুরি সত্র, গুরপুট সত্র ও শিকারহাটী সত্র; ৮। রঙ্গিয়া মৌজায়—নবুর্কা সত্র, পুরণ বুর্কা সত্র, সিটরা সত্র, সিঙ্গিখাল সত্র, মহরা সত্র ও মৈহাটী সত্র; ৯। বগরীবাড়ী মৌজায়—ময়নবাড়ী সত্র; ১০। সরুক্ষেত্রী মৌজায়—গৌমুরা সত্র; ১১। মানিকপুর মৌজায়—অকয়া, কালজার ও বামাগাটা সত্র, ১২। ভবানীপুর মৌজায়—ভবানীপুর, কালজার ও গুয়াগাছা সত্র, ১৩। দমকা-চকাবাউসী মৌজায়—চকাবাউসী সত্র; ১৪। রূপসী মৌজায়—জনীয়া, ঘিলাজারী ও রাঙাপানী সত্র; ১৫। বড়পেটা মৌজায়—বড়পেটা সত্র, সুন্দরীদিয়া, বারাদী, গণককুছি, পাটবাউসী ও মন্দিরা সত্র; ১৬। শুয়ালকুছি মৌজায়—রংঘর সত্র, হাটী সত্র, ডেকাবাপুর সত্র, সরু সত্র, জয়মেধির সত্র ও ভাঠি সত্র।

দৈবজ্ঞ সত্র—কামরূপের আল্লিবাড়ি(১) ও পুখুরিপার সত্র; মঙ্গলদৈয়ের বামুনদি সত্র এবং নগাঁওয়ে একটী সত্রের অধিকারী গ্রহবিপ্র। উক্ত আল্লিবাড়ি সত্র বেলসর পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত এবং রাণী মৌজায় অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য পন্থীর সত্র—১। কামরূপ জেলায়—নলবাড়ী (পোঃ আঃ—নলবাড়ী), সন্ধেলী (পোঃ আঃ—টীহু); আনন্দপুর (পোঃ আঃ—পাট্টাচ্ছারকুছি), আল্লিবাড়ী (পোঃ আঃ—বেলসর) ও রামপুর (পোঃ আঃ—সরভোগ); ২। নগাঁও জেলায়—মিছামারী সত্র (পোঃ আঃ—জাগি); ৩। শিবসাগর জেলায়—মোহনকাঠ (পোঃ আঃ—আহতগুরি), তামোলবরীয়া (পোঃ আঃ—নাজিরা), পুরতমীয়া ও কলাবরীয়া সত্র। শেষোক্ত সত্র দুইটী মাজুলি 'চাপড়ী'তে অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ 'খাতি' (বিশুদ্ধ) কায়স্থ সত্র—১। লখিমপুর মহকুমায় বাসুদেব থান। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল 'নরোয়া'। চতুর্ভুজ ঠাকুরের ভাগ্নেয় দামোদর এই নরোয়া সত্রের সংস্থাপক। বাসুদেব থান বর্ত্তমানে ঢাকুয়াখানা পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত। ২। শিবসাগর জেলায় কোয়ামারা (পোঃ আঃ—শিবসাগর), দীঘলি, শ্যামাগুরি ও বেঙ্গেনাআটী (!?) সত্র। ৺বেঙ্গেনাআটী সত্র* আউনীআটী পোষ্ট অফিসের এলাকাধীন। ইহা বর্ত্ত-

(১) আল্লিবাড়ি সত্র—অসমপ্রদীপিকা ১৮৪২শক, আহার মাহ, ৬২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* বর্ত্তমান গোস্বামী শ্রীযুত পূর্ণানন্দদেব গোস্বামী। ইনি এই সত্র সংস্থাপক ৺মুরারীর বংশধর নহেন। আমরা বিগত কার্ত্তিক মাসে এ [illegible] ৺[illegible]গুরি সত্র এবং আর একবার ৺আউনীআটী সত্র হইতে ৺বেঙ্গেনাআটী সত্রে গিয়াছিলাম।

—লেখক।

মানে ৺আউনী আটী সত্রের পশ্চিম দিকে ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভাবলী গ্রন্থে পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য মুরারী কর্ত্তৃক বেঙ্গেনাআটী সত্র স্থাপনের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বীরহরি দত্ত বরুয়া বলেন, "৺মুরারী কামরূপের চামরীয়া মৌজায় সর্ব্বপ্রথম এই সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।" তিনি কোন্ জাতীয় ছিলেন, আমরা কোন পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাই নাই। যাহা হউক, ৩। নগাঁও জেলার বিশুদ্ধ কায়স্থ সত্র যথা—কালশীলা, শ্যামগুরি, ভোগবাড়ী, আইভেটী ন সত্র, কুজী, শুকনল, রামপুর, বরবারী, বালী ও বটদ্রবা সত্র। ৪। তেজপুর মহকুমায়—সুন্দরীথান ও বেচেরীয়া গ্রামস্থ শলগুরি সত্র (পোঃ আঃ—তেজপুর)। ৫। কামরূপ জেলায়—সুন্দরীদিয়া, পাটবাউসী, ঘিলাজারি, বামনা ও সিংরা (?) সত্র। ৬। গোয়ালপাড়া জেলায়—দলগোমা ও বিষ্ণুপুর সত্র।

আগামীবারে দামোদরী ও হরিদেবী সম্প্রদায়ের সত্রগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইবে। (ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

[লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,]

(৭)

উমেশচন্দ্রের ধর্ম্মভাব।

কালের প্রভাবে হিন্দুর হিন্দুত্ব খর্ব্ব হওয়ায় বিজাতিগণের সংস্পর্শে হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণমণ্ডলি বিশেষতঃ আচার ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তথাপি এখনও একদল আচারে তাঁহারা প্রাচীন আচার ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখিতে চান। সেই শ্রেণীর লোক উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি ইষ্টদেবের উপর নির্ভর করিয়া দৈনন্দিন সংসারের কার্য্যকলাপ করিতেন। কালের কুটিল গতিতে উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজের চাকুরী করিতেন বটে—কিন্তু নিজের ধর্ম্ম নিজের আচার ব্যবহার বরাবর বড় বলিয়া জানিতেন। তখন আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রালাপ শুনিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের সার-সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যৎকিঞ্চিৎ

সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। কাজের খাতিরে যৎকিঞ্চিৎ উর্দ্দু জানিতেন। পীতাম্বরের ধর্ম্মভাব উমেশচন্দ্র বাল্যকালে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজ বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবের সমারোহ দেখিয়াছিলেন। তিনি চিরকাল হিন্দুধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সম্মান করিতেন।

উমেশচন্দ্রের মাতৃ শ্রাদ্ধ।

তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধের সময় দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিত আনয়ন করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিদায় ১০০৲ টাকা ও পাথেয় দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন যিনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব (Principal) প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি অধ্যক্ষকতা করিয়াছিলেন। উক্ত পদে পূর্ব্বে লোকপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিসিক্ত ছিলেন। উমেশচন্দ্রের মাতৃ শ্রাদ্ধে দানসাগর দান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রতী ছিলেন না বটে, কিন্তু সকল প্রেতকার্য্য তাঁহার ভ্রাতা সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) দ্বারা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত শ্রাদ্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। উমেশচন্দ্রের হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে এত অধিক টাকা খরচ করিতেন না। উমেশচন্দ্র ৺কাশীধামে তাঁহার পিতার নামে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন এবং গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত জিউর সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ছিল এই যে,—ধর্ম্ম শাস্ত্রকারকেরা সকলেই মেধাবী ও ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাঁহারা যে পরিমাণে গবেষণা, চিন্তা করিয়া শাস্ত্র লিখিয়া প্রচলিত করিয়াছেন সে পরিমাণে গবেষণা, চিন্তা করিবার সময় বা ক্ষমতা নাই আমার অতএব শাস্ত্রকারকগণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাহাদের মতাবলম্বী হওয়া ভাল। এই বিবেচনায় তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞা বা বিপরীত মত বলিতে শুনা যায় নাই। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি রায়পুরের লর্ড সিংহ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"I am one of those who refuse to renounce my Hinduism, however little room there may be for me personally in the Hindoo social organism, ... Although obsevances may seen offensive and stories told about the gods may seen incredible, yet as a rub of action a system which has been the

growth of ages is infinetely more precious than any theory which he could think out for himself. He will know that his own mind—that the mind of any single individual is unequal to so fast a matter, ... A man who brings into contempt the creed of his country is the deepest of criminals, he deserves death and nothing else."

"অর্থাৎ যদিও হিন্দুসমাজে আমার অস্তিত্ব অতি স্বল্প, তথাপি আমি আমার হিন্দুধর্ম্ম আমি পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহি। হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপ যদিও কিম্ভূতকিমাকার আমার নিকট বোধ হইতে পারে বটে, হিন্দু দেব দেবীর সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প অসম্ভব বোধ হইতে পারে বটে, তথাপি যে শাস্ত্র স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা মানিয়া আমাদের চলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নিজের মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, স্মৃতিশাস্ত্র যাহা মহামহা ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন, আপনি একাকী তাহা অপেক্ষা, সমীচীন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন কি? আপনি ঐসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আপনার ঐসকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানিয়া চলা উচিত। যে ব্যক্তি জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে বা অবজ্ঞা করে—তিনি একেবারে পাষণ্ড এবং তাঁহাকে শূলে আরোপন করা উচিত।

উমেশচন্দ্রের আটপৌরে ও পোষাকী ভাব।

উমেশচন্দ্রেরও ঐরূপ মত ছিল। তাঁহার আটপৌরে ও পোষাকীভাব ছিল তাহাতে লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। পোষাকীভাবে তিনি একেবারে বিলাতী ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু আটপৌরেভাবে তিনি নবনী অপেক্ষা কোমল এবং সহৃদয় হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একদা বিলাতে পাদরীগণ তাঁহাকে অপদস্ত করিবার মতলবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি তেত্রিশকোটি হিন্দু দেব দেবী পূজা করেন।" তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"আপনারা যদ্যপি Trinity পূজা করিতে পারেন, আমি তেত্রিশকোটি পূজা করিতে পারিব না কেন?" "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মে ভয়াবহ।" তিনি গীতার এই শ্লোক সর্ব্বদা মনে রাখিতেন। তিনি আর্য্য ঋষিগণের দর্শনশাস্ত্র পড়িতে ভাল বাসিতেন। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের বৃত্তিতে যে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভক্তি সহকারে পাঠ করিতেন। (ক্রমশঃ)

ছত্র-ভঙ্গ।*

[লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী]

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির অভ্যন্তর।

(অশ্বত্থামা।)

অশ্ব। অগণ্য বিজয়ী বীর বিহ্বল নিদ্রায়,
মনোহর স্বপন মায়ায়
বিমোহিত, ভুলিয়াছে সমরের ক্লেশ,
কুহকিনী কল্পনার কৃত্রিম কিরণে
উজলিছে ভবিষ্যৎ জীবন পথের
অন্ধকার, নাহি জানি ক্ষণেক বিলম্বে
ভাঙ্গিবে সুখ স্বপন চিরদিন তরে;
ভীষণ আঁধার! তুমি অনাদির আদি,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে সহচর তুমি
নিশার, দেখেছ তম অবিচল ভাবে
নৃসংশ তরক্ষু দলে নাশিতে লুকায়ে
নিদ্রিত মেষ শাবকে গোষ্ঠের মাঝারে,
কত কোটিবার তুমি যামিনীর সহ;
হেরিয়াছ দুরন্ত হিংসক ফণিনীরে
নাশিতে বিহঙ্গ শিশু কুলায় পশিয়া.
মুমূর্ষ ব্যঞ্জক আর্ত্তনাদে সে সবার
হওনি কম্পিত কভু, হওনি অন্তর,
কিন্তু যে বিকট কান্তি বিভীষিকা ময়
এইক্ষণে অভিনীত হবে এ শিবিরে,

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

না পালাও হেথা হ'তে দেখিয়া সে সবে,
হও নিমুদিত, যাও ডুবিয়া আঁধারে ;
দেখনা, দেখনা এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
হবে কক্ষচ্যুত সবে, পড়িবে খসিয়া,
কিন্তু কোথা পাঞ্চাল পামর ব্রহ্মবধি ?

(দ্বার উদ্ঘাটন।)

ক্রোড় অঙ্ক।

শিবির অভ্যন্তর।

অশ্ব। এই না সুসুপ্ত পাপী পাণ্ডব সেনানী
স্থূল বক্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরকুল কালী ?
না, না, ব্রহ্মবধি পাঞ্চাল শোণিতে
রুদ্র দত্ত অসি করিব না কলঙ্কিত,
দেখ চক্ষু মেলি,
ক্ষত্রকুল কলঙ্ক নৃসংশ মূঢ় মতি !

ধৃষ্ট। মরিতে ইচ্ছিল কেবা নিদ্রা ভাঙ্গি মোর ?
কে তুমি দাঁড়ায়ে ? একি দেখিনু স্বপন !

অশ্ব। স্বপন এ নহে মূঢ় ! দেখ ভাল ক'রে,
পার যদি চাহিবারে পাঞ্চাল বংশের
দাবানল রূপী এই অশ্বত্থামা পানে।

ধৃষ্ট। জানিনু এখন বীর কোন হেতু আজি
পশেছ শিবির মাঝে নিশিথে একাকী,
শুন মহারথী ! ক্লান্ত সমরের শ্রমে,
নিরস্ত্র কবচহীন আছি আমি এবে,
হেন অনুচিত কালে সম্ভবে কি কভু
দ্রোণ পুত্রে আক্রমিতে প্রতিযোধী বীরে ?
বীর-পুত্র বীর তুমি বিখ্যাত সংসারে,
ক্ষত্রধর্ম্মে ধনুর্ব্বেদ হয়েছ দীক্ষিত,

কি আর কহিব তোমা, পিতৃ বৈরী স্মরি
ইচ্ছা যদি বধিবারে মোরে মহাবল !
ক্ষণকাল তিষ্ঠ হেথা, সাজি বীর সাজে
অচিরে ভেটিব তোমা দ্বৈরথ সংগ্রামে,
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোরে হীনজন মত
বধি অপমান না ধরিও বীর দেহে।

অশ্ব। ব্রহ্মবধি দুরাচারি
শোণিতে কখন এই বীর অসি মম
বীর পুত্র ধাত্রী ধরা ভারত ভুবন
করিব না কলঙ্কিত, শশুবৎ করি
বজ্রমুষ্টি পদাঘাতে বধিব তোমারে।

ধৃষ্ট। হা ধিক্ ব্রাহ্মণাধম ! এত অহঙ্কার !
বধিবি আমারে মূঢ় পশুবৎ করি
নিরস্ত্র বলিয়া, হের কালদণ্ড সম
শত্রুর আতঙ্ক স্থল এ বাহু যুগল,
হ'লিরে নৃশংস চুর্ণ পড়ি ইথি মাঝে।

(উভয়ের যুদ্ধ।)

অশ্ব। শার্দ্দুল কবলগত মেষ শিশু কবে
পায় পরিত্রাণ, কবে দাবানল মাঝে
পড়িয়া সলভ বাঁচে ? কদাচিত যদি
হয় হেন, কিন্তু পাপ পাঞ্চাল পতঙ্গ
নাহি পাবি পরিত্রাণ মম রোষানলে।

ধৃষ্ট। ওঃ ওঃ ওঃ ! সহসা কেন বল হীন হলো
দেহ মম, ভুজ যুগ শিথিল অসাড়,
না পারি তুলিতে ! ওকি, ওকি ! মৃত দ্রোণ
চাঁপিয়া ধরিছে কর ! হায় একি হেরি ;
ছিন্ন শির অসংখ্য কৌরব অনিকিনী
ভীষণ শায়ক জালে বিন্ধিছে আমারে,
কোথা যাব—কোথা—কোথা—নাহি দেখি আর,

ধনঞ্জয় বৃকোদর কোথায় ?
আঁধার—আঁধার সব—ও—ও—ও—ওঃ।

(পতন।)

অশ্ব। হায় তাত! ভাগ্য দোষে তনয় তোমার
নারিল রক্ষিতে তোমা সংগ্রাম মাঝারে,
নিরস্ত্র যখন তুমি মম মৃত্যু শুনি,
নিঃসহায় পেয়ে তোমা যেই নীচাশয়
নাশিল অন্যায় রণে, বীরধামে বসি
দেখ পিতঃ কি দশায় নাশি আজি তারে!

(প্রহার।)

ধৃষ্ট। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ!

অশ্ব। পাঞ্চাল পরাণ কি এ কঠিন এমন!
যাও, যাও, যাও দুষ্ট নিরয় মাঝারে!
পাণ্ডবের পালা এবে, অচিরে নাশিব
তম তেজ পূর্ণ এই অসির আঘাতে ;
কিন্তু ওকি শুনি! ও কে শিবির মাঝারে
ভীম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি উচ্চৈস্বরে ;
কিন্তু বহুদূর হইয়াছি অগ্রসর,
কি ফল ফিরিয়া? অসি তম তেজাধার!
একমাত্র তুমি মম ভরসা এখন,
সাধহ দুরন্ত কর্ম্ম আসন্ন আহবে ;
কৈ? কৈ? একি ভ্রম! জন মাত্র প্রাণী
জাগরিত না হইল, সেই নিস্তব্ধতা
ভীষণ তিমিরে ঢাকি আপন শরীর
বিরাজিছে অবিচল শিবির ভিতর,
কি কায বিলম্বে বৃথা অলীক আতঙ্ক
ঐ না সম্মুখে দেখি নৃপতি শিবির।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)

গোবিন্দলাল।

[পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী]

এক জাতীয় প্রকৃতি আছে—যাহারা অশ্বের মত তালে তালে চলে, পার্শ্বে বা পশ্চাতে না চাহিয়া সম্মুখে ছুটিতে আরম্ভ করে। ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়, কোথায় গিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য করে না, খদ্যোতের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার সত্বরই নিভিয়া নতমুখে ভূমিতে লুটাইয়া যায়। গোবিন্দলাল এই জাতীয় চরিত্র। এই জাতীয় চরিত্রের লোক ভালর দিকে প্রেমিক, আপনা-ভোলা ; মন্দের দিকে লম্পট হত্যাকারী। শুভাদৃষ্ট থাকিলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, দুরদৃষ্ট থাকিলে হত্যা করিয়া পলাইয়া বাঁচে। ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থে কার্য্য করা ইহাদের ঘটে না। ইহারা প্রায়শই অভিমানী, অভিমানে যেমন দুর্ব্বল, তেমনই নির্ম্মম। দেবতা হইতেও ইহারা, দানব হইতেও ইহারা স্বভাবে কখন শিশু, কখন নারী, কখন বা যুবার মত। গোবিন্দলাল এই প্রকার।

গোবিন্দলাল বড় লোকের ছেলে, আদরের দুলাল, আবদারের পুতুল। গোবিন্দলালের বর্ণ ছিল গৌর—লাল। তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ অনুরাগে এবং সোহাগে লাল। ভোগের আগুণে লাল, রোহিনীর রক্ত দর্শনে লাল। বিকার ফলেই গোবিন্দলালের সংসার ত্যাগ। বিকার ফলেই সাধনার যোগে, সতী ভ্রমরের পুণ্যবলে বৈরাগ্যের উদ্ভব। বিকারোদ্ভুত বৈরাগ্য পথের পথিক গোবিন্দে সমর্পিত প্রাণ—তাই গোবিন্দলাল। "লাল" শব্দটি গ্রাম্য। গ্রাম্য তাই জীবনের মধ্যভাগ কাম লালসায় এবং পাপভোগে পূর্ণ। পরিশেষে ওই গ্রাম্য "লাল" শব্দটি গোবিন্দ ভাবময় হইয়া গোবিন্দলাল হইল। বিষ দ্রব্য রসায়নিক প্রক্রিয়াগুণে ঔষধরূপে পরিণত হইল। গোবিন্দলালের জীবনে প্রেম, অভিমান, কাম, ক্রোধ, ভোগ বিলাসই শেষে গোবিন্দে বিলীন হইয়া গিয়া এই অভিনব গোবিন্দলালের সৃষ্টি হইয়া গেল।

গোবিন্দলাল সুখে লালিত পালিত, দুঃখে পড়িয়া সংযম শিক্ষা বা সহিষ্ণুতা অভ্যাস কিরূপ তাহা তাহার হয় নাই। ধর্ম্মভাব শূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত, অবশ্য আধুনিক জগতের নিয়মে সভ্য, মার্জ্জিত রুচি, দয়ালু, উদার, অথচ পত্নীগত প্রাণ।

শিক্ষায় সংযমের অভাব, ভালবাসায় স্বার্থত্যাগের অভাব, ভোগে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির অভাব, প্রথম জীবনে ধরা পড়ে নাই। গোবিন্দলাল স্বয়ংও উহা ধরিতে পারেন নাই। গোবিন্দলালকে শেষে গোবিন্দপদে চিত্ত সমর্পণ করিতে হইবে বলিয়া, ভ্রমরের আরাধ্য দেবতার আসনে দাঁড়াইতে হইবে বলিয়া অন্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটান আবশ্যক হইয়াছিল। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি—যাহা ক্ষুদ্র পাপরূপে অন্তরে সুপ্ত ছিল, তাহা নিঃশেষে নির্ম্মূল করা প্রয়োজন বলিয়া প্রবল পাপাকারে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। খাদটুকু অগ্নিতাপে না গলিয়া যাইলে বিশুদ্ধ সুবর্ণের ভাস্কর দেখা যায় না।

গোবিন্দলালের আত্মা পুণ্যময় ছিল, নচেৎ ভ্রমরের মত সতীর আরাধনার সামগ্রী হইত না। ভ্রমরের প্রাণপাত সাধনার গুণে, নিজের অলৌকিক ত্যাগ মাহাত্ম্যে ঐ আত্মা নিষ্পাপ পবিত্র হইতে পারিত না। যে রক্তে গোবিন্দলালের জন্ম, তাহাও বিশুদ্ধ ছিল। জন্মান্তরীণ পুণ্য, জন্মলব্ধ বিশুদ্ধি, গোবিন্দলালের ত্যাগব্রত সার্থক হইয়াছিল। আপাততঃ স্থূলভাবে বিচার করিলে, গোবিন্দলালের জলে ডুবিয়া মরাই ঠিক ছিল—তাই কবি প্রথমে ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া সাধনার বলে সতী নারীর ঐকান্তিক প্রাণপাত ইচ্ছা শক্তির মাহাত্ম্যে যাহা ঘটিতে পারে—তাহা ঘটাইয়াছেন। গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী করিয়া ভ্রমরের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া, কারণ কার্য্য পরম্পরার একটি শৃঙ্খলা বিধান করিলেন। গোবিন্দলালের ইহ কৃত পাপ অনুতাপে মন্দবেগ, ভ্রমরের পুণ্যস্পর্শে ছিন্নমূল, ভগবচ্চরণে সর্ব্বকার্য্য সমর্পণে নিঃশেষিত। পাপের ফল ইহ জীবনে সম্যক্‌রূপে ভোগ হইয়াছে। অজ্ঞাতবাস হইতে আরম্ভ করিয়া হাজতবাস দায়রার বিচার, শেষে নিরন্ন নিরাশ্রয় ভাবে পরিভ্রমণ প্রভৃতি পাপের ফলভোগ।

গোবিন্দলাল জীবনের প্রভাতে আদরের গোপাল, সুখের পারাবত। জীবনের মধ্যাহ্নে ভোগের সেবক, প্রবৃত্তির দাস। সায়াহ্নে কৃতকর্ম্ম ফলের ভোগে, পাপের অশান্ত জ্বালায় উন্মাদ প্রায়। জীবনের রাত্রিকালে বিকারোদ্ভূত বৈরাগ্য পথের পথিক, কর্ম্মের সাধনায় যোগসাধক। আর পরিশেষে জীবনের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গোবিন্দগত প্রাণ আদর্শ ত্যাগী মহাপুরুষ।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামমন্যভাক।"

গীতার প্রতিপাদিত এই তত্ত্বটি গোবিন্দলাল চরিত্রে প্রত্যক্ষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। পাপী হও, তাপী হও, ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিলে

যে কেহ তদ্ভাব ভাবুক হইয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারে—অমর কবি আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া গেলেন।

কেবল দুগ্ধ খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিলে তাহার দেহ সুদৃঢ় ও কষ্টসহ হয় না। কেবল সুখে আমোদে লালিত পালিত হইলে মানবের তেজস্বী, দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্য্যশীল হয় না। সুখ ও আমোদ মানুষকে চঞ্চল করে, বাহ্যত কোমল, অভ্যন্তরে নির্ম্মম কঠিনই করিয়া তুলে। সুখী আমোদ পরায়ন ব্যক্তি পরের দুঃখ বেদনা ঠিক মন প্রাণের সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পারে না।

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?"

দুঃখ শোকই মানুষকে কোমল সহানুভূতিময় ও পরদুঃখকাতর করে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব দুঃখ শোকেই গড়িয়া উঠে। সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তী দুঃখ বেদনা না পাইলে দেবী হইতে পারিত না। যে দুঃখ শোক পায় না, তাহার জীবন ত একটানা স্রোতের মত। জোয়ার আইসে না, বাতাস উঠে না, বন্যা ছুটে না। সে স্থির নদীতে সকলেই পাড়ি দিতে পারে। গোবিন্দলাল সুখে আমোদে মানুষ হইয়াছিল, তাই অত অভিমানী হইয়াছে। ভালবাসা ও ভাবের স্রোতে সহজেই তাই ভাসিয়া চলিয়াছে। কাজেই শৈশবে আহ্লাদে পুতুল, কৈশোরে আদুরে গোপাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জ্যাঠা মহাশয় কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে পুত্রাধিক ভাল বাসিতেন। বাল্যাবধি আদরই করিয়া আসিয়াছেন, কখন শাসন করেন নাই। পিতার অভাব কখন তাহাকে জানিতে দেন নাই। বিষয় কার্য্য গুরুভার বলিয়া নিজেই তাহা দেখিতেন। কি পুত্র, কি পুত্রাধিক প্রিয় গোবিন্দলালকে সে ভার দেন নাই। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরকে সুলক্ষণা দেখিয়াই তাহার সহিত গোবিন্দলালের বিবাহ দেন! ভ্রমরের মুখখানি বড় সুন্দর, দেখিলেই মায়া জন্মে, তাই শ্যামবর্ণের ত্রুটীটুকু বড় ধরেন নাই, মনে হয়, ঠিকুজীর মিল বড় ভাল রকমই হইয়াছিল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে ভ্রমরাধিক শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়া দেবতা গড়িয়া তুলে; কাজেই বলিতে হইবে, এ বিবাহ পরিণামে শুভ ফলই প্রসব করিয়াছে। জন্ম, মৃত্যু বা বিবাহ বিধাতার লিখন—অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের প্রারব্ধের ফল।

গোবিন্দলালের বিবাহ ১৪।১৫ বৎসর বয়সেই হয়, ভ্রমর তখন আট বৎসরের বালিকা মাত্র। এ উহার ঘোঁপা খুলিয়া দেয় ও উহার পশ্চাৎ হইতে চক্ষু চাপিয়া ধরে। ছেলে মানুষী করিয়াই উহাদের দিন কাটিতে লাগিল। ছেলে

মানুষীর ভিতর দিয়া ভালবাসা স্নেহ জমিয়া উঠিল, ভ্রমর কলিকা ফুটিল, তখনও ছেলে মানুষী একেবারে কাটিল না।

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লইয়া প্রেমের খেলা খেলিত। সন্ধ্যার সময়ে একবার বেড়াইতে যাওয়া ব্যতীত ভ্রমরের কাছ ছাড়া বড় হইত না। অন্য কার্য্য বড় নাই। ভ্রমরকে সংসারও বড় দেখিতে হয় না, কাজেই সে সাজিয়া গুজিয়া পুতুলের মত এক প্রকার গোবিন্দলালের নিকট বসিয়া থাকিত। রঙ্গ করা, আমোদ করা, সোহাগ আদায় করা ব্যতীত ভ্রমর অন্য কার্য্য বড় ভালবাসিত না। ভ্রমর লতার মত স্বামীকে সম্পূর্ণ রূপেই স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কিছু মুক্ত কিছু বা স্বাধীন করিয়া রাখে নাই। রাখিলে হয়ত বন্ধনটি মধ্য পথে ছিন্ন হইত না। উভয়ের প্রেমের তরী অনুকুল বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া বহিতে লাগিল। "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম" বিবাহ মন্ত্রটি দুজনের জীবনে সজীব ও সার্থক হইয়া দেখা দিল।

এত আদরে সোহাগে, এত আবদারে ছেলে মানুষীতে যাহা হয়, ভ্রমরের তাহাই হইয়াছিল। যতদিন গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে ছিল, ততদিন সে পতিকে খেলার সামগ্রী, আমোদের বস্তু বলিয়াই ভাবিয়া আসিয়াছে। ঠিক দেবতার ভাবে পতির যোগ্য পূজা সে দিতে পারে নাই। অত আদর, আবদার, অত ছেলেমানুষী হুড়াহুড়ীর মধ্যে দেবতার ভাবও ঠিক জন্মে না। গোবিন্দলালের ভালবাসা হারাইয়া ভ্রমর আপনাকে দাসী কেন, দাসানুদাসী বলিয়া অভিহিত করিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের মধ্যে ঐ দাসানুদাসী ভাব দেখিতে পায় নাই, ভ্রমরের কথা বিশ্বাস না করিবার উহাও অন্যতম কারণ। ভ্রমর গোবিন্দলালকে ভাল বাসিয়াছে, পূজার পাত্র বা ভক্তিময় দেবতা বলিয়া ভাবে নাই। ভালবাসার ক্রীড়নী যখন দুর্লভ চিন্তামণি হইয়া দাড়াইয়াছে, তখন অভিমানে আত্মহারা হইয়াও ভ্রমর অন্তরে নিতিম্বানিনী। আদর সোহাগের চঞ্চলামূর্ত্তি বিষাদের করুণ গম্ভীর আকার ধারিণী।

গোবিন্দলাল ভ্রমরকে মনোমত প্রণয়িনী, যৌবনের বিলাসিনী, ভালবাসার ক্রীড়নী এবং ভোগের রাণী করিয়া গড়িয়া তুলে, সেবিকা, শিষ্যা, অর্দ্ধাঙ্গিনী বা সহধর্ম্মিণীর ভাবে গড়িবার চেষ্টা করে নাই। "সখী প্রিয়া," প্রিয় শিষ্যা ললিত-কলাবিধৌ করিয়া লয় বটে, "গৃহিণী সচিব" করিবার যত্ন লয় নাই। ভ্রমর মিলন সুখে বিবশা, প্রেমে আত্মহারা, আদর সোহাগে আপন ভোলা ছিল। অসময়েও অভিমান করে, আবার প্রয়োজন সময়েও সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু

যখন মিলন সুখ, ভালবাসা, আদর, সোহাগ সব যাইবার মত হইল, তখন অভিমানিনী কত কান্না কাঁদিল, পায়ে ধরিল, সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া প্রকৃত দাসীত্ব স্বীকার করিল। গোবিন্দলালও ভ্রমরের অভিমান জনিত বাপের বাড়ী যাওয়া ব্যাপারটিকে ঘোরতর অবজ্ঞা বলিয়া ভাবিল; রোহিণীর মুখে ভ্রমরই কুৎসা রটনা করিয়াছে, শুনিয়া বিশ্বাসও করিল। গোবিন্দলাল রূপ সাগরটি যখন ভ্রমরকে আপনার বক্ষে মিশাইয়া লইবার জন্য ব্যাকুল, তখন ভ্রমর নদীটি অভিমানের গোঁ ধরিয়া অপরদিকে মুখ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আর মুগ্ধা তটিনী উন্মত্তার মত যখন সাগরের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিল, তখন সাগর কল্লোল বাহুর তাড়নে বন্যার মত নদীটিকে দূর করিয়া দিল।

সংসারে কোন ঝঞ্ঝাট নাই। জ্যাঠামহাশয়ের আদরে, প্রেমময়ী ভ্রমরের সংসর্গে গোবিন্দলালের দিন ভালরূপেই কাটিয়া যাইত। মধ্যে আসিয়া পড়িল রোহিণী। রাজা ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে অলক্ষ্মী আসিয়া জুটিল। একদিন গোবিন্দলাল সরোবরের ঘাটে রোহিণীকে একাকিনী কাঁদিতে দেখিল। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্রই। আর সেই মুখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া দয়াপ্রাণ গোবিন্দলালের হৃদয় সহানুভূতিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল। রোহিণীর বিপদের কথা শুনিয়া উদ্ধারের জন্য প্রাণ কাতর হইল। এ সহানুভূতি এ কাতরতার মধ্যে অবশ্য গোবিন্দলাল কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করে নাই। বয়স নবীন বলিয়া "লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে এইমাত্র। তবে নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি" এই মনোভাবটি প্রেম বীজের সূক্ষ্ম উপাদান যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে গোবিন্দলালের এই সহানুভূতি, দয়া ও কাতরতাকে প্রেম-বীজের অণু-উপাদানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, দয়া, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা হইতেও ভালবাসা জন্মে, মোহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা গোবিন্দলালের এই বিপৎ হইতে উদ্ধার করার সঙ্কল্পকে ভালবাসার প্রথমাবস্থা বলিতে পারিনা। ভ্রমরের বর্ণ কাল, রোহিণীর বর্ণ রক্তগৌর। রূপভোগে অসম্যক্ তৃপ্ত ধনী যুবকের চিত্তে যদি অজ্ঞাতসারে রোহিণীর অশ্রুনিষিক্ত মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাতে গোবিন্দলালের এজন্মের কোন দোষ নহে। এজন্য তাহাকে দোষী করাও চলে না।

পরমা সুন্দরী নারী ভালবাসে, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে জানিলে হর্ষ, প্রীতি ও প্রগাঢ় সমবেদনাই জন্মিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা কাহারও কাহা-

রও জন্মিতে দেখা যায়। গোবিন্দলাল শুনিল,—"রোহিণী ভালবাসিয়াছে তখন দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের মত রোহিণীর হৃদয়তল দৃষ্টি করিয়া গোবিন্দলাল বুঝিল—"ভ্রমর যে মন্ত্রে মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ।" (পাঠক লক্ষ্য করিবেন) রোহিণী এখানে ভুজঙ্গীর সহিত উপমিতা। ভুজঙ্গীর তীব্র দংশনের জ্বালা অনুভব করিয়াই কি এস্থলে গোবিন্দলালের কাছে রোহিণী ভুজঙ্গী।" তখন গোবিন্দলালের আহ্লাদ হইল না; ইহা তাহারি সুখ্যাতির কথা। রাগ হইল না—বুঝা গেল, গোবিন্দলাল হৃদয়হীন, কঠোরচিত্ত বা উদাসীন সন্ন্যাসী নহে। সমুদ্রবৎ তাহার হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। গোবিন্দলাল সংসার জ্বালায় দগ্ধ, অভাব তাড়নায় মর্ম্মাহত নহে, কাজেই ক্রোধ বা ঘৃণা জন্মিল না। প্রাণিকে যদি সুকৌশলে ক্রমে ক্রমে পাপপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তবে কয়জন আত্মরক্ষা করিতে পারে? ভাগ্যবিধাতা রোহিণীর রূপাগ্নি-শিখায় দগ্ধ করিবার জন্য গোবিন্দলালকে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়া দিলেন যে, তাহা হইতে আপনাকে বিমুক্ত রাখা, রক্তমাংসময়-হৃদয়-সমন্বিত ধনী যুবকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

"স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত, হৈম প্রতিমার ন্যায় জলতলে শয়ান রোহিণীকে উদ্ধার, তার সেই "ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগলে" অধরযুগল স্থাপিত করিয়া ফুৎকার দান, শেষে "প্রভাত শুক্রতারারূপিণী" রোহিণীর মুখে "চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রিদিন মরার চেয়ে একেবারে মরা ভাল" এই আবেগময় ভালবাসার ধ্বনি শ্রবণ—তথাপি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় অতৃপ্তকাম গোবিন্দলাল আপনাকে অবিচলিত ও স্থির রাখিয়াছিল। ইহা অসামান্য সংযমের পরিচায়ক। সজীব বিদ্যুৎশিখারূপা রোহিণী বিদ্যুতের ঝলকে গোবিন্দলালকে মুহ্যমান করিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই মুগ্ধ যুবক বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া "নাথ, এ বিপদে আমায় রক্ষা কর" বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল। আত্মজয়ের জন্য এরূপ করুণভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা কয়জন মানব করিয়া থাকে?

এইখানেই গোবিন্দলালের দেবত্ব। এই পতন হইতে যদি গোবিন্দলাল আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে প্রতাপের অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইতাম। আকর্ষণের প্রতি-আকর্ষণ, আঘাতের প্রতিঘাত আছে। এত করিয়াও গোবিন্দলাল রোহিণী হইতে মনটিকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না, ভাল-বাসার স্মৃতি যতই জোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যায়, ততই সে স্মৃতি তাহাকে

পাইয়া বসে। রোহিণীর রূপ যৌবনের মোহ এত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল, ভ্রমরের ভালবাসা তাহা দূর করিতে পারিল না।

পতিগতপ্রাণা সতী ভ্রমরের নিকট গোপন করিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর গুণকীর্ত্তনের কথা, তাহার ভালবাসার কথা তাহাকে কিছুই বলিল না। বলিলে ভালই করিত। ভ্রমর শুনিতে চাহিলেও "আর একদিন বলিব" বলিয়া স্তোভ দিয়া রাখিল। এইরূপ গোপন করিয়া সন্দেহের বীজটি জন্মিয়া ভিতরে ভিতরে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। পরে সেই সন্দেহ যখন সমূহ ক্ষতিকর হইয়া উঠে, তখন আর প্রতিকারের উপায় থাকে না। বাগানের ব্যাপারটি ভ্রমরকে শোনাইলে এত অনর্থ ঘটিত না। প্রতিবেশিনীদের কুৎসা রটনায়, রোহিণীর ছলনায় ভুলিয়া, ঈর্ষ্যা অভিমান ও ক্রোধের জ্বালায় জ্বলিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকিত না। গোবিন্দলাল যদি সেদিনের ঘটনা ভ্রমরকে নিজে শোনাইত, তাহা হইলে চক্র অন্যদিকে ঘুরিয়া যাইত।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট অবিশ্বাসী হইব না, রোহিণীকে ভুলিব বলিয়া কি না করিল? চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে নিজের চিত্ত জয় হইতে পারে, রোহিণীর মোহ কাটিতে পারে, অন্ততঃ লজ্জায় অভাগীর পরিবর্ত্তনও ঘটিতে পারে—এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল প্রবাসে গেল। জমীদারী দর্শন, বিষয়কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ একটা ছল মাত্র। একে পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি প্রখর, রূপতৃষ্ণা বলবতী, তাহাতে রূপসৌন্দর্য্যশালিনী রোহিণী মোহিণীবেশে আত্মসমর্পনে সমুৎসুকা; তথাপি গোবিন্দলাল প্রবাসে গেল।

নিদাঘের নীলমেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল। প্রথম বর্ষায় মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। "মরিতে হয় মরিব, তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন হইব না।"

সূক্ষ্ম অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে, গোবিন্দলালের পতন অনিবার্য্য। অকলঙ্কিত চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, অপরিহেয় সমাজের মস্তকে পদাঘাত আর ভগবানের রাজ্যে এত বড় পাপাচারণ—এ সকল কথা তাহার মনে পড়িল না। কেবল ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী ও কৃতঘ্ন হওয়ার ভয়ই বড় হইল। তাই প্রবল অভিমান ও নিদারুণ ক্রোধের ঝঞ্ঝাবায়ে ভ্রমরের প্রতি ভালবাসার মেঘ যখন সরিয়া গেল—তখন আর কোন বাধা ও সঙ্কোচ রহিল না। আপনাকে রক্ষা আর কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ হইল না। গোবিন্দ-

লাল যতই মোহমুগ্ধ, অসংযমী ও দুর্ব্বল হউক না কেন, মনে করিলে যে আপনাকে পাপপথ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না, তাহা নহে। সে ইচ্ছা আর জন্মিল না। পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি প্রতিকূল হইয়াই দেখা দিল।

গোবিন্দলাল হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত এমন সময়ে ভ্রমরের তিক্ত পত্র আসিয়া উপস্থিত। সে পত্র রোহিণীর সহিত কুৎসিৎ আসক্তির ইঙ্গিতে তীক্ষ্ণ সবিষ দংশনবৎ তীব্র। ফিরিবার অপেক্ষা সহিল না; জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক হইল না, একেবারেই সিদ্ধান্ত পিত্রালয়ে গমন। এ তাচ্ছিল্য এ অপমান গোবিন্দলালের বক্ষে বড় বিঁধিল।

তখন অভিমান ও ক্রোধে হৃদয় আচ্ছন্ন। ভ্রমরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি স্থলে রোহিণীর অগ্নিশিখা মূর্ত্তিটি তথায় আসিয়া জাকিয়া বসিয়াছে। গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, ভ্রমরই রোহিণীর সহিত কুৎসা রটাইয়াছে, রোহিণীর ছলনাময়ী বাণিতে বিশ্বাস করিয়া মুগ্ধ মূঢ় গোবিন্দলাল তাহা বিশ্বাসও করিল। তৃষ্ণার্ত্ত অধরের উপর রোহিণী যৌবনের উন্মাদক মদিরা লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। গোবিন্দলালও সেই মদিরা পানে জ্বালা জুড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

অকস্মাৎ জ্যেঠামহাশয়েরও পরলোক গমন। বৃদ্ধ রোহিণী ঘটিত ব্যাপারটি সত্য বুঝিয়া গোবিন্দলালের প্রাপ্যাংশ তাহাকে না দিয়া ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। প্রবীন বিষয়ী এখন চতুরের মত কার্য্য না করিয়া ভুল করিয়া বসিলেন।

ভ্রমর আসিল। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরে আর সে প্রেম নাই, সে রসরঙ্গ নাই, সে হাসি তামাসা নাই। ভ্রমর বুঝিল, গোবিন্দলাল আর তাহার নহে। শ্রাদ্ধের সময়ে ভ্রমর জেঠামহাশয়ের ভুলের প্রতিকার করিয়া বিষয় স্বামীকে দান পত্র করিয়া দিল। কৃত দোষের জন্য অসময়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চাহিল; পায়ে ধরিয়া কত কান্না কাঁদিল; কিন্তু সকলই বৃথা। যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা জোড়া লাগিল না, এখন অভিমানিনী মুগ্ধা ভ্রমর নদীটি উন্মত্তার মত পাড়কে ভাঙ্গিয়া পড়িতে উদ্যত, আর সমুদ্ররূপে কল্লোল-বাহুর তাড়নে সমুদ্র নদীটিকে বক্ষে স্থান না দিয়া দূর করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

আত্মহারা।

[লেখিকা—শ্রীমতী চারুলতা দেবী]

আমি যে তোমারে ডাকি প্রিয়তম,
সে শুধু আমারি তরে;
বিশাল জগতে কিছু নাই মম
হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।
জীবনের সার জেনেছি তোমায়,
জানিনা কল্পনা বলে;
লুটাতে চরণে বড় সাধ যায়
রাখিয়া মরম তলে।
আমার প্রাণের নীরব সাধনা
তুমিই বুঝিবে প্রভু!
এ জীবনে যত কামনা, বাসনা,
সকলি তোমার বিভু!
হাসি অশ্রুজল হৃদয়ের কোণে
যখন আঘাত করে;
ধারণা শকতি তোমার চরণে
তখনি লুটিয়া পড়ে।
সকল ভুলিয়া তোমারে ভাবিতে
আজ বড় সাধ যায়;
চির প্রত্যাশিত! নিকটে আসিতে
এত কেন দেরী হয়?
মরীচিকাময় ধরণী আমার,
জীবন স্বপন নয়;
যেখানে যা দেখি আভা সে তোমার,
তুমি যে গো বিশ্বময়।

সমালোচনা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীরণ গোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য বারআনা মাত্র। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নামেই পুস্তকের গৌরবের বিষয় সূচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ নিবন্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ গুলি নানা গভীর দার্শনিকতত্ত্ব কথায় পূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ হয়তো অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, মহর্ষি পার্থিব সংসারে থাকিয়াও সমস্ত সংসারকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। পাঠক! মহর্ষির শ্রীমুখ নিঃসৃত তত্ত্বোপদেশ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া লউন।

গো-সেবা মাহাত্ম্য।—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। কাশীধাম ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার আনুকূল্যে তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড কার্য্যালয়ের মহামণ্ডল মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হিন্দুর গো-সেবা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র গ্রন্থাদি হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বঙ্গানুবাদসহ হিন্দুর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আউলচাঁদ বাউলের গান।—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্ম কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। ৺কাশীধাম তত্ত্ব প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড কার্য্যালয়ের মহামণ্ডল যন্ত্রে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

"ত্রিশূল" পত্রে "আউলচাঁদ বাউল" নাম স্বাক্ষরিত সে সকল গীত প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতগুলি বিদ্রূপাত্মক হইলেও আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের উচ্ছ্বাস আছে। গীতগুলিতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বও ফুটিয়াছে।

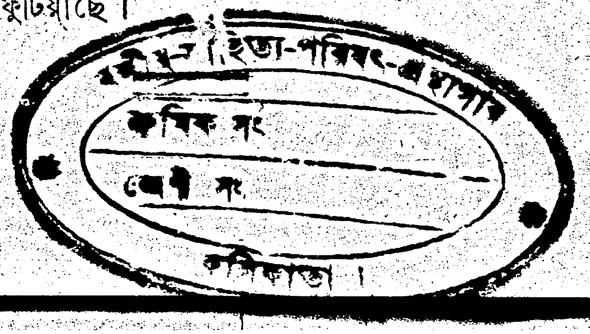

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়র্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

৩ নং বন ফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

Printed by—N. Dutta at the Janmabhumi Press.

39, Mallick Bose's Ghat Street, Calcutta.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপাত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীশ্রী...

৩২শ বর্ষ] ১৩৩৩, আশ্বিন, [৬ষ্ঠ সংখ্যা

১। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ১৬১

২। গোবিন্দলাল পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী ১৬৯

৩। ছত্র-ভঙ্গ স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ১৬৮

৪। অসমীয়া সত্র ও সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ১৭১

৫। কালীশঙ্কর রায় ১৭৮

৬। পূজার বক্‌শিস্ (গল্প) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ১৮৩

৭। পূজার তত্ত্ব ১৯১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মল্লিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রী... কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২২-৯-২৬.

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৮৵০, ডজন ৭।০, গ্রোস ৭৫, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

হেড অফিস—১২৭ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

Telegram :—GERMLINE. Telephone No. B. B. 1386.

খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক পরিচালনের পর
যখন চখের সামনে লেখাগুলি

অস্পষ্ট দেখাবে

তখন নিশ্চয়ই জানবেন আপনার মাথা নিতান্ত দুর্ব্বল হয়েছে। জবাকুসুম মাথায় মেখে স্বল্পকাল মধ্যে সুস্থ বোধ করবেন আর মন প্রফুল্ল হ'বে। নিত্য ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল ও পুষ্ট থাকে।

মস্তিষ্ক পরিপুষ্টির জন্যই 'জবাকুসুম' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র মতে তৈরী।

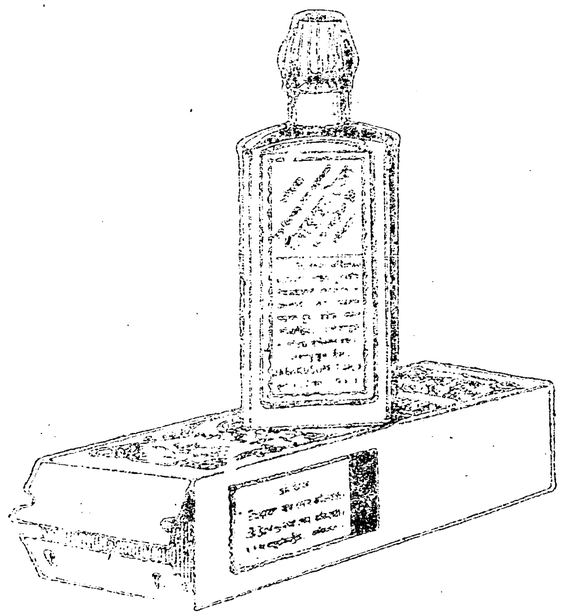

জবাকুসুম তৈল প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

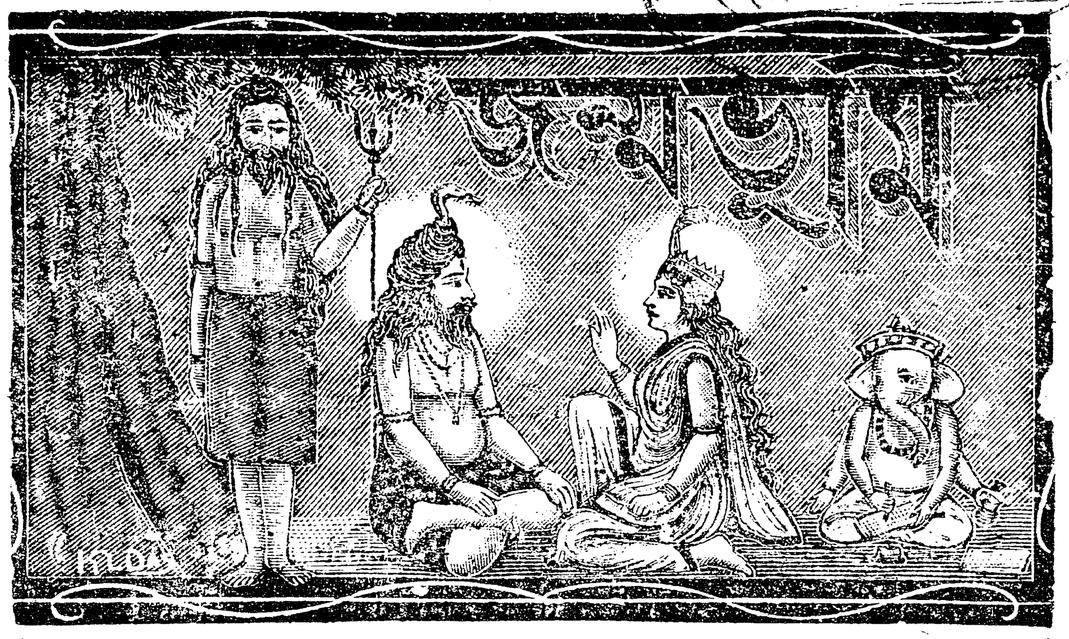

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩২শ বর্ষ | ১৩৩৩ সাল, আশ্বিন | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার প্রবর W. C. Bonnerjee.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

[লেখক,— শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,]

(৮)

পীতাম্বরের আকৃতি।

মহামান্য হাইকোর্টের উকিল স্বর্গীয় নীলমাধব বসু মহাশয় বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমি কর্ত্তাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।" পীতাম্বরের তৈলচিত্র (oil painting) অদ্যাপি বর্ত্তমান লেখকের বাটীতে আছে। তাঁহার Banianএর পোষাক যথা মাথায় বর্ত্তমান গান্ধি ক্যাপের ন্যায় টুপি, শুদ্ধ চাপকান স্কন্ধে চাদর ও হাতে কাগজাদি উক্ত তৈলচিত্রে অঙ্কিত আছে। যখন পীতাম্বর অতি প্রাচীন বয়স

অর্থাৎ ৬৪।৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম তখনকার চেহারা উক্ত তৈলচিত্র অঙ্কিত আছে। উক্ত চিত্র দেখিলেই বোধ হয়—পীতাম্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, বলিষ্ঠ, আশ্রিত-বৎসল, সুপুরুষ ছিলেন। যতদিন যাইতেছে বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিতেছে। তাহারা শক্তি উপাসনা করে তবে এত দুর্ব্বল কেন? যদ্যপি পাঠক এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর এই বিশুদ্ধ খাঁটী খাদ্যদ্রব্য বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে, জিনিষ সকল দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী জাতির শারীরিক বল—যাহাকে ইংরাজিতে Stamina বলে কমিয়া যাইতেছে।

দেশীয় লোকের শারীরিক দুর্ব্বলতা—অবনতির কারণ।

ক্ষয়কাশ রোগের বিশেষজ্ঞ (Expert) ডাক্তার সি, মিথু—(Dr. Muthu) যিনি দুই বৎসর হইল ভারতবর্ষে আসিয়া সিমলা পাহাড়ে বসবাস করিতেছেন তিনি বলিয়াছেন—"I am pained to find that generation by genaration natinal vitality was deteriorating and that unless boders of public opinion and more particularly the Government of the day (valize) their responsibility in the matter, future of the country, is gloomy. To my mind, social and economic issue of our national life is more important than political, for uplift in respect of the former provide solid and indeed reliable foundation for the latter.

অর্থাৎ জাতীয় জীবন যে বংশানুক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছে। আমাদের Government এবং দেশের নেতাগণ যদ্যপি এবিষয়ে মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অতি শোচনীয়। আমার মতে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি না হইলে রাজনৈতিক উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

Ravages from tuberculosis, from still borths, infant mortahty and epidemies are due to proverty, infanitation overerowding and want of nourshing food.

উক্ত ডাক্তার সাহেবের মতে "যক্ষ্মা রোগ, শিশু মৃত্যু সদ্যোজাত মৃত্যু এবং সংক্রামক রোগের মূল কারণ হইতেছে দারিদ্রতা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বলকারক খাদ্যের অভাব এবং অতিশয় জনাকীর্ণ স্থানে বাস। আমার মতে প্রকৃতি (Nature) সকল আরোগ্যের মূল। আমার ইচ্ছা আমাদের জন্মভূমি অধিকতর ফসল উৎপাদন করে। আমি Lord Irwan এবিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এখানকার জমিদারগণ গ্রামে বাস করিয়া তথায় Co-operetive movement দ্বারা প্রজাগণকে সাহায্য করিলে চাষের উন্নতি হইবে। ... ...

কলে ছাঁটা চাল খাইলে চালের সার চলিয়া যায়, তজ্জন্য এদেশের লোকে রোগের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে অনাস্থা এদেশীয় লোকের নিরাময়ের এক অন্তরায়। ... ... বালিকাগণ বইয়েধ পোকার মত লেখাপড়া করে—তাহা দেশের স্বাস্থকর কিছু নহে। আমাদের দেশের গিন্নি ঠানদিদিরা যেরূপ বলিষ্ঠ এবং সমাজের উপকারী ছিলেন অধুনাকার স্ত্রীলোকগণ সেরূপ নহে।

Home life in England is the essence of life of the nation. Homes produce their permanent influence on the character of a person. They incaleate discipline and from character. If India needs one thing more than another it is the formeten of disciplin and charecter in the elements that go to formation.

জাতীয় জীবনের ভিত্তি পারিবারিক জীবন। ব্যক্তির চরিত্রের উপর পিতা মাতার আধিপত্য অধিক। তাঁহারাই চরিত্র গঠন করে, এবং সংযম শিক্ষা প্রদান করেন। ভারতবর্ষের প্রধান আবশ্যকতা হইতেছে সংযম ও চরিত্র।

পীতাম্বরের পরিবারবর্গের মধ্যে অনেক শিখিবার জিনিষ ছিল। তিনি স্বয়ং তিন বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আটপুত্র সাত কন্যা ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহাকেও বৈমাত্রেয় বলিয়া জানিত না।

সেকাল ও একাল।

পরস্পরে পরস্পরে এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল সকলে সকলের জন্য অনায়াসেই স্বার্থ ত্যাগ করিত। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পীতাম্বর, বড় বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। পরের কষ্ট দেখিতে পারিতেন না। একদা একজন দুঃস্থ অবস্থায় পড়িয়া পীতাম্বরকে তাহার কষ্ট জানায় তখন পীতাম্বরের হাতে টাকা ছিল না কিন্তু শুনিয়া-

ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের একখানি ১০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ তাঁহার নামে করিয়াছিলেন। এখানে বলা বাহুল্য এই গিরিশচন্দ্র উমেশচন্দ্রের পিতা। পীতাম্বর গিরিশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গিরিশ, তুমি একখানি ১০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়াছ শুনিয়াছি। আমার টাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে হইবে। তুমি কাগজখানি আমাকে দেখাও।" তৎপরে গিরিশচন্দ্র কাগজখানি আনিলেন। পীতাম্বর বলিলেন, "এই কলম ধর আমার নামে কাগজখানি endorse করিয়া দাও, তোমার উন্নতি হইবে।" গিরিশচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার নামে endorse করিয়া দিলেন। এবং সেই কাগজ পীতাম্বর দুঃস্থ ভদ্রলোকের নাম endorse করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন হুগলী জেলার গজা গ্রামে কুলীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাদায় জানাইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিলে ভাল হয়।" তখন গিরিশচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ত্রিবেণীতে ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রোপৌত্রের কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পিতার আদেশে দ্বিরুক্তি না করিয়া গিরিশ পুনরায় বিবাহ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোবিন্দলাল।

[পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী]

রোহিণী একপ্রকার গোবিন্দলালের কাছে ধরা দিবার মত হইয়াছে। আর গোবিন্দলালও সে রূপযৌবন লালসায় একপ্রকার উন্মত্ত বলিলেই হয়। রোহিণীর প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ না জন্মিলে ভ্রমরের করুণ ক্রন্দনে গোবিন্দলালের মন গলিত, আবার ভ্রমরের উপর দারুন অভিমান ও ক্রোধ না হইলে রোহিণীর রূপযৌবন গোবিন্দলালকে পাপের পথে লইয়া যাইতে পারিত না। দুইটিই পরস্পর সাপেক্ষ।

গোবিন্দলাল দেখিল—রোহিণী তাহারই জন্য উইল ফিরিয়া দিতে আসিয়া

চোররূপে ধরা দিয়াছে। তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহাকে পাইবার আশায় নিরাশ হইয়াই আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে, তাহারই জন্য লোক নিন্দা ও গঞ্জনা (আবার তাও ভ্রমরের জন্য) সহ্য করিতেছে; তখন তাহার চিত্ত সমবেদনা ও দয়ায় উদ্বেলিত হইবারই কথা। যে জীবন রক্ষা করা যায়; তাহার উপর জীবনদাতার একটি মমতা জাগিয়াই থাকে। এই সমবেদনা, দয়া ও মমতাই অতৃপ্তরূপ ভোগ লালসার সঙ্গে মিশিয়া গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। এদিকে ভ্রমরের উপর প্রচণ্ড ক্রোধ ও অভিমান অবিরত ফুৎকার দিতে লাগিল। রোহিণীও শুষ্ক ইন্ধনরাশি জোগাইয়া দিতেছিল, এ অবস্থায় গোবিন্দলালের ভোগলালসার আগুন নিভিবে কি দ্বিগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

ভ্রমর ভাসিয়া গেল। সে বন্যাস্রোতে ভ্রমরের ভালবাসার তরী ভাসিয়া, পাল ছিঁড়িয়া কোথায় গিয়া উঠিবে, কে জানে। গোবিন্দলাল মাতাকে কাশী পৌঁছিয়া দিবার নাম করিয়া নিরুদ্দেশ হইল। রোহিণীও তারকেশ্বরে হত্যা দিবার নাম করিয়া সেই যে গেল, আর গৃহে ফিরিল না। উভয়ে সঙ্কেত স্থানে যাইয়া পরস্পর মিলিত হইল। প্রসাদপুরের কুটীতে বলিয়া দিতে হইবে কি, কি ভাবে দুইজনে বাস করিতে লাগিল।

রোহিণী ওস্তাদের নিকট গান শেখে। গোবিন্দলাল বাজনা শিক্ষা করে; সঙ্গীত-নিরতা রোহিণীর চঞ্চল কটাক্ষপ্রতি মধ্যে মধ্যে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করে। বুঝা গেল—গোবিন্দলালের রূপযৌবন লালসা এখনও মেটে নাই, নেশার ঘোর এখনও কাটে নাই।

অভিমান ও ক্রোধে ভালবাসাকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, একেবারে বিলুপ্ত করে না। কারণ ভালবাসা অমর। কঠোর সাধনাতেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। ভ্রমরের কথা নিশাকর আসিয়া উত্থাপন করিল। সে শান্ত, সরল ও উদার গোবিন্দলাল আর নাই। নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা ও লজ্জা আসিয়াছে, ভদ্র সমাজে আর মুখ দেখাইবে না, সঙ্কল্প করিয়াছে; কাজেই এখন তিক্তস্বভাব, মদ্যপায়ী ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গোবিন্দলাল জীবনকে অত্যাজ্য নেশার মত ধরিয়া পড়িয়া আছে।

ভ্রমরের কথা। এতদিনের পরে ভ্রমরের কথা, গোবিন্দলালের স্বপ্ন কাটিল, বাজনা ভাল লাগিল না। ঘুমাইবার ছলে অন্যগৃহে গিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া গোবিন্দলাল বালকের মত গিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভ্রমরের কথা কি এতদিন মনে পড়ে নাই; তবে এতদিন পরে সে কথা উঠিবা মাত্র গোবিন্দলাল কাঁদে

কেন? ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই, হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার যো নাই তাহা ত গোবিন্দলাল অনেকদিনই জানিয়াছে। তবে আজ নূতন কি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে গোবিন্দলাল বালকের মত কাঁদিল। এখন দেখা যাউক—নিশাকরের আগমনে কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে কি না?

নিশাকর বলিল,—"আপনার ভার্য্যা (ভ্রমর দাসী) আমাকে বিষয়ের পত্তন দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানা জানেন না; পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুকও নহেন।" উপরোক্ত কথাটি

বিশ্লেষণ করিলে ইহা বোঝা যায়—প্রথমতঃ।—বিষয় ভ্রমরের, গোবিন্দলালের অনুমতির কি আছে? তথাপি সে স্বামী বলিয়া এখনও অনুমতি চাহে।

দ্বিতীয়তঃ।—"ঠিকানা জানেন না।" আমি এতদিনের মধ্যে ভ্রমরের নিকট কোন সংবাদ পর্য্যন্ত দেই নাই।

তৃতীয়তঃ।—পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছুক নহে। গোবিন্দলালের ভরসা ছিল—ভ্রমর ঠিকানা জানিলে হয়ত ক্ষমা করিত, পত্রাদি লিখিত। কিন্তু এ কি?

"পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহে।" ভালবাসা যেখানে যত অধিক, মান অভিমানও সেখানে তত অধিক, আর ক্ষমার প্রত্যাশাও সেখানে ততোধিক। ভ্রমরের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াও মনের মধ্যে তথাপি গোবিন্দলালের একটি প্রত্যাশা ছিল যে, হয়ত এতদিনে ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। ভালবাসার পাত্রী শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও বহুদিন চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে, তাহার উপর অভিমান বা রাগ আর বড় থাকে না; ইহা ভালবাসা ও স্নেহেরই ধর্ম্ম। অন্য বৃত্তিগুলির সহিত সংগ্রামে পরিণামে জয়ী হইতে স্নেহ ভালবাসাই হয়। কিন্তু এক্ষণে গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিল —ভ্রমবের নিকট ক্ষমা পাইবার আর আশা পর্য্যন্ত নাই। যেই ভ্রমর—একদণ্ড না দেখিলে পলকে আত্মহারা —সেই ভ্রমরের কাছেও এতদিনে যখন ক্ষমা মিলে নাই; তখন আর কোথাও ক্ষমা চাহিবার তাহার অধিকার ও প্রত্যাশা নাই। উঃ—এমনই সে ঘৃণার পাত্র, ক্ষমার অযোগ্য পাপে পাপী! হৃদয়ে তখন অতীতের স্মৃতির আলোড়ন; বিবেক ও মোহের সংগ্রাম, প্রেম ও কামের সংঘর্ষ। রূপতৃষ্ণা এতদিনে কতকটা মিটিয়া আসিয়াছে; ভোগ্য বস্তুর নিরন্তর ভোগে মোহের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে; বহুদিনের অদর্শনে ভ্রমরের প্রকৃত ভালবাসাও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কাজেই রাগে, ক্ষোভে, অনুতাপে ও বিবেকের তাড়নায় গোবিন্দলাল আর আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিল না। শয্যায় পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতে বসিল।

তারপর চক্ষুর উপর দেখিল—রোহিণী অবিশ্বাসিনী। যাহার জন্য অত্যাজ্য ধর্ম্ম, অকলঙ্ক চরিত্র, শৈশবে যৌবনে অনন্য-আশ্রয়া ভ্রমরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে—সেই রোহিণী বিশ্বাস ঘাতিনী! তখন যে মনোবৃত্তির তীব্র উত্তেজনায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের বুকফাটা ক্রন্দনে টলে নাই, কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রোহিণীকে লইয়া পাপস্রোতে ভাসিতে দ্বিধা করে নাই, সেই উত্তেজনায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রোহিণীকে হত্যা করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হইল না। এ হত্যার মধ্যে গোবিন্দলালের একটি দণ্ড দানের ভাব ছিল। উত্তেজনায় একেবারে অন্ধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সাধারণ লম্পটের মত গোবিন্দলাল এ হত্যা করে নাই। "রোহিণীকে পাপের দণ্ড দিতেছি"—তাই গৃহে আনিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া তবে পিস্তল ছুড়িয়াছিল।

সতী বাক্য মিথ্যা হয় না। ভ্রমরের মৃত্যুকালে গোবিন্দলাল সুদীর্ঘ সাত বৎসরের পরে উপস্থিত, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিজ গৃহে চোরের মত আসিয়া ভয়ে সঙ্কোচে লজ্জায় দণ্ডায়মান। ভ্রমর বসিতে না বলিলে, তাহার শয্যায় বসিবার অধিকার না দিলে, সে বসে কি করিয়া? হত্যাকারী পাপী কোন্ সাহসে সতী অঙ্গ স্পর্শ করিবে? তারপর ভ্রমর পতির পদধূলি লইয়া মার্জ্জনা চাহিল। "আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই"—ভ্রমরের মুখে এই কথা শুনিয়া অনুতপ্ত মর্ম্মাহত লজ্জিত গোবিন্দলাল উন্মত্তের মত কাঁদিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল "জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—এই কথা শুনিয়া গেল; কিন্তু তোমাকে যেন জন্মান্তরে পাই এমন ভাবের কথা শুনিতে পাইল না। ভ্রমর নিজে ক্ষমা চাহিয়া গেল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া—আমার কোন ক্ষোভ নাই—এরূপ আশ্বাসের বাণি গোবিন্দলালকে শোনাইল না। সে সময় এখনও আইসে নাই বলিয়া ভ্রমরের মুখে উহা শোনা গেল না।

গোবিন্দলাল যেমনটি হইলে ভ্রমরের তৃপ্তি হইত; ঠিক সেইরূপ না হইয়া আসিলে ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হইবে কেন? গোবিন্দলাল বার বৎসর পরে —ভ্রমর যাহা চাহিয়াছিল—তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া হিরন্ময়ী ভ্রমর মূর্ত্তির নিকট যখন আসিয়া দাঁড়াইল; তখন ভ্রমরের ক্ষমা কেন, শতগুণ ভক্তির পাত্র হইল সন্দেহ নাই।

গভীর অনুতাপ, কঠোর যন্ত্রণা সহিয়া সাধনার ফলে একজন্মেই গোবিন্দলাল যাহা লাভ করিল; ভ্রমরের মৃত্যুর পূর্ব্বে মনে প্রাণে তাহার ক্ষমা পাইলে সে লাভ কখনই পাইতে পারিত না।

সর্ব্ব কর্ম্মফল গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়া ত্যাগের পথে গিয়া গোবিন্দলাল গোবিন্দে লাল হইয়া গেল, ভ্রমর অপেক্ষা মধুর ও পবিত্র সামগ্রী পাইয়া কৃত-কৃত্য ও ধন্য হইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যুর পর সরোবরের জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল —এ কল্পনা ভাল নহে; পাপী পাপের দণ্ড পাইয়া পুণ্যের পথে ফিরিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইল - এই কল্পনাতেই কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত।

ছত্র-ভঙ্গ।*

[লেখক,—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী]

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চ পরিবর্ত্তন।

অপর কক্ষ।

[অশ্বত্থামা।]

অশ্ব। যুধিষ্ঠির বৃকোদর মাদ্রীপুত্রদ্বয়,
ত্রৈলোক্য বিজয়ী ধনঞ্জয় তারপরে,
সারি সারি শুয়ে সবে ঘুমে অচেতন;
স্বপনের মন্ত্রণায় বিমোহিত চিতে
শাসিছে শান্তির রাজ্য নিষ্কণ্টক ভাবি;
বিশাল বিকট রাজ্য অন্ধকার মম
অক্ষয় নিরয় তম হও রাজ্যেশ্বর,
ব্রহ্মবধি গুরুহন্তা ক্ষত্রিয় অধম
রাজ্য লোভে মুগ্ধ পাপী ভীরু যুধিষ্ঠির,
অশ্বত্থামা হত বলি সংগ্রাম মাঝারে

---

* সত্বাধিকারী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভাঙিলা গুরুরে দুষ্ট বিশ্বাস ঘাতকী;
তার প্রতিফল এবে ভুঞ্জ মম হাতে।

(অস্ত্রাঘাত।)

ক্রুর ভীমসেন খল মাদ্রীপুত্রদ্বয়।

(পুনঃ অস্ত্রাঘাত।)

সহায় আছিল যারা পিতার নিধনে,
ভীষ্ম জেতা কর্ণ হন্তা কৌরব আতঙ্ক,
আমা হ'তে প্রিয়তর আছিল পিতার,
আমা হ'তে ধনুর্ব্বেদে কৈলা সুশিক্ষিত
তোমারে কৃতঘ্ন কিবা দেখিবার তরে
অবিচল ভাবে সেই গুরুর নিধন?
অন্যায় সংগ্রামে সেই গুরুর অপমান
তোমার সম্মুখে নীচ পাঞ্চালের করে?
সেই কৃতঘ্নতা ফলে ক্ষত্রিয় অন্তক
কৌরব ভয়বর্দ্ধন দ্রোণী প্রতিযোধি,
পাণ্ডব গৌরব রবি যাও অস্তাচলে।

(অস্ত্রাঘাত।)

এই কি অর্জ্জুন নিবাত কবচ ঘাতি?
নিষ্পাণ্ডবা পৃথ্বী আজ হলো মোর হাতে,
ঘুষুগ ব্রহ্মাণ্ড আজ পাণ্ডব বিজয়,
গভীর তামসী নিশা আঁধার বরণ
যবনিকা অপসৃত করহ ত্বরায়,
দেখাও আমার কীর্ত্তি জগত মাঝারে;
জয় কৌরবের জয় পাণ্ডব বিজয়।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।]

কৃপ ও কৃত। পাণ্ডব বিজয়, একি শুনি অসম্ভব!

অশ্ব। অসম্ভব নহে কিছু দ্রোণের নন্দনে!
গর্ব্বিত পাণ্ডব লোহে রঞ্জিত হে দেখ
ত্রিশূলী প্রদত্ত এই করাল কৃপাণ!

কি আর আশঙ্কা অবশিষ্ট সৈন্যগণে ;
নাশ'হ মৃগেন্দ্র যথা নাশে মেষ পালে।

(কৃপ ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান।)

[শিখণ্ডীর প্রবেশ।]

শিখণ্ডী। কি আর দেখিছ চেয়ে পাঞ্চালকগণ !
চতুর্দ্দিকে বেড়ি কর অস্ত্র বরিষণ,
মারহ ব্রাহ্মণাধমে সহ সঙ্গিগণ।

(আক্রমণ।)

অশ্ব। মূর্খ তুই ! যার হাতে দ্রোণের নন্দন
পারে পরাভব, হেন বীর কোন জন
জন্মে নাই ; যেই অস্ত্রে যাবে মম প্রাণ
হেন অস্ত্র বিনির্ম্মিত হয় নি এখন।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

নেপথ্যে। ধন্য ধন্য ধন্য তোর কঠিন পরাণ,
যাও যাও যাও দুষ্ট কপটি পামর
নরকের অন্ধতম কঠোর জঠরে।

[অশ্বত্থামার প্রবেশ।]

অশ্ব। জয় কৌরবের জয় পাণ্ডব বিজয়।

[কৃপ ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।]

কৃত। ধন্য ধন্য মহাবীর দ্রোণের নন্দন !
একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব বাহিনী,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি মহা রথীসনে,
পারে নাই সাধিবারে যে কঠোর কায,
কি আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তেকে সাধিলা সকলি।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা তব চির বৈরী নাশি ;
ধন্য পুরুষকারে, ধন্য তব বাহুবল।

কৃপ। চলহ ত্বরায় যথা রাজা দুর্য্যোধন ;
শুনিলে বারতা, তাঁর মৃতকল্প প্রাণ
ভাষিবে আনন্দ নীরে সকল ভুলিয়া।

অশ্ব। তিষ্ঠ দোঁহে ক্ষণ কাল,

বিজয় কেতন লয়ে ত্বরায় আসিব,
নতুবা কেমনে রাজা করিবে প্রত্যয় ?

কৃপ। না বুঝিনু তব বাণী, নিশিথ সমরে
শত্রুর পতাকা কোথা ?

অশ্ব। হা হা হা মাতুল !
সধূম শোণিত সিক্ত সদ্য ছিন্ন শির
পঞ্চ পাণ্ডবের হোথা যায় গড়াগড়ি,
তাহতে অমূল্য কোন বিজয় নিশান ?
জয় কৌরবের জয় পাণ্ডব বিজয় !

(মুণ্ড লইয়া প্রস্থান।)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

(ক্রমশঃ)

অসমীয়া সত্র ও সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ

[লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী]

(২)

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত—

ভাই মুখে বোলা রাম, হৃদয়ে ধরা রূপ।
এতেকে মুকুতি পাইবা, কহিলো স্বরূপ॥

—৺শঙ্করদেবের কীর্ত্তন

অব্যক্ত ঈশ্বর হরি কি মতে পূজিবা তাঙ্ক
ব্যাপকত কিবা বিসর্জ্জন।
এতাবন্ত মূর্ত্তিশূন্য কোন মতে চিন্তিবাহা
রাম বুলি শুদ্ধ করা মন॥

—৺মাধবদেবের নামঘোষা

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শঙ্করদেব সাকার উপাসনা এবং মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বর-সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মহাপুরুষীয়ারা বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র মানেন না। শঙ্করদেবের ধ্যান বর্ণনায় যে ধ্যানের কথা উল্লেখ আছে, তাহা মানস ধ্যান। ঈশ্বরচিন্তা হেতু প্রথম অবস্থায় মানুষকে একটী রূপ চিন্তা করা বা ধ্যান করা আবশ্যক—নতুবা চিত্ত স্থির হয় না—কোন ধারণা জন্মিতে পারে না। সেই জন্য শঙ্করদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন, "মুখে বোলাঁ রাম, হৃদয়ে ধরাঁ রূপ।" মাধবদেব নিরাকার ঈশ্বর সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঈশ্বর যে নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চৈতন্য স্বরূপ ইহাও শঙ্করদেব বলিয়াছেন। স্বগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে জ্ঞানোন্নতি হইলে শেষে নির্গুণ ঈশ্বরের সাধনা করা যায়।

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্ম্মমত হইতেছে :—

"অন্য দেবীদেব ন করিবা সেব।
গৃহকো না যাইবা প্রসাদ না খাইবা
ধর্ম্ম হব ব্যাভিচারি॥" *

মহাপুরুষ দামোদর দেবের ভ্রাতৃ বংশাবলী(১)—ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য, তৎ পুত্র দেবানন্দ। দেবানন্দের পুত্র সদানন্দ। সদানন্দের তিন পুত্র যথা :—১। সর্ব্বেশ্বর, ২। রত্নাকর ৩। দামোদর দেব ব্যতীত কন্যা সত্যবতী। সত্যবতীর পুত্র বলরাম। রত্নাকরের দুই পুত্র যথা :—কৃষ্ণ ও মুকুন্দ। কৃষ্ণের পুত্র—পুরুষোত্তম। মুকুন্দের চারি পুত্র যথা :—১। রঘুনাথ, ২। জয়রাম, ৩। পরশুরাম ও ৪। ভগবন্ত। সর্ব্বেশ্বর নিঃসন্তান।

কামেশ্বরে আনিলন্ত বিপ্র সাত ঘর।
ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য অতি শ্রেষ্ঠতর॥

* অথচ মহাপুরুষীয়ারা বিবাহে হোম করেন। ইন্দ্রায় স্বাহা, বরুণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তেত্রিশ কোটী দেবতাকে কি তাঁহাদের পূজা করা হইল না?—লেখক।

(১) বিগত ৫।১১।২৫ তারিখে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র বড়দলৈ সহ তদীয় মটরে যোড়হাট হইতে সকলেটিং চা বাগানে আমরা শ্রীযুত হিতেশ্বর বরবরুয়ার নিকট গিয়াছিলাম। বরবরুয়া মহাশয় কেবল রত্নাকরের বংশাবলী লেখককে দিয়াছিলেন।

তাহান তনয় দেবানন্দ নাম ভৈলা।
তান পুত্র সদানন্দ নলচাত রৈলা॥
সর্ব্বেশ্বর, রত্নাকর, দামোদর নাম।
সদানন্দর পুত্র এহি তিনি অনুপাম॥

—৺নীলকণ্ঠ দাস

সদানন্দ রাষ্ট্রীয় বিভ্রাট হেতু পুত্র ভার্য্যা সহ বরদোয়ার সন্নিকটস্থ নলোচা গ্রাম হইতে আধুনিক কামরূপের বরভাগ গ্রামে আগমন করেন। এখানে সর্ব্বেশ্বর ও রত্নাকরের বিবাহ হয়। ইঁহারা হাজোর সন্নিকটে মণিকুটে ভাগবত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভাগবতী হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব বড়পেটায় অবস্থান করিতেছেন সংবাদ পাইয়া সদানন্দ উক্ত পুত্রদ্বয়কে মণিকুটে রাখিয়া ভার্য্যা সুশিলা ও পুত্র দামোদরকে লইয়া নৌকাযোগে বড়পেটা বিল দিয়া চন্দ্রাবতীপুরে (চন্দ্রাপুরে) আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় বাসঘর নির্ম্মাণ করেন। এখান হইতে তিনি দামোদর সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান :—

তোমাক দেখিবে অভিলাষে আসি ভৈলো।
চন্দ্রাবতীপুরে আসি স্থিতি হৈয়া রৈলো॥

—৺নীলকণ্ঠ দাস

নীলকণ্ঠ বলেন, "বড়নগরের জয়দেব চক্রবর্ত্তীর পুত্র বাসুদেব চক্রবর্ত্তী সদানন্দের কনিষ্ঠা কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সর্ব্বেশ্বর অপুত্রক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে রত্নাকরকে তাঁহার ধনবস্তু দিয়া যান। সদানন্দ চন্দ্রাপুরে দেহত্যাগ করেন।"

দামোদরীয়া সম্প্রদায় প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী৺দক্ষিণপাটীয়া সত্রাধিকারী শ্রীযুত নরদেব গোস্বামী মহোদয় বলেন, "মহাপুরুষীয়া ও দামোদরীয়া পূর্ব্বে প্রায় এক মিল আছিল, যদিও পরে মাধবে গণ্ডগোল করি কিছু প্রভেদ করিলে।"(২) মহাপুরুষীয়া ও দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমতের পার্থক্য প্রদর্শনার্থ মহাপুরুষ দামোদর দেবের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিষ্য ভট্টদেব ভট্টাচার্য্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর সর্ব্বপ্রথম জোর দেন। শ্রীচৈতন্য-প্রণালীর কীর্ত্তন দামোদর দেব অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কেননা, দ্বিজ রামরায় 'গুরুলীলা' পুঁথিতে বলেন, "বিজয়পুরে শ্রীচৈতন্য-পন্থীয় বেজুয়া ব্রাহ্মণের গৃহে একদিন দামোদর দেবের ভাগবত পাঠ অন্তে সেখানকার ভক্তগণ

(২) বাহী ৩য় বৎসর, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ৪৫৯ পিঠি দ্রষ্টব্য।

আট দশ জোড়া কর্ত্তাল ও দুই জোড়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া শ্রীচৈতন্যীয়া-প্রণালীতে কীর্ত্তন করেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার গায় জ্বর আসায় তিনি নিজ বাসায় চলিয়া যান।" অসমীয়াদিগের নাম সংকীর্ত্তন রাগ দিয়া হয়—রাগিণী দিয়া হয় না। একারণ ঐ সকল বাঙ্গালা সুরে মেলে না। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের "রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, হরি" এই চারি নামাত্মক নাম মন্ত্র দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের ভক্তেরাও গ্রহণ করেন। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠকেরা প্রসঙ্গের (Prayer) শেষভাগে এই চারিটী 'নামমন্ত্র' উচ্চারণ করিয়াই যোড়হস্ত, গলবস্ত্র ও নতশীর হইয়া 'জয় রাম বোলা' বলিলে দলের অন্যান্য ভক্তেরা বলেন—জয় রাম, ইত্যাদি। দামোদরীয়া ও হরিদেবী সম্প্রদায়ের পাঠকেরা প্রসঙ্গের শেষভাগে "জয় কৃষ্ণ" বলিয়াই "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল" বলিলে, তাঁহাদের দলের অন্যান্য ভক্তেরা ঊর্দ্ধবাহু করিয়া উচ্চস্বরে বলেন—"হরি ও।" প্রথমোক্তরা তিনবার এবং শেষোক্তরা একবার মাত্র বলিয়া থাকেন।

নগাঁওয়ে 'জখলাবন্দা' মাজুলিতে 'দক্ষিণপাট' ও ৺বলদেব প্রতিষ্ঠিত বটারগাঁও সত্র ব্যতীত পূর্ব্ব-আসামে আর দামোদরীয়া সত্র নাই।' সশিষ্যবে এখানে উল্লেখযোগ্য "বংশীগোপাল দেবশর্ম্মা, দামোদর দেবের নিকট 'শরণ' লইবার পর মাধবদেবের নিকট আসিয়া বাস করেন এবং মালা, মন্ত্র লন।" দামোদরদেবের নিকট শরণপ্রাপ্তি হেতু বংশীগোপাল দেবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত মহন্তগণ আপনাদিগকে দামোদরী বলিয়া পরিচয় দেন। নিম্ন-আসামে অনেকগুলি দামোদরী সত্র আছে। কামরূপে পাটবাউসী, গোবিন্দপুর, ব্যাসকুচি, খুদিয়া, পোমারা, আসরঙ্গা ও সিংরা সত্র দামোদরীয়া সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও প্রধান সত্র।

বংশীগোপালদেবের পুরুষীনামা—হরিবর আচার্য্য আদি পুরুষ। ইহার তিন পুত্র, যথা ঃ—ধর্ম্মাই, কর্ম্মাই ও পরমাই। ধর্ম্মাইয়ের পুত্র দেবগোপাল (নামান্তর বংশীগোপাল) ৺কুরুয়াবাহী সত্রের সংস্থাপক। ইনি মিশ্রদেবকে পোষ্যপুত্র লন। মিশ্রদেবের পুত্র রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র ডিফলু সত্র স্থাপন করেন। উক্ত কর্ম্মাইয়ের পুত্র জয়হরিদেব ৺গড়মূর সত্র এবং পরমাইয়ের পুত্র রামদেব ৺গরৈমারি সত্র স্থাপন করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হরিদেবের পৌত্র দেবগোপাল সর্ব্বদা বংশী লইয়া কৃষ্ণবিষয়ক গীত গাহিতেন বলিয়া 'বংশীগোপাল' নামে অভিহিত হন। ইনি প্রথমে লখিমপুর জেলাস্থ কাঁহীকুচিতে এবং তৎপরে দরঙ্গ জেলাস্থ কলাবাড়ীতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বহু ব্যক্তিকে তাঁহার শিষ্য করেন। বংশীগোপালদেবের কলাবাড়ীতে

অবস্থানকালে ভাণ্ডারী গোঁসাই ও সুন্দর গোঁসাই ইহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই দুই ব্যক্তি ও কতিপয় শিষ্য ইহাকে ডেবেরাপারে আনেন। বংশীগোপালদেব এখানে সত্র ও নামঘর প্রস্তুত করিয়া অনেক দিন ছিলেন। ইনি সৌরাণিক সত্র হইতে আসিয়া মহুরামুখ সত্র স্থাপন করেন। বংশীগোপালদেব, শ্রীহরিদেব ও রামচরণ আতাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেখান হইতে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ আনাইয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত ৺কুরুয়াবাহী সত্রে স্থাপন করেন। এই মূর্ত্তিটী এক্ষণে শ্রীশ্রী৺ভাউনীআটী সত্রে আছে। ৺কুরুয়াবাহী সত্রে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের শ্রীশ্রীমদনগোপাল মূর্ত্তি অদ্যাবধি বিদ্যমান।

উক্ত কর্ম্মাইয়ের পুত্র জয়হরিদেব। ইহার বংশলোপ হওয়ায় কুরুয়াবাহী সত্র হইতে ছেলে আনিয়া গড়মূর সত্রের ধর্ম্মগদিতে স্থাপন করা হয়। বর্ত্তমান গড়মূরীয়া অধিকারী শ্রীযুত পীতাম্বর দেব গোস্বামী পোষ্যপুত্রের বংশধর।

পরমাইয়ের পুত্র রামদেব পরবর্ত্তীকালে গরৈমারি নামক স্থান হইতে গড়মূরে আসিয়া যে ছোট সত্র স্থাপন করেন, এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব নাই।

দামোদরদেবের প্রধান শিষ্যগণ প্রতিষ্ঠিত সত্র—দামোদরদেব (পাটবাউসী সত্র) ; দামোদরদেবের প্রধান শিষ্য ঃ—১। ভগবানদেব (গোবিন্দপুর সত্র), ২। ভট্টদেব (পাটবাউসী), ৩। বলদেব (বেহার সত্র), ৪। সন্তদেব (গরৈমারি)। বলদেবের শিষ্য—বনমালীদেব (দক্ষিণপাট সত্র)।

দ্বিজ রামরায় লিখিত চরিত পুঁথিতে মহাপুরুষ দামোদর প্রতিষ্ঠিত সাত জন ধর্ম্মাচার্য্যের নাম পাওয়া যায় ঃ—

নারদ কপিল দেব বটুগুরু কৃষ্ণদেব
আরু বিপ্র ক্ষুদ্র দামোদর।
মনোহর আদি করি যত আছা ধর্ম্ম ধরি
সবে জানা মোর কলেবর॥

'নারদ' হাজো এলাকায় উলাবাড়ী সত্র ; 'কপিলদেব' সরুক্ষেত্রী মৌজায়

(৩) সিংরার 'মেধি'দিগের বর্ত্তমানে ১৩০২ বঙ্গাব্দ ছত্রিশ বিঘা নিষ্কর ভূসম্পত্তি ওপ্রায় পাঁচ শত শিষ্য আছে। এক্ষণে সিংরা জঙ্গলাকীর্ণ। সিংরার পূর্ব্বদিকে দুই মাইল দূরে 'কপালা' সত্র। মনোহরের বংশধর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেশ্বর মহন্ত ও শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মহন্ত নাম্বরভাগ মৌজাস্থ 'ক্ষুদ্র মাধবাঁহা' গ্রামে শ্রীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরীর বাটী হইতে অদূরে বসবাস করিতেছেন।

পাকা সত্র ; 'কৃষ্ণদেব' হাজো মৌজায় দিহিনা সত্র এবং মনোহর দেব সরুক্ষেত্রী মৌজায় সিংরা(৩) কাপালা ও ন সত্র স্থাপন করেন।

বংশীগোপালদেব—আমরা পূর্ব্বে দামোদরীয়া সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বংশীগোপাল দেবের কথা বলিয়াছি। ইঁহার আবির্ভাব কাল ১৪৭০ শকাব্দ এবং তিরোভাব কাল ১৫৭২ শকাব্দের মাঘমাস। অল্প বয়সে ইঁহার পিতামাতা লোকান্তরীত হওয়ায় ইনি নারায়ণপুরে ভগ্নিপতি লক্ষ্মীকান্তদেবের আশ্রয়ে আসিয়া থাকেন। বংশীগোপাল, শঙ্করদেবের আজ্ঞায় দামোদর দেবের নিকট 'শরণ' লন এবং মাধব দেবের নিকট সাত বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত শিক্ষার পর তদীয় আদেশে 'উজনীয়া' অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করেন। সুতরাং বংশীগোপালদেব, দামোদর দেবের প্রধান চারিজন শিষ্যের বাহিরে আর একজন শিষ্য, এবং মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বারজন ধর্ম্মাচার্য্যের মধ্যে অন্যতম। বংশীগোপালদেব প্রতিষ্ঠিত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সত্রের নাম 'কুরুয়াবাহী।' ইনি কন্দলী বংশীয় রামদেবের পুত্র মিশ্রদেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। নিম্নে বংশীগোপাল দেবের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম এবং তদীয় প্রধান প্রধান শিষ্যগণের নাম ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলির নামোল্লেখ করা হইল :—

প্রধান শিষ্য=জয়হরিদেব ও লক্ষ্মীকান্তদেব—গড়মূর সত্র। নিরঞ্জন পাঠক—আউনীআটী সত্র। লক্ষ্মীদেব দেবেরাপার সত্র (?)। পরমানন্দদেব জখলাবন্ধা সত্র(৪)। অর্জ্জুনদেব—ন চাপরি সত্র। গতিকান্ত - শ্রবণি সত্র।

পুনিয়া সত্রে রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত 'সন্তমালা' পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে, দেবগোপাল (বংশীগোপাল)এর প্রধান বারজন ভক্ত প্রাচীন কামরূপের বিভিন্ন স্থানে সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন :—

গোপালর মুখ্য মহাভক্ত বারজন।
তাসম্বার নাম আবে করিব বর্ণন॥
নিরঞ্জন, রামদেব, মুরারি, অনন্ত।
কামদেব, ভারতি, গোপাল দাস সন্ত॥
কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, বরকানু আতা।
বৈরাগীর পূর্ণানন্দ, সরুকানু আতা॥

(৪) জখলাবন্ধ সত্র—সন্তমালাতে ইহার উল্লেখ আছে। সন্তামালা মাজুলিস্থ ৺পুনিয়া সত্র আছে। ৺নরোত্তম, পরশুরামের মুখে শুনিয়া এই পুঁথি রচনা করেন—শ্রীযুত দ্বারিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের পত্র।

ই সবর বংশাবলী চরিত্র সুন্দর।
যৈত যিবা সত্র কৈল শুনা অতঃপর॥
'অনন্তে' করিলা সত্র কন্দলি হাতট।
সি হেতু কন্দলি সত্র বোলয় সমস্ত॥
অরিমারি বিলকানে 'কামদেব' রৈলা।
সি কারণে অরিমারি সত্র নাম ভৈলা॥
'মুরারি' রহিল গৈয়া দরঙ্গ রাজ্যত।
মুরারি সত্রের নাম হইল বেকত॥
'রামদেবে' করি রৈল বরবাম।
বরবমীয়া নামে সত্র অতি অনুপাম॥
গোপালর পুরোহিত ভারতি ব্রাহ্মণ।
শূদ্র বলি মাধবত লৈল শরণ॥
'মধুমিশ্র' নামে তার কনিষ্ঠ নন্দন।
সত্র নাম মধুমিশ্র এহি সে কারণ॥
গোপালর 'নিরঞ্জন পাঠক' আছিল।
জয়ধ্বজ নৃপতি এ শরণ লইল॥
নৃপে সত্র করি দিল আউনীআটীত।
এই ছয়জন লোক করিলো বিদিত॥
'গোপাল দাসে' সত্র কৈল দিচৈর কাষত।
দিছিয়াল নামে সত্র হৈল বেকত॥*
বৈরাগীর "পূর্ণানন্দ" চারিঙক যায়।
চারিঙ্গীয়া সত্র নাম তেহো আছে পায়॥
'কৃষ্ণদাসে' সত্র কৈল শ্রবণি গ্রামত।
ই হেতু শ্রবণি সত্র হৈল বেকত॥
উজনীত 'বরকাণু' সত্র পাতি রৈলা।
সি হেতু উজনীয়াল সত্র নাম ভৈলা॥
'বিষ্ণুদাসে' সত্র কৈলা ঢাপলি আলিত।
ঢাপলী আল সত্র নামে হৈল বিদিত॥

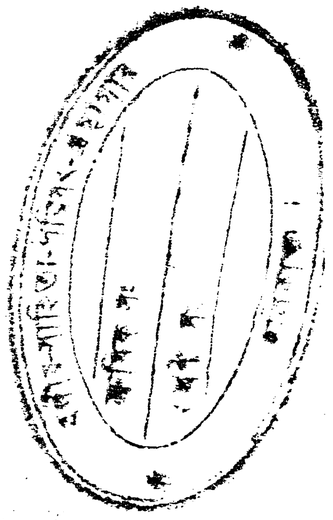

* বেকত—প্রচার।

'সরুকাণু' সত্র কৈলা কলীয়াবরত।
কলীয়াবরীয়া সত্র বোলয় সমস্ত ॥
দ্বিজ শূদ্র সনে এই ভক্ত বারজন।
গোপালর আজ্ঞা পাই কৈল মহাজন ॥

(ক্রমশঃ)

কালীশঙ্কর রায়।

সড়াইল জমীদার বংশের আদি পুরুষ।

তৃতীয় লহর।

সাতোর পরগণায় নন্দনপুর বলিয়া একটি গণ্ডগ্রাম আছে, এই স্থানে এক ঘর দরিদ্র পুরাতনতন্ত্র মতাবলম্বী একটি ব্রাহ্মণ বাস করিত। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেশময় পরিব্যাপ্ত। হরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ নামে একজন নিষ্ঠাবান তপ জপ পরায়ণ ব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণ বংশের অধিস্বামী। নন্দনপুর গণ্ডগ্রাম হইলেও দশ পনর ঘর ব্রাহ্মণ ও ষাট সত্তর ঘর মধ্যবিত্ত ধরণের কায়স্থ তথায় বাস করিত। নন্দনপুরের সাত আট ক্রোশ নিকটবর্ত্তীর লোক সমূহ হরগোবিন্দের ভক্ত ও অনুরক্ত। প্রবাদ আছে যে, হরগোবিন্দের পিতৃবংশ কালীকা-সিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে হরগোবিন্দও তন্ত্র প্রথানুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্মে সমর্থবান-পুরুষ। তাহার উপর আবার তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ণদখল ছিল। হরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ নিঃসন্তান, পত্নী বগলাসুন্দরীও তান্ত্রিক মতে সুদীক্ষিতা। সংসারের সার অবলম্বন পুত্রধনে প্রবঞ্চিতা হইয়া বিদ্যাভূষণ-পত্নী স্বামী সঙ্গে সর্ব্বদা শিষ্যালয়ে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বাঙ্গালা ১১০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে হরগোবিন্দ স্বপত্নীক নৌকাযোগে শিষ্যালয়ে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। যশোহর জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ইহাঁর শিষ্য সংখ্যা অধিক ছিল। এই সমস্ত শিষ্যালয়ে ভ্রমণ করিবার জন্য হরগোবিন্দ স্ত্রীর সঙ্গে নৌকায় অবস্থান করিতে ছিলেন। মধুমতী-নদী অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহার নৌকা চিত্রা ও নবগঙ্গার সঙ্গমস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একটি অনুগত ভক্ত শিষ্যের অনুরোধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বগলাসুন্দরীকে নৌকার মাঝি-মাল্লার নির্ভরে রাখিয়া পদব্রজে শিষ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

বগলাসুন্দরী স্বামীর পূর্ব্ব নিদেশানুসারে মাঝিদিগকে লইয়া ক্রমে ক্রমে উজীরপুর প্রভৃতি গ্রামের শিষ্যদিগের বাটী আসিতে ছিলেন। সেই সময় একদিন

রাত্রে রোফিয়া বাটপাড় নামক জনৈক দস্যু বগলাসুন্দরীর নৌকা আক্রমণ করিল। দস্যুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া একজন মাঝি পলায়ন করিয়াছিল। অপর দুই ব্যক্তি দস্যুর হস্তে গতাসু হয়।

যে সময় দস্যুরা তাঁহার নৌকা আক্রমণ করে, তখন জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা আকাশে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। নদীসৈকতে শুভ্র স্তূপাকার বালুকারাশিপূর্ণ চন্দ্রের কিরণে জলরাশির ন্যায় ভ্রম জন্মাইতেছিল। চিত্রা তরঙ্গিণী পরিসরে মন্দা হইলেও নিঝুম রজনীর নিস্তব্ধতায় তীরস্থ প্রতিবাসীগণের কোন সাড়াশব্দ ছিল না। নৌকাখানি একটি খাল ও নদীর সঙ্গমস্থানে আবদ্ধ ছিল। অতিদূরে শুভ্র প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছিল। ঘটনাসূত্রে সেই রাত্রে খালে বা নদীতে অন্য কোন নৌকা ছিল না, মাত্র তটিনীতট সমীপে একটি নাতি দীর্ঘ সপ্তচ্ছদ তরুতলে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে "মাধবায়, মাধবায়, কেশবায় নমঃ" বলিয়া অর্দ্ধস্ফারিত স্বরে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে ছিলেন। আর সেই স্নিগ্ধ মধুর গভীর রবের সঙ্গে তটিনীর পূর্ব্বপারস্থিত একটি বৈষ্ণব আখড়ার শ্রীমন্দির হইতে "নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া একটি মধুর বিস্রস্থ রব মিলিয়া যাইতেছিল। ঠিক এই সময়ে এই স্থানে বগলাসুন্দরী দস্যু আক্রমণে ভীতা হইয়া জলে ঝম্প দিয়া পড়িয়াছিলেন। দস্যুদল কার্য্যোদ্ধার করিতে করিতে বার কয়েক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া ছিল, "রফি মামুদের শিকার সরিয়া যায়।" এ এই নূতন হইল, "দাঁড়া মাগী, তোকে গ্রেফ্‌তার কর্‌চি।" বিধির নিবন্ধে দস্যুদিগের এ স্পর্দ্ধা রক্ষিত হইল না। বগলাসুন্দরী জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া দূরে তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না, যেদিকে চাহিলেন, সেই দিকেই তাঁহার জল বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্র প্রভাত হইল। তখনও ভীতা বিপর্য্যস্থা কামিনী প্রতিকুল জলরাশির সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত পদ অবশ হইল, তাঁহার শেষ নিশ্বাসটুকু থাকিতে থাকিতে সলিল গর্ভে নিমজ্জিতা হইলেন। প্রাতঃক্রিয়া পূত একটি কায়স্থ পুরুষ বগলাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, পরিশেষে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও কায়স্থ যুবক বগলাকে উঠাইয়া নদীর একটি চরের নিকট বসিল, অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিয়াও কামিনীর চৈতন্য সঞ্চার করিতে পারিল না, কিন্তু কামিনীর উদরস্থ জল বহু প্রক্রিয়ায় বাহির করিয়াছিল। নিঃস্বার্থ প্রেমিক যুবক এই সময় এত ভীত ও ত্রস্ত ছিল যে, বগলার শরীরের বেশভূষার প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। বহু কষ্টে যখন সে বগলাকে বাঁচাইতে পারিল

না, তখন অনেক রূপ কাল্পনিক ভয়ে বগলাকে পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু নদীর ধারে ধারে তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের দিবা এই সময় প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে।

অতঃপর সেই জলমগ্না কামিনীর দেহ দেখিয়া কালীশঙ্কর যাহা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বগলা যখন রূপরাম সরকারের গৃহে প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিলেন, তখন আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। রূপরাম সরকারের ব্রাহ্মণ অতিথি বিদ্যাভূষণ মহাশয় কালীশঙ্করের প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতার নিকটে আমূল ঘটনা সকল বিবৃতি করিলেন, এবং জ্যোতিষ বিদ্যায় কালীশঙ্করের ভাবি শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া রূপরামকে কহিলেন, "সরকার মহাশয়, আপনার এই পুত্রটিকে আমায় প্রদান করুন, আমি ইহাকে দীক্ষা দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইব। ভুসনার কাছারিতে আমার একটি শিষ্য বর্ত্তমানে নাটোরাধিশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর নায়েবি কার্য্য করিতেছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান, আমি কালীশঙ্করকে তাহার নিকট রাখিয়া পরিচালনা করিব।"

রূপরাম। যে আজ্ঞে, কিন্তু ঠাকুর, অদ্যকার ঘটনাটা আমরা জানিতে পারি কি?

হর। অবশ্য শুন! আমি যাহা বলিব তাহা খুব বিশ্বাস করিও। "আমি বর্ত্তমানে নিঃসন্তান। সাতোর পরগনার নন্দনপুরে আমার নিবাস। আমার নাম হরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ। আমি জ্যোতিষে অভিজ্ঞ, তন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি আমার পত্নী। বর্ত্তমানে শিষ্যালয়ে গমন করিতে পত্নীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কোন ঐকান্তপ্রাণ ভক্তের অনুরোধে আমি পত্নী ত্যাগ করিয়া শিষ্যালয়ে গমন করিয়াছিলাম। দস্যু আক্রমনে সহধর্ম্মিণী আমার জলে নিপতিতা হয়, তোমার পুত্রের কল্যাণে জীবন পাইয়াছে।" বিদ্যাভূষণ যখন এই পর্য্যন্ত বলিলেন, সেই সময় একজন ভীত ত্রস্ত যুবক হাতজোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি মাকে রক্ষা করিবার জন্য একবার তীরে উঠাইয়া ছিলাম, কিন্তু আমি মুর্খ, মার চেতনা সঞ্চার করিতে পারি নাই। প্রত্যুত থানাদারের ভয়ে মাকে আবার জলে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। দূর হইতে দেখিলাম, এই বালক মাকে আবার জল হইতে উঠাইতেছে। তাই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আমি প্রভুর পূর্ব্ব মন্ত্রশিষ্য, আমার নাম বিনোদ।" যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতে সকলেই তাহার প্রতি সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। কেবল বগলাসুন্দরী একদৃষ্টিতে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে যেন কেমন স্বপ্নের আভাষ আসিতে

লাগিল। ঘোর সুষুপ্তিতে অভিভূত স্বপ্নদর্শি ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া যেমন বিশৃঙ্খল স্বপ্নের কাহিনীগুলি স্মরণ করিতে থাকে, বগলাসুন্দরীরও অবিকল তাহাই হইল। জলমগ্ন অবস্থায় তাহার প্রাণবায়ু হৃদয়ে সমাধিস্থ ছিল। যুবক যখন তাহাকে উঠাইয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছিল, তখন বগলা পুনর্জ্জীবিতা না হইয়াও স্বপ্নমগ্না অবস্থায় পড়িয়াছিল। ভীত ত্রস্থ যুবকের কথা শুনিয়া বিশৃঙ্খল দু' একটা স্বপ্নাভাস স্মরণ করিয়া বলিল, "আমাকে যেন কেহ তীরে উঠাইয়াছিল; সেখানে বালির বিছানা ছিল। ঘুরচক্রে আমার পেটে, বুকে, নাকে ও মুখে যেন ব্যথা বোধ হয়েছিল, যেন জলের মধ্যে কে ঠেলিয়া দিল"—এই সময় যুবক নতজানু হইয়া বলিল, "হাঁ মা আমি সেই হতভাগ্য।" হরগোবিন্দ বলিল, "বুঝিয়াছি লীলাময়ীর লীলা। পাষাণীর পাষাণ ব্যবহার—রক্তখাগীবেটীর এই এক অদ্ভুত খেলা। আচ্ছা বিনোদ তুমিও আমার সঙ্গে চল, দেখিব, ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন কিরূপ"—এই সময়ে রূপরাম সরকারের বাটীর পূর্ব্বকথিত বালাগস্তি অতিথিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর আমি তোমাদের সব কৃয়াকাণ্ড দেখিলাম ও বুঝিলাম—তুমি মহাপুরুষ, সরকারমহাশয়ের এই পুত্র ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র—আমাকেও সঙ্গী করুন। আর আমি অন্য কোন কার্য্য করিব না। পশ্চিমদেশী যুবকের এই কথা শুনিয়া এবং তাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া বিদ্যাভূষণ বলিলেন, "ভাল তুমি আইস আমি তিনটি কাটা গুটি লইয়া সংসার ক্রিড়ায় আড়ি পাতিয়া বসিব। দেখি কচ্চে-বারো মারিয়া আড়ি মারিতে পারি কি না? তোমাদের তিনজনকেই আমি উন্নতির দূর ভবিষ্যপথে পরিচালনা করিব। যাহার কর্ম্মফল যেরূপ সে সেইরূপ ফলভোগ করিতে পারিবে।" বিদ্যাভূষণ নীরব হইলেন। উপস্থিত জনসঙ্ঘ ক্ষণেকসময় নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। সেই ক্ষণেক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কালীশঙ্করের বিমাতার একদূত আসিয়া রূপরাম সরকারকে কহিল, "সরকার মহাশয়! আপনার পত্নী ত্রিপুরা আমাকে রুখালিগ্রাম হইতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, আপনাকে তথায় যাইতে হইবে। রূপরাম সরকারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাই উপস্থিত ক্রিয়ার কোন নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না, তাহার উপর আবার আর এক দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজে কাজেই সরকার মহাশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তৃতীয় পুত্র রামনিধিকে সঙ্গে লইয়া রুখালি যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কালীশঙ্করের গর্ভধারিণীকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরকে কহিলেন যে, "এই ঋষীকল্প ব্রাহ্মণ

দম্পতিকে সাধ্যানুযায়ী যত্নের সহিত কালীশঙ্করের সহ যেন বিদায় করা হয়। কেহ যেন কালীশঙ্করের গমনে বিমর্ষভাব অবলম্বন না করে। অথবা ব্রাহ্মণ দম্পতির কোনরূপ অমর্য্যাদা না হয়। নন্দকিশোর পিতার অনুমতি শুনিয়া মাতার সহিত আদেশ পালনে তৎপর হইল। রূপরাম ও রামনিধি গমনকালে বিদ্যাভূষণকে প্রণাম করিবার সময় রূপরাম কহলিেন, "প্রভু গুরুদেব কালীশঙ্করকে আমি আপনাকে অর্পণ করিলাম; আমি জন্মদাতা, আপনি ইহার দ্বিতীয় পিতা। অতঃপর আমরা স্বপরিবারে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। কৃতার্থ করুন।" বিদ্যাভূষণ বলিলেন, "যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল আমার বংশীয়দিগেয় শুভ আশীর্ব্বাদ এই বালকের ভাবী বংশ পর্য্যন্ত কৃতার্থ করিবে। যাও সরকার কর্ত্তব্যের পথ প্রশস্ত রহিয়াছে। কার্য্য কর, আমি অদ্য সন্ধ্যায় কালীশঙ্করকে এবং এই দুই যুবককে লইয়া ভূষণায় যাইব। তথায় আমার মন্ত্রশিষ্য কৃষ্ণগোবিন্দ মজুমদার নাটোর রাজবংশের নায়েবী করিতেছে। আর কিছু বলিব না। তুমি বিদায় হও, নিশ্চিত জানিও অদ্য হইতে লীলাময়ীর এক অদ্ভুত লীলাখেলা প্রকাশ পাইবে।"

এই সময় বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত, রৌদ্রের প্রখরতা কতকটা স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। শুবারঘোপ গ্রামের বৃক্ষরাজি চিত্রাতরঙ্গিণীর শীতল স্নিগ্ধ সলিলতরঙ্গে অবগাহিত বায়ু স্পর্শে একটুকু একটুকু গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। পল্লবরাজি তর্ তর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গ্রাম্য পক্ষিকুল এদিক ওদিক উড়িয়া চলিল। গ্রামের অধিকাংশ কৃষিবীজী গৃহস্থগণ স্ব স্ব আরব্ধ কৃষিকার্য্যে রত হইল। গ্রামের নিকটস্থ নলুয়া নামক একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায় নল পিটিয়া পটাপট্ শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল। ন্যাতড়া হাটের দোকানদারশ্রেণী আবার নিজ নিজ গৃহের ঝাঁপ খুলিয়া বেচা কেনা করিতে বসিল। নিকটস্থ নমঃশূদ্রজাতীয় পরিশ্রমীর দল কেহ নৌকায়, কেহ গোযানে, কেহ পদব্রজে, পরের ও আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এই সময় পূর্ব্ববর্ণিত যুবক একটি নমঃশূদ্রের নৌকা ভাড়া করিলেন। কালীশঙ্করের জননী সাধ্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ দম্পতির অভ্যর্থনার আয়োজন শেষ করিয়া কালীশঙ্করকে লইয়া একটি তিন্তিড়ি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে, মাতাপুত্রে আলাপ চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

পূজার বক্‌শিস্।

(গল্প)

[লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস]

১

বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী কোন একটী পল্লীগ্রামে ৫০।৬০ ঘর কৃষকের বাস। যখন বঙ্গভূমি সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ছিল, তখন তাহারাও বেশ সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষক ছিল। পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য বেশ মনোমদ ছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থা নাই। এখন দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়া, দুর্দ্দমনীয় অন্নজ্বালা তদুপরি বিভীষিকাময়ী মহামারী গ্রামখানিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। বোধ হয়, আরও কয়েক বৎসর এইরূপ থাকিলে, জনমানবের বা আবাসভূমির চিহ্নও পরিলক্ষিত হইবে না।

২।৩ বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য তাহাদের—শুধু তাহাদের কেন, প্রায় সমগ্র বাঁকুড়া জেলাবাসীর ভীষণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে। এতদিন কোন প্রকারে কঙ্কালসার দেহে অনেকে সরকারী রিলিফ কার্য্য করিয়া, রামকৃষ্ণ মিশন, নার্শিং ব্রাদারহুড, বামা মিশন প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রদত্ত যৎসামান্য সাহায্য পাইয়া, বহুকষ্টে জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে। তবুও ইহাদের মধ্যে অনেকে ভীষণ অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, অকালে কালের করাল কবলে আশ্রয় লইয়াছে।

উক্ত পল্লীগ্রামের মধ্যে তারিণীকুমার দাস নামে জনৈক কৃষক বাস করে। তারিণীর সংসারে তাহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, কনিষ্ঠভ্রাতা, তারিণীর পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্র ও নিজে তারিণী, এই পাঁচজন ব্যতীত আর কেহই নাই। তারিণী আজ দুই বৎসর হইতে এক বেলা আধপেটা খাইয়া, এবং কোন কোন দিন উপবাস দিয়া, অনশনযন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তাহার বৃদ্ধ পিতা ও বিধবা ভগিনী অনশনক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। তারিণীর—শুধু তারিণীর নয়, সমগ্র পল্লীটীর ও অন্যান্য পল্লীর এখন বড়ই দুর্দ্দিন। সকলেই এইরূপ বিষম বিপদে অভিভূত।

একে অন্নাভাব, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়া ও মহামারীর ভয়। গ্রামের কয়েকজন লোক ম্যালেরিয়া ও মহামারীর কবলে পড়িয়া মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে তারিণীর পিতা ও বিধবা ভগিনী অন্যতম। নানাবিধ গাছের পাতা অখাদ্য খাদ্য ভোজনে গ্রামে কলেরার উৎপত্তি হইয়াছে। তারিণীকুমার নিজে ও তাহার

ভ্রাতা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। তথাপি তারিণীকুমারের একটু শুইয়া থাকিবার অবসর নাই, কারণ, "অন্নচিন্তা চমৎকারা!" সে উলটীলে যে, সকলকেই উলটীতে হইবে। যখন অবোধ শিশুটী খাইবার জন্য জেদ ধরে, তখন তারিণীকুমারের চক্ষে সমস্ত জগৎ অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তারিণীকুমার অন্নক্লিষ্ট রুগ্ন শরীরে এক গাছ যষ্টি ধরিয়া, প্রত্যহ ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবকগণের নিকট সাহায্য লইয়া ফিরিয়া আসে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত মিশনের স্বেচ্ছাসেবকগণ এই পল্লীগ্রামে আসিয়া, অনশনক্লিষ্ট পরিবারের তালিকা লইয়া গিয়াছেন এবং সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২

আজ মায়ের বোধনের দিন,—আজ মা আসিবেন। আজ গৃহাগত প্রবাসী মানব পিতামাতাকে, পুত্র কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, পত্নীকে সাধ্যানুসারে পূজার বখ্‌শিস্ দিবার জন্য ব্যস্ত। সকলেরই আজ নূতন বসন, নূতন ভূষণ। সন্দেশ, লাড্ডু প্রস্তুত করিবার জন্য, সাধ্যানুসারে সকলেরই গৃহে তৈলের অথবা ঘৃতের কড়াই চাপিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারিণীকুমারের পরন্তু প্রায় সমগ্র বাঁকুড়ার পল্লীর আজ সে আনন্দ, সে কোলাহল, সে সাজসজ্জা নাই। আজ তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা! আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ,—নূতনের পরিবর্ত্তে জীর্ণ ছিন্ন পুরাতন,—কোলাহলের পরিবর্ত্তে শ্মশান সদৃশ নিস্তব্ধ নীরব। তাই বলি, যাঁহাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, তাঁহারাই বুঝি আনন্দময়ী মা'কে এক চেটীয়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারাই মায়ের প্রকৃত সন্তান। আর যাহাদের অর্থ সামর্থ নাই, তাহারা বুঝি মায়ের সন্তান নয় —শয়তান্! তাই তাহাদের এত যন্ত্রণা, তাই মা, তিন দিনের জন্য আসিয়া তাহাদিগকে দেখিবার অবসর পান না। কিন্তু পাষাণী বেটীর এটুকু ভাল করিয়া বুঝা উচিত যে, আনন্দ-কোলাহল শূন্য শ্মশান ভূমিই তাঁহার আবাস-স্থল।

আজ মায়ের আগমন দিন। তারিণীকুমারের শিশু পুত্রটী সহসা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। তারিণীকুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা এখনও তোর আশা মিটে নাই? আমরা নিদারুণ অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া, উপবাসে থাকিয়া, এই একমাত্র শিশুটীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, দেবী! আজ তাহাতেও বাদ সাধিতে উদ্যত হইলে? আমাদের এই একমাত্র শিশুকে লইবার জন্যই কি আজ তোমার আগমন? না এটা তোমার পূজার বখ্‌শিস্?" শতগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ ছিন্ন বসন পরিহিতা তারিণী-

কুমারের লজ্জাবতী স্ত্রী, ভগ্ন গৃহের এককোণে উপবেশন করিয়া, শিশুটীকে কোলে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তারিণীকুমার আর থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি যষ্টিখানি হাতে লইয়া ঔষধের জন্য দ্রুতপদে মিশনের দিকে ধাবিত হইল। পথের দিকে লক্ষ্য নাই,—কত জায়গায় পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া, আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। সে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, তারিণী আরও দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তারিণী স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিজের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা তারিণীকে শিশুর জন্য ঔষধ ও পথ্য এবং সাংসারিক খরচের জন্য কিছু চাউল দিয়া, একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পরে একজন কয়েকখানি নূতন বস্ত্র আনিয়া, তারিণীকুমারের গৃহের প্রত্যেকের জনের জন্য একখানি করিয়া দিয়া বলিলেন,—"এটা পূজার বখ্‌শিস্, কয়েকজন ধনকুবের মাড়োয়ারী তোমাদের মত অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রের জন্য কয়েকশত গাঁইট নূতক কাপড় আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমরা দাতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, উহা সাদরে গ্রহণ কর।"

তারিণীকুমার দাতৃবর্গের উদ্দেশে ও স্বেচ্ছাসেবকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

৩

গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে তারিণী প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা অতিক্রম করিয়া, একটী পল্লীর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। এমন সময় একটী শোচনীয় দৃশ্য তাহার নয়নপথে পতিত হইল।

তারিণী পথি পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষের নিকট যাইয়া দেখিল,—জনৈক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ঐ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক একটী শাখায় রজ্জু বাঁধিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন। চঞ্চল মনে তারিণী জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, করেন কি?"

ব্রাহ্মণ কোন কথা না বলিয়া হস্তস্থিত রজ্জুর ফাঁসটী গলদেশে পরাইয়া, "জয় মা দুর্গে" বলিয়া নিম্নদেশে ঝুলিয়া পড়িলেন। অমনি তারিণী খুব ক্ষিপ্রতার সহিত ব্রাহ্মণের চরণ দুইটী ধরিয়া, ব্রাহ্মণকে উপরে তুলিল। ব্রাহ্মণের হস্ত দুইটী দ্বারা রজ্জুখানি ধৃত ছিল বলিয়া উহা ব্রাহ্মণের গলদেশে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণকে উপরে তুলিয়া তারিণী বলিল, "ঠাকুর, গলার দড়ি খুলাইয়া দিন।"

ক্ষীণকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কে তুমি, এ সময়ে আমার সুখের অন্তরায় হইলে? ছেড়ে দাও, আমার মৃত্যুতে বাধা দিও না।"

তারিণী। "ঠাকুর, আত্মহত্যা যে মহাপাপ।"

ব্রাহ্মণ। "উপায় নাই। অন্নকষ্ট বড় কষ্ট, আর সহ্য করিতে পারি না, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়া, মহামারী যোগ দিয়া আমার সর্ব্বস্বান্ত করিবার আয়োজন করিয়াছে। বিভীষিকাময়ী মহামারীতে বৃদ্ধা মাতা গেলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র গেল, এখন কনিষ্ঠ পুত্র ও একমাত্র পৌত্রটী আক্রান্ত হইয়াছে। পত্নী ও পুত্রবধুটী ম্যালেরিয়ায় ও শোকে জর জর। দারুণ অনশনক্লেশ সহ্য করিয়াও মায়ের পূজার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম,—নিজ হস্তে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাষাণী বেটী তাহার ফল হাতে হাতে দিলেন। এই কি আমার পূজার বখশিস্? ছেড়ে দাও, মায়ের বাসনা পূর্ণ বউক।"

তারিণী। "ঠাকুর দয়া করিয়া নেমে পড়ুন। আমিও আপনার ন্যায় বিপদে অভিভূত, আমারও পিতা, জ্যেষ্ঠ ভগিনী কলেরার তাড়নায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন একমাত্র শিশু পুত্রটী কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। যদি মৃত্যুপথ অবলম্বন করাই আপনার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ হয়, তবে আমিও আপনার সঙ্গী হইব। এখন নেমে এসে ইহার একটা মীমাংসা করুন।"

তারিণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ রজ্জুর ফাঁস গলদেশ হইতে বাহির করিলেন। অমনি তারিণী তাহাকে ভূমিতলে নামাইয়া দিল।

তাহার পর ব্রাহ্মণ, তারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারিণী আপনার পরিচয় দিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিল,—"চলুন আপনার বাড়ীতে যাই, আমার নিকট ঔষধ, পথ্য দুইই আছে, উহা আপনার পুত্র ও পৌত্রকে সেবন করাইব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আর তোমার পুত্রকে কি দিবে?"

সরল মনে তারিণী বলিল,—"মা জগদম্বা আছেন।"

ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে তারিণীর মুখপানে চাহিয়া, তারিণীর সহিত আপনার গৃহে গমন করিলেন।

অতঃপর তারিণী ব্রাহ্মণের পুত্র ও পৌত্রকে ঔষধ সেবন করাইয়া, প্রাপ্ত চাউল ও নব বস্ত্র কয়খানি ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সকল তুমি কোথায় পাইলে?"

তারিণী বলিল—"রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রাপ্ত পূজার বখ্‌শিস্।"

ব্রাহ্মণ। "রামকৃষ্ণ মিশন এই অশন ও বসন তোমার পরিবার বর্গের জন্য

দিয়াছেন। উহা আবার তুমি আমাকে দাও কেন? একেত নিজের পুত্রের জন্য আনীত ঔষধ ও পথ্য আমাদের ছেলে দুইটীকে দিলে, আবার উপবাস-ক্লিষ্ট পরিজনের মুখে কাঁটা দিয়া এগুলি আমায় দিতেছ কেন? আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না।"

তারিণী। "ঠাকুর যাহা দান করা হয়, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে দত্তাপহারী হইয়া, মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। এ সকল উপদেশ বাক্য আপনাদের মুখেই শুনিতে পাই। সত্য বটে, আমার পরিজন উপবাসক্লিষ্ট,—সত্য বটে, তাহাদের লজ্জা নিবারণের মতও বস্ত্র নাই,—সত্য বটে, আমার শিশু পুত্রটী মুমূর্ষাবস্থাপন্ন। কিন্তু ঠাকুর, আপনাতে ও আমাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জগদম্বা না করুন, যদি আপনার পুত্র কি পৌত্র কালগ্রাসে পতিত হন, তবে আপনার মায়ের পূজার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। কিন্তু আমার পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হইলে, মায়ের পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না। সেই ভাবিয়া আমার পুত্রের জন্য আনিত ঔষধ ও পথ্য আপনার ছেলেদের দিলাম। আর আপনার বাড়ীতে মায়ের পূজা বলিয়া, অন্যান্য গ্রামের ১০।৫ জন ভদ্রলোক পূজা দেখিতে আসিতে পারেন। সে সময় আপনি ও আপনার পরিজনবর্গ শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকিবেন কিরূপে? অথচ আমার বাড়ীতে লোকজনেরও সমাগম হইবে না, হইলেও আমি ত সামান্য চাষা মাত্র। এই ভাবিয়া নূতন বস্ত্র কয়খানি আপনাকে প্রদান করিলাম। আজই আবার মায়ের বোধন, হয়ত এই সামান্য চাউলগুলি মায়ের পূজার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। তাই উহা প্রদান করিলাম। এক্ষণে দয়া করিয়া উহা গ্রহণ করুন। মা জগদম্বা ইচ্ছা করিলে আমাকে আরও জুটাইয়া দিতে পারেন।"

তারিণীর মস্তকে হস্ত দিয়া, ব্রাহ্মণ বাষ্পপূর্ণ লোচনে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"তারিণী তুমি সামান্য চাষা! চাষার কি মান-সম্ভ্রম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না তারিণী? তুমি চাষা, কিন্তু তুমি কার্য্যগুণে আমার চেয়ে বহু শ্রেষ্ঠ। অহো! দরিদ্রই দরিদ্রের প্রকৃত বন্ধু। এই যে দেশব্যাপী ভীষণ অন্নকষ্ট, ম্যালেরিয়া মহামারী; কিন্তু তাহার প্রতিকারকল্পে প্রধান অগ্রণী কে, না দরিদ্র। কত রাজা, মহারাজ, ভূস্বামী আছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সকলকে অন্নকষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু কই, ২।১ জন ব্যতীত কাহারও ত দৃষ্টি এ পর্য্যন্ত এদিকে পতিত হয় নাই। দরিদ্রই বন্ধু—দরিদ্রই নারায়ণ! আজ রামকৃষ্ণ মিশন, বামা মিশন প্রভৃতি দরিদ্র-সাহায্যপুষ্ট দরিদ্র-বান্ধব, দরিদ্রগণ

শত সহস্র মুখে এই কথার সাক্ষ্য দিতেছেন। তারিণী, তুমিও আজ এই পুণ্য-বলে নিজে সুখী হইতে পারিবে। এ বিশ্বাস আমার আছে। হে ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষক! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হইয়া মা জগদম্বার কৃপালাভ কর।"

তারিণী দেখিল যে, ব্রাহ্মণের পুত্র ও পৌত্রটীর অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। "আর ভয়ের কোন কারণ নাই, আপনি মায়ের বোধনের বন্দোবস্ত করুন, আমি আমার ছেলেটীর জন্য আরও ঔষধ লইয়া আসি।" ব্রাহ্মণকে এই কথাগুলি বলিয়া ও চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া, তারিণী সে স্থান হইতে বিদায় লইল।

৪

পুনরায় রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে যাইয়া, তারিণী নিজের শিশুটীর জন্য ঔষধ ও পথ্য চাহিল। মিশনের স্বেচ্ছাসেবকগণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি যে এই একটু পূর্ব্বে ঔষধ, পথ্য, বস্ত্র ও চাউল লইয়া গেলে!"

তারিণী আদ্যন্ত সকল বিবরণ অকপটে প্রকাশ করিল। কিন্তু তাঁহারা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল তারিণীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মিশনের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তারিণীর এইরূপ পরোপকার ব্রত পরীক্ষা করিবার জন্য, ঔষধ, পথ্য, চাউল কয়েকখান বস্ত্র লইয়া তারিণীর সঙ্গে গমন করিলেন।

যথাসময়ে উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, স্বেচ্ছাসেবকগণ তারিণীর দয়া-ধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় পাইলেন। তারিণীকে ব্রাহ্মণের জীবনদাতা বলিয়া জানিলেন। তারিণীর এইরূপ মহৎ কার্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের চক্ষু পুলকাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। মা জগদম্বার নিকট তাঁহারাও তারিণীর শুভ কামনা করিলেন। এবং তারিণীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"আজ আমরা তোমার নিকট আশাতীতরূপে পূজার বখশিস্ পাইয়া, কৃতার্থ হইলাম।"

অতঃপর স্বেচ্ছাসেবকগণ, ব্রাহ্মণের পুত্র ও পৌত্রকে ঔষধাদি দিয়া, তারিণীর সহিত তাহার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা তারিণীর ভগ্ন গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন স্ত্রীকণ্ঠবিনিঃসৃত ক্ষীণ রোদনধ্বনি তাঁহাদের শ্রবণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা অনুমান করিলেন,- তারিণীর শিশু পুত্রটী বোধ হয় মারা গিয়াছে। তারিণী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে, চঞ্চল পদে গৃহে প্রবেশ করিল। স্বেচ্ছাসেবকগণও তারিণীর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়া দেখিলেন, —ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা, কঙ্কালদেহা তারিণীর স্ত্রী, শিশু পুত্রকে কোলে রাখিয়া

সকরুণ বিলাপ করিতেছে। তারিণীও ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া, উচৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল। স্বেচ্ছাসেবক যুবক কয়জন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তারিণীর পুত্রটী সত্য সত্যই মারা গিয়াছে।

তাহার পর মিশনের যুবকেরা তারিণীর মৃত পুত্রটীকে দেখিতে চাহিলেন। তারিণীর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রটীকে স্বামীর কোলে দিয়া, যুবকগণকে দেখাইতে বলিল। তারিণীও কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রটীকে বাহিরে আনিয়া যুবকগণকে দেখাইল। যুবকগণের মধ্যে একজন নেটিভ ডাক্তার ছিলেন। তিনি ছেলেটীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, তারিণীকে বলিলেন, "তোমরা কাঁদিও না, ছেলেটী এখনও মারা পড়ে নাই; অচৈতন্য হইয়াছে মাত্র, মায়ের কৃপা হইলে সারিতেও পারে।" এই কথা বলিয়া তিনি ছেলেটীর চিকিৎসায় যত্নবান হইলেন।

তারিণী করযোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল - "মা এই অধম সন্তানের প্রতি তোমার কি দয়া হবে না? একমাত্র শিশু পুত্রের জীবন দান করিয়া আমাকে কি পূজার বখশিস্ দিবে না মা?"

যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে শিশুটীর চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন ডাক্তার বাবু শিশুকে ঔষধ ও পথ্য দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় শিশুটীর বেশ চেহারা হইল, উঠিয়া বসিতে ও কথা কহিতে লাগিল, স্বেচ্ছাসেবকগণ তারিণীকে আশ্বাস ও অভয় দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে যুবকগণ তারিণীর হস্তে পাঁচখানি নূতন বস্ত্র ও কিছু চাউল দিয়াছিলেন। তারিণীর স্ত্রী বস্ত্র পাঁচখানি গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া খুলিয়া দেখিয়াছিল। যুবকগণ ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া তারিণীর স্ত্রী তারিণীর হস্তে পাঁচখানি কাগজ দিয়া বলিল -"এই কাগজগুলি কি?" প্রত্যেক কাপড়ের মধ্যে একখান করিয়া পাওয়া গিয়াছে।"

তারিণী অবাক হইয়া বলিল—"এগুলি দশ টাকার করিয়া নোট।"

তারিণী আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি নোট কয়খানি যুবকগণের হাতে দিয়া বলিল—"এই নোট পাঁচটী কাপড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা গ্রহণ করুন।"

যুবকগণ নোট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার পর নোটগুলি খুলিয়া দেখিতে পাইলেন যে, প্রত্যেক নোটে একখণ্ড স্বতন্ত্র কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—"পূজার বখশিস্ কৃপাময়ী মায়ের কৃপা যাঁহার উপর বর্ষিত হইবে তিনিই ইহা লাভে সমর্থ হইবেন।"

যুবকগণ জানিলেন যে সকল হৃদয়বান মহাত্মা রামকৃষ্ণ মিশনে কাপড় পাঠাইয়াছেন, তাহাদেরই মধ্যে কেহ গোপনভাবে কাপড়ের ভিতর নোট রাখিয়া দিয়াছেন। মায়ের কৃপায় এই নোট পাঁচটী তারিণীর নিকট আসিয়াছে, সুতরাং ইহা তারিণীরই প্রাপ্য।

তাঁহারা নোট পাঁচখানি তারিণীর হাতে দিয়া বলিলেন - "কৃপাময়ী মা এই নোট পাঁচখানি তোমার জন্য দিয়াছেন—ইহা পূজার বখশিস্। যাহা হউক, তোমার সরল ব্যবহারে ও ধর্ম্মপ্রাণতায় আমরা একান্ত মুগ্ধ হইলাম।"

৫

যুবকগণ তারিণীর নিকট বিদায় লইলেন। তারিণীও একখানি নোট বাড়ীতে দিয়া অপর চারিখানি সঙ্গে লইয়া যুবকগণের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যুবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আবার কোথায় যাইবে?"

তারিণী বলিল—"আমি সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাইয়া এই নোট চারিখানি মায়ের পূজার ও ব্রাহ্মণ সেবার জন্য দিয়া আসিব। নিরন্ন ব্রাহ্মণ এ বৎসর মায়ের পূজার জন্য কিছুই যোগাড় করিতে পারেন নাই।"

তারিণীর কথা শুনিয়া যুবকগণ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তারিণীকে বলিলেন—"তারিণী তোমার ন্যায় উদার ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন পুরুষ এ জগতে নিতান্তই দুর্ল্লভ। আমাদের একান্ত বিশ্বাস মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমার সমস্ত দুঃখ অচিরেই তিরোহিত হইবে।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া যুবকগণ তাড়াতাড়ি আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন। তারিণীও ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে উপস্থিত হইল। সে সময় ব্রাহ্মণ কয়েকজন লোকের সহিত চণ্ডীমণ্ডপে উপবেশন করিয়া তন্ময় ভাবে গান গাহিতেছিলেন—

আনন্দরূপিণী ভবদুঃখহরা
আসিলে গো হর ললনা।
আমি শরত আশ্বিনে কি দিয়ে চরণে
পূজিব মা তাই বলনা॥
বিল্বদল সহ নয়নের জল
আছে মাগো শুধু দাসের সম্বল
তাই দিয়ে পদে পূজিব কেবল
অন্য ধনে আশা করো না;—
দিয়েছিলে যাহা নিয়েছ সে ধন
দত্তাপহারিণী কি চাও এখন
দিয়েছি আমার হৃদয়-রতন
কেন কর মিছে ছলনা॥

ব্রাহ্মণের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিয়া তারিণীও ভাবে তন্ময় হইল। সে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া ভক্তিভরে মাকে ও পরে ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ তারিণীর বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তারিণী সমস্ত পরিচয় দিয়া নোট চারিখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিল। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞতায় অশ্রুত্যাগ করিয়া তারিণীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! তারিণীও আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া জ্ঞান করিল। আজিকার এই পূজার বখ্‌শিস্ উভয়কেই প্রকৃতরূপে বিমল আনন্দ প্রদান করিল।

তারিণী এইরূপ ভাবে যাতায়াত করিয়া মায়ের পূজাকার্য্যাদি সমাধা করিল। মায়ের কৃপায় ব্রাহ্মণের বাড়ীর ও তারিণীর বাড়ীর সকলেই রোগ মুক্ত হইল।

তারিণীর এইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার ও দানের কথা শুনিয়া কোন ধন-কুবের মহাত্মা পুরুষ আশাতীত রূপে তারিণীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তারিণীও দীন দুঃখী ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল। তারিণী সকল সময়েই ভাবিত,—ইহা মায়েরই পূজার বখশিস্।

পূজার তত্ত্ব।

"বাবা নলিন, তোর মুখের দিকে চাইলে আর কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু না বোলেই বা করি কি। এ সংসারে আমাদের আর কে আছে? ক'াল ষষ্ঠী, নূতন জামাইকে বাড়ীতে আন্‌তে হয়, জামাই বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে হয়। তারা বড় মানুষ, দেওয়া থোওয়ার ত্রুটি হোলে সরোজের যে চক্ষের জলে বুকভেসে যাবে। যে রায়বাঘিনী শাশুড়ী; তার মুখের কথা শুন্‌লে আমাদেরই প্রাণ শিহরে উঠে, আর সরোজ ত কচি মেয়ে। তখনই বলেছিলাম, নলিন, মেয়েটাকে বড় মানুষের ঘরে দিস্‌নে; আমরা গরিব, গরিব দেখে একটা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দে। যাক, সে কথা আর এখন ব'লে লাভ নেই; এখন তত্ত্ব পাঠাবার বা কি হবে, আর জামাই আন্‌বারই বা কি হবে?"

মায়ের কথা শুনিয়া নলিনবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, আজ এক মাস থেকে সেই কথাই ভাবছি। এই বৈশাখ মাসে সরোজের বিবাহ দিলাম তার দরুণ এগারশ টাকা এখনও ধার আছে; ক্রমেই সুদ বাড়ছে। মোটে ৫০টী টাকা মাইনে পাই; তাতে সংসারই চলে না; তার ধার শোধই বা করি কি দিয়ে, আর লোক-লৌকিকতাই বা করি কেমন করে। বেহান ঠাক্‌রুণ ত দিন রাত্রিই সরোজকে কত মন্দ কথা বলেন; কথায় কথায় "ছোট-লোকের মেয়ে, হাবাতের ঝি" ব'লে মুখনাড়া দেন; আর আমার সোনার-কমল সরোজ নির্জ্জনে বসে কাঁদে, ভগবান কি পাপে আমার অদৃষ্টে এ দুঃখ লিখেছেন, কেমন করে বল্‌ব। দেনায় ত একেবারে তলিয়ে রয়েছি, যার কাছে যাই, সেই টাকা দেওয়া দূরে থাক, সাবেক বাকীটা চেয়ে বসে। অনেক কষ্টে আমাদের আফিসের দরওয়ানের নিকট হইতে ৩৫টী টাকা ধার করে এনেছি; মাসে ফি টাকায় তিন পয়সা হিসাবে সুদ দিতে হবে। কি কর্‌ব বল, তাই স্বীকার করেই টাকা নিয়ে এসেছি। এই ৩৫৲ টাকা আর এদিক ওদিক করে দশটি টাকা দিয়ে এবারের পূজার তত্ত্ব সারতে হবে। নিন্দা ত হবেই, কিন্তু তা বলে কি কর্‌ব মা! দুঃখীর অদৃষ্টে নিন্দা ত আছেই।"

মা বলিলেন, "যাক্, ঐ ৪৫টী টাকার মধ্যেই কোন প্রকারে তত্ত্ব গুছিয়ে পাঠাতে হবে। মুনি-ঋষিরা এমন নিয়ম করেছে, আর ৫।৭ বৎসর অন্তর এক এক বৎসর পূজার ব্যবস্থাটা কর্‌তে পারে নাই। এক একটা পূজা আসে, না এক একটা মন্বন্তর উপস্থিত হয়। তা যাও বাবা, হাত মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়েই জিনিষ পত্র গুলো কিনে নিয়ে এস; নিতান্ত খেলো জিনিষ এনো না; যে বেহান এমনিই কত কথা শুনিয়ে দেবে, তারপর যা সামান্য দেবে তাও যদি খেলো হয়, তবে কি রক্ষে আছে। সরোজের অদৃষ্টে যে এত কষ্ট ছিল, তা জান্‌তাম না।"

বেহাই বাড়ী ?

গিন্নী। বলি ঝি; তোদের পাড়ায় কি ভাল মানুষের বাস নেই? ভদ্রলোকের সঙ্গে ত কোন দিন ওঠা-বসা নেই, তা তোর মনিব লোক-লৌকিকতা জান্‌বে কি করে। তখনই কর্ত্তাকে বলেছিলুম বৌয়ের রাঙ্গা মুখ দেখে ছোট লোকের সঙ্গে কাজ করো না; তা শুন্‌লেন না, এখন কিনা এই সব অনাছিষ্টি আমাকে দেখ্‌তে হয়। হ্যালো ঝি, তোদের বাবু কি কায়েত না হাড়ি?

ঝি। তা কি করে বল্‌ব গিন্নী মা! আপনাদের সঙ্গে যখন কুটুম্বিতা করেছেন, তখন কায়েত কি হাড়ি তা আপনারাই জানেন।

গিন্নী। বলি তোর গিন্নী কি কোন দিন তার বাপের জন্মে কারো বাড়ীর তত্ত্বও দেখে নাই?

ঝি। দেখ্‌বে না কেন? আপনাদের দৌলতে আরও কত কি দেখ্‌তে হবে।

গিন্নী। নিয়ে যা তোদের তত্ত্ব; এমন তত্ত্বের মুখে আমাদের রামা খান্‌সামাও পেচ্ছাব করে দেয়। তুলে নিয়ে যা তোদের জিনিষ; তোর মা ঠাক্‌রুণের জামাইয়ের কি মাতৃদায় উপস্থিত, যে এমন মলমল্লের মতন ধুতি পাঠিয়েছে?

ঝি। সে দিন কবে হবে বাছা; মা দুর্গা করুন, তাই যেন হয়।

গিন্নী। আ-মলো, মাগি বাড়ী বয়ে ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে এসেছিস্ নাকি? জানিস্ এখনই ঝ্যাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবো।

ঝি। তা দেবে না কেন বাছা! আজই যেন বড় মানুষের বৌ হয়েছ। যখন সুন্দরপুরের গোপাল সরকারের মেয়ে ছিলে তখন ত আমিই তোমাকে মাঠ থেকে ঘুটে ঝেটিয়ে আন্‌তে দেখেছি। আমার কাছে আর বড়াই কেন বাছা? যা রয় সয় তাই করো। "চিরদিন কারো সমান না যায়।"

গিন্নী। যত বড় মুখ তত বড় কথা। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছড়া কাটাতে এসেছিস্ নাকি?

ঝি। ভদ্রলোকের বাড়ী বটে কিন্তু তোমাদের রীত ব্যাবার সত্যি সত্যিই হাড়ির মত; তাই বুঝেই আমার বাবু তোমাদের বাড়ী মেয়ে দিয়েছেন। হাড়ির ছোঁয়া জিনিষ আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। দিয়ে গেলাম, যা খুসী তাই করো। তোমার খাই না পরি যে এত কথা শুন্‌তে যাবো। গোপাল সরকারের মেয়ের ঠ্যাকার দেখ্‌লে গা জ্বোলে যায়। কত ভাগ্যি করেছিলে তাই সরোজের মত মেয়ের সঙ্গে ব্যাটার বে দিয়েছো। আমরা গয়লার মেয়ে আমরাও তোমার মত ছোট লোকের বাড়ী যাইনে, চলরে রামা এ নরক থেকে বেরিয়ে চল্।

গিন্নী। (বউয়ের প্রতি) বলি হ্যাগো. ভাল-মানুষের মেয়ে, তোমার মরণের কি আর জায়গা ছিল না। হা আমার অদৃষ্ট! আজ কিনা ছোট লোকের মেয়েকে ঘরে এনে আমি ঝির কাছে অপমান হলুম। তোর উপর এর শোধ যদি না তুলি তবে আমি গোপাল সরকারের মেয়ে নই। রূপ ধুয়ে খাবো আর কি? আজ তোর এক দিন, কি আমারই এক দিন।

সরোজ। মা গো!

ওঁ তৎসৎ।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সমুজ্জ্বল জ্যোতি—

পুণ্য-গীতা।

হিন্দুর নিত্য পাঠ্য, সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সরল সুললিত নানা ছন্দ সম্বলিত যথাযথ পদ্যানুবাদ।

প্রথমাংশে—পদ্যানুবাদ, কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা।

দ্বিতীয় অংশে—বর্ণমালা অনুসারে শ্লোক নির্ঘণ্ট।

তৃতীয়াংশে—পাঠ প্রকরণ সহ ধারাবাহিক মূল ও মাহাত্ম্য

হিন্দু সৎকর্ম্মমালা প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক মূলাংশ সংশোধিত।

উত্তম কাগজে বড় বড় অক্ষরে চারিশতাধিক পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রধান প্রধান অধ্যাপক মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ গণ্য মান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত এবং

ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের সমালোচনা।

প্রকাশক—মহেশ লাইব্রেরী, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা।

অনুবাদক ও সত্বাধিকারী—শ্রীহরিশচন্দ্র দে।

প্রামাণিক বাটরোড, বরাহনগর, কলিকাতা।

এতদ্ভিন্ন সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা দে এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা—১০৩ নং পুরাতন চিনা বাজারে প্রাপ্তব্য।

পাঠান্তে অনুগ্রহ করিয়া বন্ধুবর্গকে দিবেন।

আশীর্ব্বাদ।

যাঁহার গীতা ব্যাখ্যা শ্রবণে বঙ্গদেশ মুগ্ধ, যাঁহার গীতাব্যাখ্যা শ্রবণ জন্য শত কার্য্য পশ্চাতে ফেলিয়া লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া ধাবমান হন, যাঁহার গীতাতত্ত্ব শ্রবণে অনেক জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছে, বহুতর উচ্ছৃঙ্খল যুবক ধর্ম্মে আস্থাবান ও প্রগাঢ় ভক্তিমান্ হইয়াছেন, সেই পরম ভাগবত প্রাচীন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ পুণ্য-গীতা আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পুস্তকখানি তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথমাংশে পদ্যানুবাদ এবং দুরূহ শব্দের অর্থ, দ্বিতীয়াংশে বর্ণমালা অনুসারে শ্লোক নির্ঘণ্ট তৃতীয়াংশে পাঠক্রমাদি সহ ধারাবাহিক মূল ও মাহাত্ম্য, অতি উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে! বাংলা পদ্যানুবাদই অনুবাদকের অভিপ্রেত মূল বিষয়। তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ও শব্দের লালিত্য রাখিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা পদ্যে অবিকল অনুবাদ করা সামান্য নৈপুণ্যের কার্য্য নহে। অনুবাদকের সে নৈপুণ্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এ অনুবাদ যিনি পাঠ করিবেন তিনিই প্রীতিলাভ করিবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীধরাদি সমস্ত ভাষ্যকারগণের ভাষ্য সম্বলিত, জিজ্ঞাসু ও বক্তারূপে যে মহাজন

গীতা অনুবাদ করিয়া বাংলার মুখোজ্জল করিয়াছেন সেই ভক্ত প্রবর মহা সাধক উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বশাস্ত্রের সার গীতা সমগ্র মানব জাতির জন্য সম্পূর্ণ ধর্ম্ম দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যক্তি বা জাতিগত চরিত্র গঠনের উপযোগী সমস্ত উপদেশ সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তির সম্পূর্ণ সাধনা গীতাতে আছে। গীতা অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ, সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব ধর্ম্ম জগতের গূঢ় রহস্য বাংলা ভাষায় পদ্যে বিশদ করা আরও কঠিন। গ্রন্থকার পুণ্য-গীতা পুস্তকখানিকে মধুর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। প্রতি শ্লোকের যথা মধুর পদ্য ব্যাখ্যা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সকলের পক্ষে বিশেষ আদরণীয় হইবে ও উপকারে আসিবে।

গীতা ও চণ্ডীপাঠে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে দীর্ঘজীবেষু—

আপনার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সরল, সুবোধ্য নানাছন্দে সুশোভিত পদ্যানুবাদ সম্বলিত পুণ্য গীতা পুস্তকখানি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না এরূপ পুরুষ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ আদরণীয় হইবে। নীচে কঠিন কথাগুলির টিপ্পনি অর্থাৎ ফুটনোট থাকায় প্রকৃতার্থ গ্রহণ পক্ষে আরও সুগম হইয়াছে। মূল সংস্কৃত দুই এক স্থলে বরং মুদ্রণ ভুল আছে কিন্তু বঙ্গানুবাদে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বহুদিবসাবধি বাতব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন, তথাপি পুণ্য-গীতা পাঠে প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ পত্রে লিখিয়াছেন,—

নানাছন্দে সুশোভিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশুদ্ধ প্রত্যেক শ্লোকের যথাযথ সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ পাঠে প্রীতিলাভ করিলাম। এরূপ অমূল্য গ্রন্থের বড় বড় অক্ষর সুন্দর ছাপা ও উৎকৃষ্ট বাঁধা হইয়া গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে মূল্য ১৷৷০ মাত্র। হরিশঙ্কর বাবু পুণ্য গীতা প্রচার করিয়া নিজেও পবিত্র হইয়াছেন। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ পাঠক ইহা পাঠ করিয়া পবিত্র হইবেন এবং সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরাও পবিত্র হইলাম। তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপ সদ্গ্রন্থ প্রচারে ব্যাপৃত থাকুন।

ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম প্রিয়শিষ্য বেদান্ত প্রচারক শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন,—

সংস্কৃতজ্ঞ গীতা পাঠক মাত্রেই জানেন যে ভগবদ্গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য পদ্যানুবাদ দ্বারা জন সাধারণকে বুঝান সম্ভবপর নহে। টীকা টিপ্পনি দুই এক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক এবং শ্লোকার্থ যথাযথ সংস্কৃত অনুযায়ী না হইলেও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত গীতার পদ্যানুবাদ দুইখানি কেবল মাত্র পয়ার ছন্দে লিখিত। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে কর্ত্তৃক পুণ্য গীতার পদ্যানুবাদ নানাবিধ সুললিত ছন্দে পুস্তক খানিকে সরস ও মধুর করিয়াছে, তাহা সকলকেই বলিতে হইবে।

হাওড়া বালিগ্রাম নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সিভিল

সার্ব্বজন পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেব শর্ম্মণঃ লিখিয়াছেন,—

পুণ্য গীতা পাঠে প্রীত হইয়াছি। এরূপ পুস্তকের অভাব বঙ্গদেশে বিশেষ রূপে আছে। ঐশমুখ নিঃসৃত ধর্ম্মতত্ত্ব স্বতই গভীর। শঙ্কর প্রমুখ মনীষিগণ কর্ত্তৃক সতিলক হইলেও বিশিষ্ট পণ্ডিত মণ্ডলীর তাহা অবগম্য। দেব ভাষার জটিলতা বিবর্জ্জিত বাংলায় নানাছন্দে অনুবাদ সকলেরই পাঠোপযোগী এবং সামান্য আয়াসে বোধগম্য। ভাষ্যকারগণের গবেষণা অমূল্য নিধি হইলেও তাহা সাধারণের জন্য নয়। কিন্তু গীতা পাঠ ও তাহার অর্থ গ্রহণান্তে উপদেশ পালন সকলের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যের পন্থা আপনি মুক্ত করিয়াছেন। কাশীরামী কৃত্তিবাসের মহাকাব্যের যেমন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষের অমৃত মধুর সম্পত্তি, আপনার গীতা তদ্রূপ বাংলার আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে সেইরূপ আনন্দ প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। আপনার বঙ্গানুবাদ মধুর, ছন্দ বৈচিত্রময় ও প্রীতিকর। ফলতঃ পাঠকের সুবিধার্থে পাঠ ক্রমাদি ও মাহাত্ম্য সহ মূল গীতা শ্লোক নির্ঘণ্ট দ্বারা পুস্তক খানিকে উপাদেয় করিবার জন্য আপনি যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, আপনার সে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

পাইকপাড়াধিপতির পৃষ্ঠপোষিত বীরেন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আপনার প্রণীত পুণ্য-গীতা পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। পদ্যানুবাদ দ্বারা মূল গ্রন্থের যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন,

তাহা বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হয়। পুস্তকখানি সাধারণের উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু মূলের অশুদ্ধি বা ভ্রম ত্রুটী আছে, বারান্তরে তাহা সংশোধন করিবেন।

মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, বর্ত্তমানে অস্থায়ী অধ্যক্ষ পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ নিবারণচন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থ আশীর্ব্বাদে জানাইয়াছেন,—

আপনার পুণ্য গীতা পাঠে অতিশয় প্রীত হইলাম। বঙ্গভাষায় বহুবিধ সুমধুর ছন্দে গীতার পদ্যানুবাদ এই প্রথম। মূলশ্লোকের সহিত যথা সম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন, ইহা বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক। নিয়মিত গীতাপাঠকারীদের জন্য ধারাবাহিক মূল, অনুসন্ধিৎসুগণের জন্য শ্লোক সূচি এবং যথাযথ অনুবাদ সমন্বয়ে পুস্তকখানি এরূপ উপাদেয় হইয়াছে যে, গীতাদান রূপ শুভ অনুষ্ঠানে এই প্রকারের গীতা প্রদত্ত হইলে গ্রহীতার বিশেষ উপকারে আসিবে। কারণ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ উভয় শ্রেণীরই পাঠক পাঠিকাদিগের ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রাদির অভিমত।

বৈষ্ণব চুড়ামনি, অমিয় নিমাই চরিত প্রণেতা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বাংলার সুবিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকা পুণ্য-গীতার সদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন,—

যে খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল, মুসলমানদিগের কোরাণ এবং হিন্দুদিগের গীতা পবিত্র এবং প্রত্যহ পাঠ্য। কিন্তু সকল গ্রন্থগুলির ভাষাই তদানীন্তন বিশুদ্ধ প্রাচীন ভাষায় লিখিত, অধুনা প্রচলিত ভাষা সকলে বাইবেল, কোরাণ অথবা গীতার যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অনুবাদকগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায় না। কিন্তু বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ক্রোড়ভাষা বিধায় ইহার যথাযথ অনুবাদ হওয়া দুরূহ হইলেও অসম্ভব নয়। পুণ্য গীতার অনুবাদে অনুবাদক সে কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন।

উপসংহারে অমৃত বাজার পত্রিকা ইংরাজীতে লিখিয়াছেন,—

The book under review is an attempt to render the Geeta Into Bengali the origin of which language is undoubtedly in Sanskrit, So that there are many words in chaste elegant Bengali which are commen to both the languages, The main characterestic of this book is that the author has taken the Sanskrit Geeta verse by verse and translated them into Bengali verse of various mitre, Keeping the original words common to both the laugnages as much as practicable. This method will be highly profitable to those who can not go in for the original Sanskrit work.

অর্থাৎ সমালোচ্য পুস্তকখানি ও মূল সংস্কৃত হইতে যথাযথ বঙ্গানুবাদের প্রচেষ্টা মাত্র। এমন কতকগুলি বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট কথা আছে যাহা সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার মূল গীতার প্রত্যেক শ্লোকটি সংখ্যানুসারে যতদূর সম্ভব মূলের বিশুদ্ধ কথাগুলি বজায় রাখিয়া শ্লোক অনুযায়ী যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ জন সাধারণের বোধগম্য হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিক সংবাদ পত্র আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন,—

মূল গীতার ভাব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া সহজ সরল মধুর ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদের মাধুর্য্য এই যে পড়িয়া মনে হয় যেন বাংলায় মূল গীতা পাঠ করিতেছি। কবিতাগুলি চিত্তাকর্ষক। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য ফুটনোট দ্বারা দুরূহ স্থান সমূহ সরল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুদিগের সুবিধার জন্য শ্লোক নির্ঘণ্ট সাহায্যে গীতার যে কোন শ্লোক অতি সহজে বাহির করা যায়। আমরা বাংলার ঘরে ঘরে এই পুণ্যগ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বসুমতী বলেন,—

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে মহাশয় ব্যবসায়ী হইলেও পুণ্য-গীতার পদ্যানুবাদে তাঁহার যে কৃতীত্ব সপ্রকাশ অনেক কবির কাব্যেও তাহা দেখা যায় না। ভাষার লালিত্যে গীতার কঠোর বিষয়ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। মাইকেলি মিত্রাক্ষর পয়ার তোটক প্রভৃতি নানা ছন্দের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। একাদশে নানা বিচিত্র ছন্দ [illegible] হইয়াছে। বাংলায় ধর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে বৈষ্ণবের [illegible] বিধা হয়, গ্রন্থকার [illegible] টীকাগুলি সহজ বোধ্য করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদে বিশেষত্ব আছে। ভাষা [illegible]

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ন্যায় ইহা স্কুলপাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে ছেলেরা অনেক শিখিবার জিনিষ পাইবে।

বঙ্গের সর্ব্বপ্রাচীন মাসিক-পত্রিকা জন্মভূমি বলেন,—

পুণ্য গীতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শান্তিলাভ করিলাম। মূল গীতার প্রত্যেক শ্লোকের যথাযথ পদ্যানুবাদ অনুবাদকের বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয়। পুণ্য গীতার বিশেষত্ব এই যে সামান্য বাংলা জানা এমন কি স্ত্রীলোকেও ইহা পাঠ করিয়া গীতা পাঠের উৎকণ্ঠা দূর করিতে সমর্থ হইবেন। হরিশঙ্কর বাবু এই অমূল্য পুস্তকখানি জন সমাজে প্রচার করিয়া নানা শোকতাপ ক্লিষ্ট নর-নারীর যে মহোপকার সাধন করিলেন তজ্জন্য তিনি ধন্য বাদার্হ। গীতা হিন্দুদিগের নিত্য পাঠ্য। আজ কাল নাটক; নভেল না পড়িয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মী কুল মহিলারা এবং সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণ বহু ছন্দ সুশোভিত এই পদ্যানুবাদ বাংলা গীতাপাঠ করিলে মূল গীতা পাঠ তুল্য হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

হিন্দুর মুখপত্র ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক ও নিরপেক্ষ সমালোচক বঙ্গবাসী বলেন,—

পুণ্য গীতা। সরল, সুবোধ্য, নানাছন্দ সুশোভিত ও টীকা সম্বলিত পদ্যানুবাদ! ফুটনোটে গ্রন্থকার দুরূহ শব্দের ও ভাবের অর্থ এবং ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই পদ্যানুবাদ সরল প্রাঞ্জল ও মূল সঙ্গত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই অনুবাদকের একটা গভীর আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উপসংহারে বঙ্গবাসীর সম্পাদক মহাশয় হৃদয়ের

আবেগ বশতঃ অতিশয় জটিল, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগের ১৩শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের সহজ অনুবাদ স্থাবর জঙ্গমে যাহা হয় দৃশ্যমান হইতে আরম্ভ করিয়া নিধনে তাঁহারি গ্রাসে যায় অবশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—

যে এইরূপ মধুর পদ্যানুবাদযুক্ত পুণ্য গীতা পাঠে পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

কতিপয় গণ্য মান্য বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, বেদের Lecturer, Rig-Vedic India এবং Rig-Vedic culture ও বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস M. A. P. H. D. লিখিয়াছেন,—

পুণ্য গীতার পদ্যানুবাদ করিয়া আপনি পুণ্য সঞ্চয় ও হিন্দু মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, যাহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন তাঁহারা এই সুললিত পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া সহজেই গীতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। আমাদের মহিলারাও ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও শ্রীভগবানের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। শ্লোক নির্ঘণ্ট ও মূলাংশ থাকায় পুস্তক খানি উপাদেয় ও মূল্যবান হইয়াছে। গৃহে গৃহে এই অমূল্য পুস্তক বিরাজিত হউক ইহাই প্রার্থনীয়।

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আপনার অনুদিত পুণ্য গীতা দেখিয়াছি। আপনি ইহা সহজবোধ্য করিবার উদ্দেশ্যে যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সুফল হইয়াছে। টীকায় প্রাচীন আচার্য্যদের অর্থ হইতে আপনি কয়েক স্থলে পৃথক অর্থ উদ্ভাবন করিয়া বোধ সৌকার্য্যের কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া অনুমান হয়, তবে উহা যে সর্ব্বথা ঠিক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আপনি বাংলা ভাষায় বিবিধ নূতন ছন্দে গীতার যথাযথ অনুবাদ করিয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

গীতা সমিতির সভাপতি গীতায় ঈশ্বরবাদ ও বেদান্ত পরিচয়, কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন মহাশয় সংক্ষেপে লিখিয়াছেন,—

গীতা সুগীতা হওয়াই কর্ত্তব্য এবং মঙ্গলদায়ক। বিবিধছন্দ শোভিত আপনার পদ্যানুবাদ তৎপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।

বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়ের বিদুষী কন্যা, অন্যতম প্রসিদ্ধ মহিলাবাগ্মী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী লিখিয়াছেন,—

পুণ্য গীতা সাগ্রহে পাঠ করিলাম। ভাষা প্রাঞ্জল, বাক্য

বিন্যাসের চেষ্টা সফল হইয়াছে। স্থানে স্থানে টিকাগুলিতে নব্য যোজনা প্রাচীন মতের সহিত সর্ব্বথা একমত হওয়া সম্ভবপর নহে। আমার মনে হয় বিবাহ কালে নববধূকে উপহার দেওয়া পক্ষে পুণ্য গীতা প্রকৃষ্ট উপযোগী। গৃহ মাতৃকাগুলি এইরূপ অনুবাদ পড়িলে ভবিষ্যতে মূলগীতার তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন ও গৃহ জীবনে ভগবানে নির্ভরাত্মক হইতে পারিবেন।

বাঁকুড়া, কোতলপুর হিতসাধন সমিতির সম্পাদক, পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, বহুবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

পুণ্য গীতা পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার ও হিন্দুর নিত্য পাঠ্য হইলেও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি ও মহিলাগণ সহজবোধ্য না হওয়ার জন্য গীতাপাঠে তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পুণ্য গীতা সেই অসুবিধা দূর করিয়াছে। ইহা সহজ বোধগম্য ও সুললিত পদ্যানুবাদিত হওয়ায়, বাটীর মহিলারা বেশ মনোযোগ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিতেছে এবং সরল ও সুবোধ্য বিধায় পল্লীস্থ মহিলারা অবসর সময়ে আসিয়া শ্রবণ করিতেছে। প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত। অনেকে পুণ্য গীতা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ করিতেছে। ভি, পি, ডাকে আর একখানি পুণ্য গীতা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

স্থানাভাবে কতকগুলি মন্তব্য অপ্রকাশিত রহিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংযোজিত হইবে।

কলিকাতা—৫৫ নং নালিক বসুর বাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি-প্রেসে মুদ্রিত।